দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৩৪ ॥ ২৫ মার্চ ২০২৪ ॥ ১১ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৪ রমজান ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিএনপি মানুষের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধির অশুভ রাজনীতি করে: নাছিম

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, বিএনপি-জামায়াত একটি দেশের পণ্য বর্জনের নামে এ দেশের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চায়। এরা দেশের মানুষের দুঃখ কষ্ট বাড়াতে বাজার ব্যবস্থায় নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা করছে।

এ রাজনৈতিক দল মানুষের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অশুভ রাজনীতি করে। গতকাল রোববার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ২০ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ আয়োজিত অসচ্ছল মানুষের মধ্যে খাদ্য সমগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, যারা দ্রব্যমূল্য নিয়ে কারসাজি ও মজুদদারি করে মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি করে সেসব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় সোচ্চার।

মাহে রমজানের সওগাত-১৪

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র মাহে রমজানের আজ চতুর্দশ দিবস। রহমত, বরকত, মাগফিরাত আর নাজাত বা মুক্তি লাভের দিনগুলো একে একে চলে যাচ্ছে আমাদের মাঝ থেকে। এই মাহে রমজান বা সিয়াম সাধনার মাসের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। ভাষাগত দিক থেকে তাকওয়া আরবি ভাষার ওয়াকিউন শব্দ থেকে এসেছে। এই ওয়াকিউন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। এর অপর একটি অর্থ হচ্ছে ভয় করা। কারণ যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করারও বিষয়। কোন কিছু হতে

২-এর পাতায় দেখুন

গাজায় হত্যা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া দুঃখজনক : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : অত্যন্ত দুঃখজনক যে বিশ্ব গাজার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু তা বন্ধে কেউ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল রোববার সফররত ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন দলের মহাসচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেব্রিল আলরজব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করতে গেলে একথা বলেন শেখ হাসিনা। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। নজরুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে গাজায় নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা এবং হাসপাতালে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার নিন্দা জানান তিনি। তিনি গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন এবং সেখানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মিসরের মাধ্যমে দুইবার ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে আমার কণ্ঠ তুলে ধরি। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইয়াসির আরাফাতের বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নীরব থাকার অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এটা এক ধরনের ভণ্ডামি। শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা লাঘবের স্বার্থে এটা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। ফিলিস্তিনিদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ও আন্তর্জাতিক ফোরামে তাদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ফাতেহ মুভমেন্টের নেতা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেবরিল আলরজব। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এজন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া। তিনি বলেন, গাজায় খাদ্যের তীব্র সংকট বিরাজ করছে এবং জনগণ অনাহারে রয়েছে। সেখানে খাদ্য সহায়তা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। জেনারেল জেবরিল আলরজব বলেন, আরব দেশগুলোতে ৪০ কোটি মানুষ বসবাস করলেও তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, তারা ঐক্যবদ্ধ হলে ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন সহজেই বন্ধ হবে। আরব বিশ্বের ক্ষমতা ও সম্পদ রয়েছে এবং ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য তাদের মধ্যে কেবল ঐক্য প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, এই যুদ্ধ বন্ধ না হলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক শান্তি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। অধিকৃত গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে ইসরাইলের

২-এর পাতায় দেখুন

ভুটানের রাজার সফরে তিন সমঝোতা ও এক চুক্তি নবায়ন

স্টাফ রিপোর্টার : চারদিনের সফরে আজ সোমবার ঢাকায় আসছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক। তার সফরে দেশটির সঙ্গে তিনটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করবে বাংলাদেশ। এছাড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি নবায়ন হবে। গতকাল রোববার ভুটানের রাজার বাংলাদেশ সফর নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, ভুটানের রাজার সফরে নতুন করে তিনটা সমঝোতা স্মারক সই হবে। এরমধ্যে রয়েছে ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক। এছাড়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি আছে আমাদের সঙ্গে সেটার নবায়ন হবে। ভুটানের রাজার সফরসূচি নিয়ে ড. হাছান জানান, ২৫-২৮ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন ভুটানের রাজা। সফরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ করবেন। সোমবার সকালে বিমানবন্দরে ভুটানের রাজাকে স্বাগত জানাবেন রাষ্ট্রপতি। বিমানবন্দরে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। সফরের শুরুর

২-এর পাতায় দেখুন

অগ্নিঝরা মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ । লাগাতার চলা অসহযোগ আন্দোলনের ২৪তম দিবসটির ভোর থেকেই অসংখ্য মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করতে থাকে। আজকের মিছিলের চরিত্র ছিল ভিন্নরূপ। মিছিলকারী সকলের হাতেই ছিল নানারকম দেশী অস্ত্র। মূলত গতকাল থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, আজ কিছু একটা ঘটবে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, গত ২২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে প্রাক্তন বাঙালী সৈনিকদের সঙ্গে বৈঠকে কর্নেল ওসমানী সাহেব বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ডু ইউ থিংক দ্যাট টুমরো উইল বি এ ক্রুসিয়াল ডে?' বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেন, 'নো, আই থিংক, ইট উইল বি টুয়েন্টি ফিফথ্।' তখন ওসমানী সাহেব পুনরায় তীক্ষ্ণ স্বরে তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'কাল তো তেইশে মার্চ। পাকিস্তান দিবস। সে উপলক্ষে ওরা কী কিছু করতে চাইবে না?' বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ওরা যে কোন

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদের অগ্রিম টিকিট বিক্রিতে সাড়া নেই

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ উপলক্ষে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হলেও যাত্রী সংকটে ভুগছেন পরিবহন মালিক শ্রমিকেরা। ঈদকে সামনে রেখে কাঙ্ক্ষিত টিকিট বিক্রি না হওয়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। এদিকে যাত্রী সংকটের কারণ হিসেবে রেল যাত্রা ও একাধিক রুটকে দায়ী করছে পরিবহন শ্রমিকেরা। গতকাল রোববার সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, আতীতে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হলে কাউন্টারগুলোতে যাত্রীর দীর্ঘ লাইন হলেও বর্তমানে সেই চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাউন্টারে কোন যাত্রী নাই, নেই দীর্ঘ লাইন। এমন দুপুর বেলা সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত অগ্রিম টিকিট কাটতে আসা কোন যাত্রীর দেখাও নাই। কাউন্টারে বসে যাত্রীর খোঁজে অবসর সময় কাটাচ্ছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। কর্মচারীদের দাবি, ট্রেনের যাত্রায় কোনো ভোগান্তি না থাকায় এবং বাসের টিকিটের দামের তুলনায় ট্রেনের টিকিটের দাম কম হওয়ায় মানুষ দূরপাল্লার যাত্রায় ট্রেনকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে দেখছেন। এস বি সুপার ডিলাক্সের কাউন্টার মাস্টার জিল্লু রহমান বলেন, আগে একটা সময় ঈদের অনেক আগে থেকেই গাবতলীতে মানুষ রাত জেগে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতো টিকিট কাটার জন্য। কিন্তু এখন টিকিট বিক্রির কোন চাপই নেই। আজ পর্যন্ত যে কয়টা টিকিট বিক্রি হয়েছে কোনো গাড়িতেই ৭ থেকে ৮ জনের বেশি যাত্রী আমরা পাইনি এখনো। তবে ৮ এবং ৯ তারিখের কিছু যাত্রী পেয়েছি। তিনি বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করে। ট্রেনে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি পৌঁছে যায়। আবার বাসের চেয়ে ভাড়াও

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদকে সামনে রেখে কাঙ্ক্ষিত টিকিট বিক্রি না হওয়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে

এতিমদের মাঝে আ.লীগের শিক্ষা উপকমিটির ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে রাজধানীতে এতিম-দুঃস্থদের মঝে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক উপকমিটির সদস্যরা। গতকাল রোববার দুপুরে ঢাকার হাতিরপুল বাইতুল মোমিন জামে মসজিদ ও মাদ্রাসায় ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন তারা। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক শামসুন নাহার চাঁপার নির্দেশে এতিমদের উপস্থিতিতে মসজিদ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাতে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সেহরির জন্য চাল, ডাল, মাছ, মাংস, তেল, কাঁচা বাজার ও প্রয়োজনীয় ইফতারসামগ্রী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও

২-এর পাতায় দেখুন

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে : পরিবেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, তামাক একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ এবং এর ব্যবহার হ্রাস করা জরুরি। তাই এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। গতকাল রবিবার পার্লামেন্ট ক্লাবে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ প্লাটফর্ম আয়োজিত এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। সাবের হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, আমাদের সমাজে তামাকের প্রভাব কমাতে হবে এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে নেওয়া সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বেসরকারি সংস্থাসহ সব স্তরের জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী, দীপংকর তালুকদার, তানভীর শাকিল জয়সহ বিশেষজ্ঞ এবং সংগঠনটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সবাই তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর তাদের মতামত ও পরামর্শ দেন।

গোডাউন বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে ১২ ইউনিট

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বনানীর গোডাউন বস্তিতে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, গতকাল রোববার বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় তারা। এরপর আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট সেখানে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপরও আরও দুই ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে বিকেল ৫টা ৬ মিনিট নাগাদ ফায়ার সার্ভিসের মোট ৮ ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তবে তাৎক্ষনিক আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার শুরুতে আগুন লাগার ঘটনাস্থল হিসেবে

২-এর পাতায় দেখুন

২২ দিনে এলো সাড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকার রেমিট্যান্স

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতি বছরের মতো এবারও রমজানের শুরু থেকেই বেশি বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। চলতি মার্চ মাসের প্রথম ২২ দিনে বৈধ বা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৪১ কোটি ৪৪ লাখ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে এসেছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৫ হাজার ২০৮ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১১০ টাকা ধরে)। গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চলতি মার্চের প্রথম ২২ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ১৪১ কোটি ৪৪ লাখ মার্কিন ডলার (১৪১৪ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন)। তার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১৮ কোটি ২৫ লাখ ডলার, বিশেষায়িত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে দুই কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলার, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১২০ কোটি ৪৮ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৭ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২১০ কোটি মার্কিন ডলার। আর ফেব্রুয়ারিতে আসে ২১৬ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে দুই হাজার ১৬১ কোটি সাত লাখ মার্কিন ডলার। আগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছে দুই হাজার ১০৩ কোটি ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ মার্কিন ডলার, যা সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স।

নিয়ম মেনে চিকিৎসকদের ডিউটির আহ্বান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রত্যেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা। তিনি বলেছেন, চিকিৎসকরা অনেক কাজ করছেন এটা সত্যি। তবে অনেকজন কর্মস্থলে দেরীতে আসছেন, আগে চলে যাচ্ছেন এটাও সত্যি। প্রয়োজন থাকতে পারে, তবে বিষয়গুলো কর্মস্থলে জানিয়ে করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালী জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস-২০২৪' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের চিকিৎসকরা অনেক ভালো কাজ করেন। তবে অনেক জায়গায়

২-এর পাতায় দেখুন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম ঢাকার আগারগাঁওয়ে এলজিইডি সদর দপ্তরে Inauguration of Launching Workshop Jointly on IUGIP (ADB) and Southern Chttagram projet (JICA) শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন -পিআইডি

খলিলের পক্ষে লোকসান দিয়ে মাংস বিক্রি সম্ভব নয়

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর আলোচিত মাংস ব্যবসায়ী খলিলসহ নয়ন ও উজ্জ্বল এতদিন লোকসান দিয়ে গরুর মাংস বিক্রি করেছেন। গরুর দাম বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে মাংসের দামও বেড়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে তারা কী করবেন, এটি সম্পূর্ণ তাদের সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান। গতকাল রোববার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে সাশ্রয়ী মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ভোক্তার ডিজি। তিনি বলেন, গত বছরের শেষ দিকে খলিলের উদ্যোগে দেশের বাজারে কমতে শুরু করে গরুর মাংসের দাম। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মাস অ্যাসোসিয়েশন এক মাসের

২-এর পাতায় দেখুন

বেতন-বোনাস দিতে গার্মেন্টস মালিকদের ধার-দেনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। বলা যায় এ খাতের হাত ধরেই ঘুরছে দেশের অর্থনীতির চাকা। সম্প্রতি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে খাতটি। বিশেষ করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও অর্ডার কমে যাওয়া বাড়তি চাপে ফেলেছে মালিকদের। এছাড়া চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি-এ আট মাসে তৈরি পোশাক খাতের বড় রপ্তানির দেশগুলো থেকে কমেছে আয়। সব মিলিয়ে সংকটে রয়েছেন বলে দাবি মালিকদের। এরই মধ্যে দরজায় কড়া নাড়ছে ঈদ। সাধারণত ঈদের সময় আগের বকেয়া, বেতন ও বোনাস পরিশোধ করতে হয় মালিকদের। তবে আসন্ন ঈদুল ফিতরে মালিকদের জন্য বেতন-বোনাস পরিশোধ করা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করছেন শিল্প উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, ব্যাংক লোন না পাওয়ায় অনেক কারখানা মালিক ধার-দেনা করছেন বেতন পরিশোধের জন্য। এমন অবস্থায় যেভাবেই হোক ঈদের আগে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ করা হবে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন তারা। অন্যদিকে শ্রমিক নেতারা বলছেন, ২০ রোজার মধ্যেই শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ঈদের আগ মুহূর্তে বেতন-বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দিলেও অনেক কারখানাই শতভাগ পরিশোধ করে না। ছুটি হয়ে যাওয়ায় শ্রমিদের দাবি-দাওয়া নিয়েও কোনো সুরাহা করা যায় না। তাই ঈদের আগ মুহূর্তে নয়, অন্তত ১০ দিন আগে দিলে তারা কাজের ফাঁকে সুবিধা মতো কেনাকাটা করতে পারবেন। এ বিষয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক

২-এর পাতায় দেখুন

পোশাক খাত

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ২৫ মার্চ ২০২৪ ॥ ১১ চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

অতি অগ্নিঝুঁকিতে ঢাকার ৮৪ রেস্তোরাঁ ও শপিং মল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে রেস্তোরাঁ, শপিং মলসহ ৮৪টি ভবন ও প্রতিষ্ঠানকে অগ্নিনিরাপত্তায় অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। এরমধ্যে সর্বাধিক ২৭টি রয়েছে খিলগাঁও এলাকায়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৪০৮টি ভবন ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ২টি ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ৮টি ভবন-প্রতিষ্ঠানে সতর্কতা বার্তা টানিয়ে দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। বাহিনীটি বলছে, সংস্কার করা না হলে এসব ভবনে যেকোনো সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি বেইলিরোডে রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যুর পর সপ্তাহব্যাপী পাঁচ শতাধিক ভবন ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এসব চিহ্নিত করা হয়। সূত্র জানায়, খিলগাঁও ছাড়া রাজধানীর মতিঝিল, মালিবাগ, মৌচাক, শান্তিনগর, বেইলিরোড, ওয়ারী, সদরঘাট, লালবাগ এলাকায় ২২টি, ধানমন্ডি মোহাম্মাদপুর, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, তেজগাঁও ও মিরপুর এলাকায় ১৫টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা রয়েছে। অন্যদিকে অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত গুলশান, বনানী ও উত্তরাতে ২০টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান অতিঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত হয়েছে। পরিদর্শনে ৩৭টি ভবন ও প্রতিষ্ঠানকে ১৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সিলগালা করা হয় চারটি প্রতিষ্ঠানকে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, বেইলি রোডের অগ্নিদুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো। এর ধারাবাহিকতায় ৫ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৫১৬টি শপিংমল, রেস্টুরেন্ট, ভবন ও প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা পরিদর্শন করে অতিঝুঁকিপূর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তিন ক্যাটাগরিতে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এর মধ্যে জোন-১ এর মতিঝিল, মালিবাগ, মৌচাক, শান্তিনগর ও বেইলিরোড এলাকায় ৬৩টি ভবন পরিদর্শন করে অগ্নিনিরাপত্তা বিবেচনায় অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১০টি, ঝুঁকিপূর্ণ ৩টি ও কম ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ওয়ারী, লালবাগ ও সদরঘাট এলাকায় ৭৭টি প্রতিষ্ঠান ও ভবন পরিদর্শন করে অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১২টি, ঝুঁকিপূর্ণ ৬২টি এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৩টি ভবন চিহ্নিত করা হয়। জোন-২ এর আওতায় ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, ফার্মগেইট, কারওয়ানবাজার ও তেজগাঁও এলাকায় মোট ৯৯টি ভবন পরিদর্শন করে অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ২টি, ঝুঁকিপূর্ণ ৯৬টি ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে একটি ভবন চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া শুধু মিরপুর জোনে ৭৪ প্রতিষ্ঠান ও ভবন পরিদর্শন করে অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১৩টি, ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫টি এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৬টি চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া জোন-৩ এর আওতায় গুলশান ও বনানী এলাকায় ৫৩টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান পরিদশন ৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে অবকাশকালীন ১১ বেঞ্চ গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : অবকাশকালীন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য ১১টি বেঞ্চ গঠন করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) মো. মিজানুর রহমানের স্বাক্ষরে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রোববার থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য প্রধান বিচারপতি ২০২৪ সালের ১০৭ ও ১১১ নং গঠনবিধি অনুসারে অবকাশকালীন বেঞ্চসমূহ গঠন করেছেন। এর মধ্যে ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ। বাকি ৪টি একক বেঞ্চ। হাইকোর্টের বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত রিট শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মো.খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে ৭-এর পাতায় দেখুন

খুলে দেওয়া হলো গাজীপুর বিমানবন্দরের ৭ উড়ালসড়ক

স্টাফ রিপোর্টার : যানজট কমিয়ে আনতে নেওয়া প্রকল্প গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) সাতটি ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা ১১টায় সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এসব ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এসময় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেনসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, এই সাতটি ফ্লাইওভার দিয়ে যান চলাচল করতে পারবে। ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের জন্য এই সাত ফ্লাইওভার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে উপহার। এই প্রকল্প নির্মাণে বিলম্ব হয়েছে। যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। এটি বাস্তবায়নে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও ঘটেছে। তারপরও দেরিতে হলেও কাজটি শেষ হওয়ার পথে। ওবায়দুল কাদের বলেন, আশা করছি, এই বছরেই এটি দিয়ে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমাদের অন্য আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯১ শতাংশ। আমরা আশা করছি, ডিসেম্বর নাগাদ বাকি কাজ শেষ হবে। বিআরটি করিডোর দিয়ে বাস চলাচল করতে পারবে। এখন থেকে এই ফ্লাইওভারগুলো দিয়ে যান চলাচল করতে পারবে। যার মধ্যে রয়েছে ৩২৩ মিটার এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার (বাম পাশ), ৩২৩ মিটার এয়ারপোর্ট ফ্লাইওভার (ডান পাশ), ১৮০ মিটার জসীমউদদীন ফ্লাইওভার, ১৬৫ মিটার ইউটার্ন-১ গাজীপুরা ফ্লাইওভার, ১৬৫ মিটার ইউটার্ন-২ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ফ্লাইওভার, ২৪০ মিটার ভোগড়া ফ্লাইওভার এবং গাজীপুরের চৌরাস্তায় ৫৬৮ মিটার ফ্লাইওভার। এর আগে ১৬ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, এ বছরের জুনের মধ্যে বিআরটি প্রকল্প শেষ হবে। এখনই নিচের অংশের আর ভোগান্তি নেই। মাত্র ৪০ মিনিটে গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে। যানজট কমিয়ে আনতে 'গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট' প্রকল্পের (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) আওতায় উড়াল সড়ক ৭-এর পাতায় দেখুন

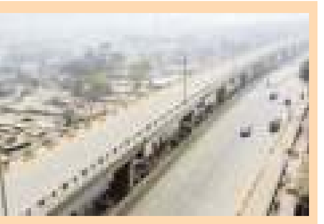

ঈদের আগেই খুলছে আরও ৪.৫ কিমি ফ্লাইওভার ফিরবে স্বস্তি

চীনের রাষ্ট্রদূতকে বিআরটি প্রকল্প দ্রুত শেষ করার তাগিদ কাদেরের

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া মামলার শুনানি ২৮ মে

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ২৮ মে দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ভবনে স্থাপিত ঢাকার অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক আকতারুজ্জামান নতুন এ দিন ধার্য করেন। খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকায় এদিন তার পক্ষে আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার হাজিরা দেন। এরপর দুদকের পক্ষে শুনানি পেছানোর আবেদন করা হয়। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আগামী বছরের ২৮ মে শুনানির ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট্র

এবার একাদশে উপবৃত্তি পাচ্ছেন ৪ লাখ ৮১ হাজার শিক্ষার্থী

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে উপবৃত্তি পাচ্ছেন ৪ লাখ ৮১ হাজার ৪৭ শিক্ষার্থী। এবার আবেদন করা শিক্ষার্থীর ৮২ দশমিক ৩২ শতাংশই উপবৃত্তি পাচ্ছেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য কোটায় উপবৃত্তি পাচ্ছেন আরও ৬ হাজার ৯৩৬ শিক্ষার্থী। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট্রের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির সভায় এ-সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। তালিকার উপাত্ত বিশ্লেষণে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, একাদশ শ্রেণির মোট ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৭ হাজার ১৬ জন। তাদের মধ্যে ৫ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৮ জন উপবৃত্তির জন্য আবেদন করেননি। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সারা দেশের উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের এমআইএস সেলের প্রযুক্তিগত সহায়তায় এইচএসপি ইউনিটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নয়, বরং দারিদ্র্যের ভিত্তিতে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, ৭-এর পাতায় দেখুন

রোববার পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বরিশাল সদরে সাশ্রয়ী বাজার পরিদর্শন করেন -পিআইডি

রিকশার নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে গোলাগুলি গ্রেফতার ৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ভাটারা থানার জোয়ারসাহারা এলাকায় ডিওএইচএস সোসাইটির রিকশার নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে চালকের পায়ে গুলি ও অস্ত্রের মহড়ার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উত্তরা বিভাগ। ডিবি বলছে, ঠুনকো ঘটনায় অস্ত্রের মহড়া ও গোলাগুলির নেপথ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার এবং মাদক ও চাঁদাবাজিসহ অবৈধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতো তারা। চালককে গুলির ঘটনায় দায়ের করা মামলা ছায়া তদন্তে নেমে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতাররা হলেন- রাশেদুজ্জামান খান রাজু (৩৫), রকিব হোসেন মুন্না (৩২), মো. শারিকুল ইসলাম খান (৪৫), মো. আজিম পাটোয়ারী ৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বে বিশুদ্ধ পানি পায় না ২২০ কোটি মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের অন্তত ২২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর তৈরি করা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। বিশ্বের প্রায় ৩৫০ কোটি মানুষের নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ নেই বলেও ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের প্রতি দুজনের একজন বছরের কয়েক মাস পানির অভাবে কাটায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে আজুলে বলেছেন, ''বিশ্বের কিছু অঞ্চলে পানির সংকট ব্যতিক্রমের চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।'' ''আমরা এই ধরনের পরিস্থিতির পরিণতি জানি। পানির ঘাটতি শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাকে উসকে দেয় না বরং সামগ্রিকভাবে মৌলিক অধিকারের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।'' জাতিসংঘ বলছে, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানির সংকট বাড়তে থাকায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ৭-এর পাতায় দেখুন

জাতিসংঘ

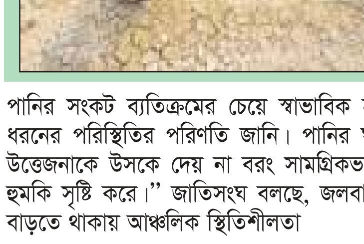

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৩ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহা ও তার ভাই অনন্ত কুমার সিনহার বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৩ জুন দিন ধার্য করেছেন আদালত। তাদের নামে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির সন্ধান পাওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এ মামলা করে। গতকাল রোববার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। এদিন দুদক প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন নতুন দিন ধার্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে তিনতলা বাড়ির সন্ধান পাওয়ায় ২০২২ সালের ৩১ মার্চ এস কে সিনহা ও তার ভাই অনন্ত কুমার সিনহার বিরুদ্ধে মামলা হয়। ৭-এর পাতায় দেখুন

অভিনেত্রী হিমুর মৃত্যু মামলার প্রতিবেদনের নতুন তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার : অভিনেত্রী হুমায়রা হিমুর মৃত্যুর ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়েছে। আগামী ১৩ মে প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মইনুল ইসলাম প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ঠিক করেন। গতকাল মামলাটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। কিন্তু পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এ জন্য বিচারক প্রতিবেদন দাখিলের নতুন তারিখ ঠিক করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ঘটনার দিন হিমুর বাসায় তার প্রেমিক মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন ওরফে রুফি (৩৬) এবং মেকাপম্যান মিহির ছিলেন। তাদের মধ্যে মিহির ওই বাসাতেই থাকতেন আর রুফি ঘটনার ছয় মাস আগে থেকে নিয়মিত হিমুর বাসায় যাতায়াত করতেন এবং মাঝে মধ্যে বাসায় রাত্রীযাপন করতেন। অভিযোগে বলা হয়, গত ১ নভেম্বর রুফির মোবাইল নম্বর ও ভিগো আইডি ব্লক করে দেন হিমু। বিষয়টি নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝামেলা হয়। ২ নভেম্বর বিকাল ৩টার দিকে রুফি বাসায় এসে কলিং বেল দিলে মিহির বাসার মেন দরজা খুলে দেন। রুফি ৭-এর পাতায় দেখুন

এক বছরে সিজারিয়ান ডেলিভারি বেড়েছে ৯.৩ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : গত এক বছরে সিজারিয়ান ডেলিভারি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সিজারিয়ান ডেলিভারির হার ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ ছিল। আর ২০২২ সালে মোট প্রসবের ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল সিজারিয়ান ডেলিভারি। অর্থাৎ এক বছরে সিজারিয়ান ডেলিভারি বেড়েছে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। গতকাল রোববার পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২৩ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব অডিটোরিয়ামে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করে স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের (এসভিআরএস) প্রকল্প পরিচালক আলমগীর হোসেন বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে মনে করেন। প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৩ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হারও বেড়েছে। ২০২২ সালে যেখানে প্রতি হাজারে ৩১ জন শিশু মারা গিয়েছিল, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ জনে। ২০২২ সালে এক মাসের কম বয়সী প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে মারা যায় ১৬ জন, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ জনে। ২০২২ সালে এক বছরের কম বয়সী প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে মারা যায় ২৪ জন, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জনে। এছাড়া, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৭৩ দশমিক ৩ বছরে, যা ২০২২ সালে ছিল ৭৩ দশমিক ৪ বছর। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে ১৭ লাখ বেড়ে দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ১৫ লাখ। মোট ৭-এর পাতায় দেখুন

অবৈধ সম্পদ সাবেক সচিব প্রশান্ত কুমার কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদের অভিযোগে সাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায়ের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল রোববার ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ মোহাম্মদ আস সামস জগলুল হোসেনের আদালতে তিনি আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। প্রশান্ত কুমার রায় উচ্চ আদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। গতকাল আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুদকের আইনজীবী মীর আহম্মেদ সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের অভিযোগে ২০২৩ সালের ৫ জুন দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমান। সাবেক এই সচিবের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত এক কোটি ২৫ লাখ ৪০ হাজার ২৪৭ টাকার সম্পদ রাখার অভিযোগ আনা হয়। মামলার ৭-এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের অফিস সময়ে কর্মস্থলে থাকতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রত্যেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্টদের তাদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা। তিনি বলেন, আমাদের চিকিৎসকরা অনেক ভালো কাজ করেন তবে অনেক জায়গায় অনেক কিছু হচ্ছে না। অনেক জায়গায় কর্মস্থলে অনেকে উপস্থিত থাকেন না। গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালী জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল অডিটোরিয়ামে বিশ্ব যক্ষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, অনেক সময় অনেক হাসপাতালে হঠাৎ করেই চলে যাই। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা তদারকি করলে যাতে দেখে সবাই আপনাদের কর্মের সময়টা ঠিকভাবে পালন করছেন। চিকিৎসকদের সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করবো। যদি সুবিধা বাড়ালে আপনাদের কাজ ৭-এর পাতায় দেখুন

ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে আলু

চাঁদপুর প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত কয়েক বছর চাঁদপুরে আলু আবাদে কৃষকদের লোকসান গুণতে হয়েছে। তবে এবার আলুর ফলন তুলনামূলক ফলন ভালো হয়েছে। উত্তোলনের পর শুরু হয়েছে বিক্রি। প্রত্যাশিত দাম পাওয়ায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। বাকি আলু উত্তোলন শেষে ভালো দাম পাওয়ার আশা প্রকাশ করছেন কৃষকরা। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুমের শুরুতে অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টিপাত এবং ঘন কুয়াশায় জেলায় আলুর কাঙ্ক্ষিত ফলন না পাওয়ার আশঙ্কা ছিল চাষিদের মধ্যে। কিছুদিন পরেই আবহাওয়া অনুকূলে চলে আসায় আলুর ভালো ফলনের স্বপ্ন দেখছেন কৃষকরা। গত বছরের তুলনায় এবার আলুর দ্বিগুণ দাম। ফসলি জমিগুলোতে এখন শেষ সময়ে আলু তোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক ও শ্রমিকরা। জেলা সদরের বিষ্ণুপুর এলাকায় জামালপুর থেকে আসা শ্রমিক আবু হোসেন বলেন, এই সময়ে জামালপুরে কোনো কাজ নেই। প্রতি বছর এই সময়ে চাঁদপুরে ক্ষেত থেকে আলু তোলা হয়। আমরা ৩১ জন এসেছি কাজ করতে। এই বছর চাঁদপুর সফরমালী গ্রামে আলু চাষাবাদ কম হয়েছে। তারপরও দাম বেশি থাকায় কৃষক কিছুটা পোষাতে পেরেছেন। আমরা ১৫-১৬ দিন কাজ করলে ১৮-২০ হাজার টাকা পাই। ঈদের আগে আবার বাড়ি ফিরে যাবো। ওই গ্রামের কৃষক শাহ জালাল বলেন, জমি থেকে আলু বাছাই করে ৫০ কেজি করে বস্তায় সংরক্ষণ করা হয়। গত বছর যেখানে একশ বস্তা আলু বিক্রি করেছি ৬৫-৭০ হাজার টাকায়। আর এবার দাম ভালো হওয়াতে জমিতেই একশ বস্তা আলু বিক্রি হচ্ছে ৭-এর পাতায় দেখুন

কৃষকের মুখে হাসি

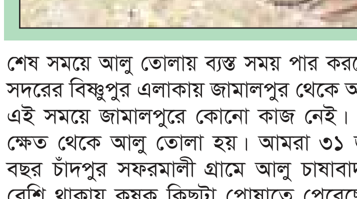

ছাত্র অধিকারের ২৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ১৪ মে

স্টাফ রিপোর্টার : মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আকতার হোসেনসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন পিছিয়ে আগামী ১৪ মে ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি। এ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগ উদ্দিন নতুন দিন ধার্য করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২২ সালের ৭ অক্টোবর আসামিরা কাউকে কিছু না জানিয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদালয় ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল বক্তব্য ও স্লোগান দেন। তারা সরকার, সরকারপ্রধান, বিভিন্ন মন্ত্রী ও ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশে পুরুষের তুলনায় নারী বেশি

৩৯ শতাংশ তরুণ অলস!

স্টাফ রিপোর্টার : কোনো কিছু করে না, দেশে এমন তরুণের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ! অর্থাৎ, এরা পড়াশোনাও করে না, আবার কোন কাজও করে না, এমনকি কোনো কাজের জন্য প্রশিক্ষণও নিচ্ছেন না। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪০.৬৭ শতাংশ। এ বছর কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৮৮ শতাংশ। গতকাল রোববার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে ১৭ লাখ বেড়ে দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ১৫ লাখ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে নারী ৮ কোটি ৭৩ লাখ এবং পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ। অর্থাৎ দেশের পুরুষের চেয়ে ৩১ লাখ বেশি নারী। এর আগে, ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ। সেই হিসেবে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দেশের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ১৫ লাখ। তবে ২০১১ সালের আদম শুমারি ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি ৩৫ লাখ। বিবিএসর বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাস মধ্যে- ০-৪ বছর বয়সী ১০.২২ শতাংশ, ৫-১৪ বছর বয়সী ১৮.৫৬ শতাংশ, ১৫-২৪ বছর বয়সী ১৮.৬৭ শতাংশ, ২৫-৩৯ বছর বয়সী ২২.২৮ শতাংশ, ৪০-৪৯ বছর বয়সী ১১.৮৭ শতাংশ, ৫০-৫৯ বছর বয়সী ৮.৯৩ শতাংশ, ৬০-৬৪ বছর বয়সী ৩.৩৩ শতাংশ এবং ৬৫+ বছর বয়সী ৬.১৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পরিসংখ্যানিকভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে, যা ৭২.৩ বছর। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১.৩৩ শতাংশ যা ২০২২ সালে ছিল ১.৪০ শতাংশ। লিঙ্গ অনুপাত কিছুটা নিম্নমুখী যা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৯৬.৩ শতাংশ এবং নির্ভরশীলতার অনুপাত ৫৩.৭ শতাংশ।

মালয়েশিয়ায় সরাসরি পাসপোর্ট পেলেন দেড় হাজার বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার : মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে সরাসরি পাসপোর্ট পেয়েছেন দেড় হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি। শনি ও গতকাল রোববার দেশটির ছুটির দিনে হাইকমিশনের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তারা পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। দেশটিতে চলমান বৈধকরণ, রিক্যালিব্রেশন ২.০ প্রক্রিয়ার আওতায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা যেন বৈধকরণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে সেই লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দ্রুত পাসপোর্ট ডেলিভারির নির্দেশনা দিয়ে আসছে হাইকমিশন। হাইকমিশনের পাসপোর্ট ও ভিসা উইংয়ের প্রথম সচিব মিয়া মোহাম্মাদ কেয়াম উদ্দিন জানান, মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসানের নির্দেশে ছুটির দিনেও পাসপোর্ট সেবার পাশাপাশি অন্যান্য সেবাও চালু রয়েছে। শুধু পাসপোর্ট বিতরণই নয়, যাদের পাসপোর্ট আবেদনে তথ্যগত বিভিন্ন সমস্যা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ভুটানের রাজার সফরে তিন সমঝোতা

দিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন এবং জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন ভুটানের রাজা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ সফরকালে তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। সফরের প্রথম দিন আমি রাজার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবো। ২৬ মার্চ ভোরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন রাজা। বাংলাদেশ সফরকালে ভুটানের রাজা পদ্মা সেতু পরিদর্শন করবেন জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এছাড়া তিনি শেখ হাসি-না ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন। তিনি পদ্মা ব্রিজ পরিদর্শন করবেন। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন পরিদর্শন করবেন। কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলটি পরিদর্শনের জন্য বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করে তিনি সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করবেন। স্থলবন্দরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করবে। সেখানে তাকে বিদায় জানাবেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। রাজার সফরে কোন বিষয়গুলো আলোচনা হবে তা তুলে ধরেন ড. হাছান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আইসিটি ও পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো থাকবে। এছাড়া কানেক্টিভিটি বিষয়ক বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগে সমন্বিত সহযোগিতা, কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ট্রানজিট চুক্তি এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ খাতে ভারতকে সঙ্গে নিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিনিময়ের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার প্রস্তাব এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হবে। রাজার সফরের তাৎপর্য তুলে ধরে হাছান মাহমুদ বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশে প্রথম কোনো উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সফর এটি। এ সফরে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে (বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে) ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। থিম্পুতে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন। ট্রানজিট এবং অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির (পিটিএ) মাধ্যমে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ। বিদ্যুৎ খাতে ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার চুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই সফর বাংলাদেশ ভুটানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে।

গাজায় হত্যা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ

গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরাইলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনে সমর্থন জানানোর জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান তিনি। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের একটি চিঠিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন তিনি।

মাহে রমজানের সওগাত-১৪

বিরত থাকা। রক্ষা করা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাজেই শুরুতেই তাকওয়ার ব্যাখ্যা এভাবেও দেওয়া যায় যে, আপনি একটি পথে হাঁটছেন যার দু'পাশ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই পথে হাঁটার সময় আপনার পরনের পোশাক কাঁটায় আটকে যাওয়ার বহু প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই কাটাময় পথে চলার সময় পোশাক কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে চলার যে প্রচেষ্টা তাকওয়া বিষয়টি সে রকম। অর্থাৎ নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে বা ডিঙ্গিয়ে সঠিক, সুন্দর ও নিরাপদে চলার প্রচেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়া হলো আল্লাহ ভীতি। ইসলামী বিধান মতে তাকওয়া হলো আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তির অন্তক অনুভূতি। প্রতিপালন সম্পর্কে সতর্কতা, আল্লাহকে সর্ব অবস্থায় স্মরণ করা, তার শরণ নেয়া। সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতি এবং তার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে সতর্কতা। এসব বোঁধ-অনুভূতি ব্যক্তিকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, সৎ ও ভালো কাজে ব্রতী করে তুলবে। এটাই হলো তাকওয়া। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০২ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে ভয় কর। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় স্তর হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা। তৃতীয় স্তরটি হলো তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও শরণ এবং তার সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা অন্তরকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখাই হচ্ছে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাকওয়ার হক হলো সকল কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করা, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কখনো অকৃতজ্ঞ না হওয়া। মহান আল্লাহর কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাপকাঠি হলো তাকওয়া। তাকওয়ার গুণাবলীতেই মানুষের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার তাকওয়া রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল করীমের সুরা হুজুরাতের ১৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মানব সমাজ আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী হওয়ার তওফীক দান করুন। আমীন!

গোডাউন বস্তিতে আগুন

কড়াইল বস্তির কথা জানিয়েছিল ফায়ার সার্ভিস। পরবর্তীতে পৃথক ক্ষুদে বার্তায় ঘটনাস্থল বনানী ১ নম্বর গেটের পাশে অবস্থিত গোডাউন বস্তির তথ্য জানায়।

এতিমদের মাঝে আ.লীগের শিক্ষা

মানবসম্পদ উপকমিটির সদস্য ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী জামিল, ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন, আশরাফুল হক জর্জ, শেখ রাসেল প্রমুখ।

ঈদের অগ্রিম টিকিট

কম। তাছাড়া অনেকে আবার সায়দাবাদ বা গাবতলী থেকে ভেঙে ভেঙে চলে যাই। শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের কোনটার মাস্টার ওমারুল ইসলাম বলেন, ঈদের কোন যাত্রীর চাপ নেই এখন পর্যন্ত। যদিও আমাদের গাড়ির অগ্রিম টিকিট সব কল্যাণপুর থেকে দিচ্ছে। তবে অনলাইনে দেখলাম এখন পর্যন্ত যাত্রীর কোন চাপ নেই। গাবতলীতে অনেকেই টিকিট বিক্রির উপর কমিশন হিসেবে টাকা পাই। যাত্রী না থাকলে টিকিট বিক্রি না হলে এসব শ্রমিকদের ঈদ করা কষ্ট হয়ে যাবে। যাত্রী চাপ না থাকার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আজ থেকে ট্রেনের টিকিট ছেড়েছে। অনেকে ট্রেনে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই ট্রেনের টিকিট কাটবে। যদি ট্রেনে টিকিট না পায় তখন বাসে যাবে। তাই কয়েকদিন না গেলে কিছুই বলা যাচ্ছে না যাত্রী পাবো কি পাবো না। এদিকে এখনো বেশ কিছু পরিবহনে দূরপাল্লার অগ্রিম টিকিট বিক্রি বন্ধ আছে বলে জানিয়েছেন পরিবহন শ্রমিকরা। শুভ বসুন্ধরা পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার বলেন, যাত্রীর চাপ কম থাকায় আমাদের অগ্রিম টিকিট বিক্রি এখনো শুরু হয়নি। আগামী ২৬ তারিখ তারপরে যেকোনো দিন আমাদের টিকিট বিক্রি শুরু হতে পারে। সোহাগ পরিবহনের পরিবহন শ্রমিক বলেন, আমাদের মালিক পক্ষ থেকে এখনো অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরুর বিষয়ে কিছু জানায় নাই। তাই আমরা এখনো অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করি নাই। ২৬ তারিখ থেকে আমাদের শুরু হতে পারে। অন্যান্য অধিকাংশ গাড়িতে টিকিট বিক্রি শুরু করলেও আপনাদের এখনো টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাউন্টারে কেউ অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করতে আসছে না বললেই চলে। যাত্রী চাপ না থাকার কারণেই এখনো টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি। এমনই অভিযোগ রয়েছে অন্যান্য বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার পরিবহন শ্রমিকদের। মূলত যাত্রী সংকটে ভাটা পড়েছে অধিকাংশ পরিবহনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি। ফলে এখনো শুরু হয়নি ঈদকে সামনে রেখে তাদের টিকিট বিক্রির কার্যক্রম। এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বিআরটিএর নির্ধারিত ভাড়া অনুযায়ী বাসের ভাড়া নেওয়া হবে। ভাড়ার তালিকার বাইরে বাড়তি ভাড়া নেওয়া যাবে না। সব বাস মালিকদের সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং শ্যামলী এনআর ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভঙ্কর ঘোষ রাকেশ জানান, যাত্রীরা যাতে বাসের অগ্রিম টিকিট সুশৃঙ্খলভাবে কাউন্টার থেকে কিনতে পারেন, সেজন্য বাস মালিকদের পক্ষ থেকে মনিটরিং টিম কাজ করবে। বাসের কোনো টিকিট কালোবাজারি হবে না। কারণ বাস মালিকদের মনিটরিং টিমের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনও কাজ করবে। এছাড়া প্রশাসনের গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমেও টিকিট কালোবাজারি ও যাত্রী হয়রানি রোধ করা হবে। এদিকে বাস কোম্পানিগুলো অনলাইনে টিকিট বিক্রির সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'বাসবিডি ডটকম ডট বিডি' এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাসের অগ্রিম টিকিট শুক্রবার থেকে অনলাইন মাধ্যমে দেওয়া হবে। ই-টিকিট কেনা যাত্রীদের জানানো হয়েছে, রাস্তায় সৃষ্ট জ্যামের কারণে ও গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে যাত্রার সময় পরিবর্তন হতে পারে। বিষয়টি জেনে টিকিট ক্রয় করতে বলা হচ্ছে।

অগ্নিঝরা মার্চ

মুহূর্তে যে কোন কিছু করতে পারে। তার জন্য কোন দিবসের প্রয়োজন হয় না। আসলে আমরা যতটা এগিয়ে গিয়েছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও বোধ করছি। সে কারণে ওরাও কম শঙ্কিত নয়। ওরা জানে এডভান্স কিছু করার অর্থই সব শেষ করে দেয়া।' কি নিখুঁত হিসাব বঙ্গবন্ধুর। হিসাব করেই তিনি বলেছিলেন, ২৫ মার্চই পাকিস্তানীরা ক্র্যাকডাউন করবে। কেননা ২৫ মার্চে ঢাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত করার মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং জনাব ভুট্টো এই দিনটিতেই বাঙালী নিধনে অপারেশন সার্চলাইট প্রণয়ন করে রেখেছিল। আজ এটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুপুর ১২টায় যখন আমরা জানতে পারলাম, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর দলবলসহ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে চলে গেছেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আলোচনা করতে আসা সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও ইতোমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ আলোচনা সম্প□র্ণতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ গতকালও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক করে মি. ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেছিলেন, কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা আর আজ তাদের সকল প্রস্তুতি হচ্ছে গণহত্যা সংঘটিত করা। এদিন সকাল ১১টায় সেনাবাহিনীর একটা হেলিকপ্টারে মেজর জেনারেল জানজুয়া, মেজর জেনারেল মিঠঠা খান, মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ এবং জেনারেল ওমর রংপুর গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে গণহত্যার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে উর্ধতন সামরিক অফিসারগণ রংপুর ত্যাগ করেন। রংপুর থেকে সোজা রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শন শেষে বিকেলে ঢাকা ফেরেন। এদিকে সর্বত্র চাউর হয়ে যায়, ইয়াহিয়ার প্রধান সাহায্যকারী উপদেষ্টা এম এম আহামদ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে আমরা জানতে পারি, সকল সংবাদ মাধ্যমকে এড়িয়ে গোপনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। এরপর ইয়াহিয়ার আরেক উপদেষ্টা এ কে ব্রোহীও ঢাকা ত্যাগ করেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি থমথমে রূপ ধারণ করে। আলোচনার নামে কালক্ষেপণকারী কুচক্রী মহলের ষাড়যান্ত্রিক নীলনকশা বাস্তবায়নের ভয়াল রাত ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকে।

সকাল ৯টা থেকে আমি এবং মনি ভাই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নেতার সান্নিধ্যেই ছিলাম। আমরা একবার ৩২ নম্বরে নেতার বাসভবনে যাই আবার সেখান থেকে বেরিয়ে তার নির্দেশ মতো কাজ করে আবার ৩২ নম্বরে আসি। এর মধ্যে একের পর এক মিছিল আসতে থাকে। মিছিলকারীদের উদ্দেশে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থেকে সকলের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। অচিরেই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক এক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতে পারে এবং সেই যুদ্ধ আজ থেকে শুরু হলে অবাক হওয়ার কিছুই নাই। জনতার দাবিকে শক্তির দাপটে দাবিয়ে রাখার জন্য যদি কেউ রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে আমরা তা বরদাস্ত করব না। যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র আমরা নিশ্চিহ্ন করে দেব।' দুপুর ১২টায় দলবলসহ ইয়াহিয়ার ক্যান্টনমেন্টে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এএইচএম কামারুজ্জামান, শেখ আব্দুল আজিজ, আব্দুল মালেক উকিল, ড. কামাল হোসেন, গাজী গোলাম মোস্তফা, খাজা আহমদ, মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, আব্দুস সামাদ আজাদ, মতিউর রহমান, মশিউর রহমান, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখনসহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং আমাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ জেলা ও এলাকায় গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনার নির্দেশ দেন। তখন নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই নেতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'আপনি আমাদের বিদায় করছেন। কিন্তু আপনি কী করবেন? আপনি কোথায় যাবেন?' তখন তিনি উপস্থিত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন, 'আমি জানি আজই তারা ক্র্যাকডাউন করবে। তবুও আমি এখানেই থাকব। কারণ, ওরা যদি আমাকে না পায়, তাহলে ঢাকা শহরকে ওরা ধ্বংসস্ত□পে পরিণত করবে। আর তাছাড়া আমি নীতিগতভাবে মনে করি, আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা আমার পক্ষে পলায়ন করা সম্ভবপর নয়। এ ছাড়াও চতুর্দিকে কমান্ডো আছে আমি যদি কোথাও যেতে চাই তাহলে ওরা আমাকে হত্যা করবে। আমি তো আমার জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আজ আমার জীবন সার্থক। আমি যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছি। আজ একটা সফল ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বাংলার মানুষ আজ তাদের নির্বাচিত নেতার নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে। এই তো প্রথম বাঙালীরা যে একদিন তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আজকে বাঙালীরাই বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়েছে।' এর মধ্যে একজন বললেন, 'ওরা তো আপনাকে হত্যা করবে।' তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে হত্যা করে লাভ নাই। ওরা তো বার বার আমাকে কারাগারে নিয়েছে। আমাকে নির্যাতন করেছে। ওদের লাভ হয় নাই। আমাকে হত্যা করেও ওদের লাভ হবে না। কারণ আমার মতো লক্ষ মুজিবের জন্ম হবে বাংলাদেশে। আমি আজ তৃপ্ত। আমি যা চেয়েছি, আমি তা পেয়েছি। আমি জানি আমার স্বপ্ন পূরণ হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। যে বাংলার দামাল ছেলেরা রক্ত দিতে শিখেছে, যে বাংলার ছেলেরা জীবন দিতে শিখেছে, সেই বাঙালী জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমাকে যদি হত্যা করে আর আমার মৃতদেহ যদি কেউ দেখে, দেখবে আমার মুখে হাসি। কারণ, আমি পরিতৃপ্ত। আমি যা চেয়েছি, আমি তা পেয়েছি।' এ কথা বলে তিনি সবাইকে বিদায় জানান। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু সব সহকর্মীদের বিদায় দিয়ে সবশেষে ড. কামাল হোসেন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে বিদায় দেন। রাত সাড়ে ১১টায় যখন আমি এবং মনি ভাই বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলাম। তখন তিনি বাসার বারান্দায় একা পায়চারী করছেন। আমাদের দেখে বুকে টেনে নিলেন, আদর করে বললেন, 'তোমরা আবার এসেছ।' আমার হাতে ৫ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, যাও।' কোথায় গেলে কি পাব সে সব সংক্ষেপে বলে আমাদের কপালে চুমু দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের দোয়া করি। আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে। তোমাদের আমি যে দায়িত্ব দিয়েছি তা যথাযথভাবে পালন কর।'

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে শিল্পপতি জহিরুল ইসলাম সাহেব আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর মনি ভাই সেই গাড়িতে করে রওনা দিই। রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে যখন যাই তখন সংগ্রামী জনতা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে। সেগুনবাগিচায় একটা প্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত লিফলেট ছিল। সেই লিফলেট নিয়ে যাব ফকিরাপুলে মনি ভাইয়ের বাসায়। প্রেস পর্যন্ত গেলাম, লিফলেট নিলাম। রাস্তায় ব্যারিকেড থাকার কারণে গাড়ি নিয়ে আর এগুনো গেল না। অগত্যা হেঁটেই রওনা দিলাম। এরপর রাত ১২টায় মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করল ইতিহাসের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। শুরু হলো বাঙালী নিধনযজ্ঞ তথা গণহত্যা। সে জন্যই ২৫ মার্চ বাঙালীর ইতিহাসের কালরাত্রি। নিরস্ত্র-নিরপরাধ বাঙালীর ওপর জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিয়েছে। চারদিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর আমার কানে তখন কেবলই বাজছে বিদায় বেলায় বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশ, 'তোমাদের যে দায়িত্ব আমি দিয়েছি, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন কর। আমার জন্য ভেবো না। আমি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, আমার স্বপ্নের সেই বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে। ওরা অত্যাচার করবে, নির্যাতন করবে। কিন্তু আমার বাংলাদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।'

নিয়ম মেনে চিকিৎসকদের ডিউটির

অনেক কিছু হচ্ছে না। অনেকে সঠিকভাবে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না। আমি অনেক হাসপাতালে হঠাৎ করেই চলে যাই। অনেক সময় সাধারণ রোগীদের নিয়ে যাই। স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্টরা তদারকি করলে দেখা যায় আপনাদের মধ্যে সবাই তার কাজের সময়টা ঠিকভাবে পালন করছেন না। চিকিৎসকদের সুবিধা বাড়ানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। যদি সুবিধা বাড়ালে চিকিৎসকদের কাজ ঠিকভাবে হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবো। ডা. রোকেয়া বলেন, আমি অনেক সময় কাউকে না জানিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে যাই। অনেক অফিসেই আমি হুট করে চলে যাই। চেষ্টা করছি হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম দেখতে। আমি জানি, রোগীকে কয় জায়গায় ঘুরতে হয়, কেমন করে ভর্তি হতে হয়, কত ধরনের হয়রানি হতে হয়, ভর্তির পরে কী হয়-বিষয়গুলো আমি বিশ্লেষণ করে দেখি। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারি কার্যক্রম তুলে ধরে তিনি বলেন, যক্ষ্মা প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি করতে অবশ্যই জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সংশ্লিষ্টদের কাজ করতে হবে। তারা কাজের কোয়ালিটি বজায় রাখবেন।

সরকারের লক্ষ্যের সাথে সফলতা তখনই আসবে, যখন সবাই কোয়ালিটি বজায় রেখে কাজ করতে পারবেন। সরকার বিনামূল্যে ওষুধ দেবে, আপনারা বাকি কাজ করুন। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর ডা. মো. মাহফুজার রহমান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা প্রমুখ।

ভারত বিরোধিতার নাটকবাজি

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক জুবায়ের, প্রয়াত ইহসানুল করিমের সহধর্মীনি মমতাজ শিরিন করিম, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি আফরোজা আক্তার ডিউ, কুষ্টিয়া টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহিদুজ্জামান, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, সহসভাপতি শেখ হাসান বেলাল, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম (হেলাল) গত ১০ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ভারতে ৫০ লাখ টাকার ফ্যান রপ্তানি

পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মালদহ, শিলিগুড়ি, বারাসাত, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানীয় ডিলাররা ওই ফ্যান নিয়েছে ওয়ালটন থেকে। ওয়ালটন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) সোহেল রানা বলেন, ভারত সম্ভাবনাময় এক বিশাল বাজার। দেশটিতে প্রতি বছরই ওয়ালটন ফ্যানের চাহিদা ও রপ্তানি বাড়ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ- ওয়ালটন ফ্যানের উচ্চ গুণগতমান, লেটেস্ট প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক বিদ্যুৎ সাশ্রয়, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ীত্ব। তার মতে, অন্যতম সেরা গ্লোবাল ব্র্যান্ড হয়ে ওঠার লক্ষ্যে নেওয়া ওয়ালটনের 'ভিশন গো গ্লোবাল ২০৩০' অর্জনে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে এই রপ্তানি প্রক্রিয়া। তিনি জানান, ভারত ছাড়াও নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ঘানা, ইয়েমেন ও পূর্ব তীমুরে ফ্যান রপ্তানি করছে ওয়ালটন। বহির্বিশ্বে যেখানে ওয়ালটন পণ্য যাচ্ছে সেখানেই বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে আনছে। ওয়ালটন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের ব্র্যান্ড ম্যানেজার জাকিবুর রহমান সেজান জানান, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বব্যাপী শতাধিক বিজনেস পার্টনারের মাধ্যমে নিজস্ব কারখানায় তৈরি পণ্য রপ্তানি করছে ওয়ালটন। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টে মাসিক ৪ লাখ ইউনিট ফ্যান উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে মোট ১২ ক্যাটাগরির শতাধিক মডেলের ফ্যান উৎপাদন করছে ওয়ালটন। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশ থেকেও ফ্যান রপ্তানির কার্যাদেশ পাওয়া গেছে।

বেতন-বোনাস দিতে গার্মেন্টস

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার বলেন, ২০ রোজার মধ্যে পোশাক কারখানায় পূর্ণাঙ্গ বোনাস দিতে হবে। একই সঙ্গে এপ্রিল মাসের অর্ধেক বেতনসহ সব বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। এর মাধ্যমে শ্রমিক ভাই-বোনেরা নিজ পরিবারের সঙ্গে ভালোভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারবে। আর কোনো সমস্যা যদি থেকেই যায়, তাহলে তার সমাধানও আগে থেকেই করতে হবে। কোনো শ্রমিক যেন হয়রানির শিকার না হয়। কথা হয় মমসন সার্ভিসেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুশরাত বারী আশার সঙ্গে। বিজিএমইএ'র এ পরিচালক বলেন, বর্তমানে পোশাক খাত কঠিন চ্যালেঞ্জে রয়েছে। কারখানায় ইউটিলিটি খরচ বেড়েছে, বেতন বেড়েছে। ব্যাংক লোনের সুদহারও বেড়েছে। এরপরও মালিক চায় তার শ্রমিক সুখে থাক। কারণ শ্রমিককে নিয়েই কারখানা। তিনি বলেন, কোনো কারখানা ধ্বংস হোক এটা মালিক চায় না। এখন আমাদের সমস্যা হলো চতুর্মুখী। জাতীয় নির্বাচনের পর এখন অর্ডার মাত্র আসা শুরু হয়েছে। কারখানা মালিকরা জানুয়ারির অর্ডার নিতে পারেননি। এখনকার অর্ডারের অর্থ আসবে জুনে। কিন্তু সুদহার ও ইউটিলিটি খরচ বৃদ্ধি পরিস্থিতি কঠিন করে দিয়েছে উদ্যোক্তাদের। শ্রমিকের কারখানার প্রতি মায়া থাকতে হবে। তবে পরিস্থিতি আরও কঠিন সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করা ব্যবসায়ীদের। তারা তৃতীয় পক্ষের কাজ করেন, অর্থ আনেন তারপর শ্রমিক পান। অনেক সময় পেমেন্ট পেতেও দেরি হয়ে যায় তাদের। তবে এসব সমীকরণ বাদ দিয়ে ঈদের আগে ছোট-বড় বা সাব-কন্ট্রাকট, সব কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধের দাবি করেছেন শ্রমিক নেতারা। শ্রমিক নেতা মঞ্জুর মঈন জাগো নিউজকে বলেন, সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে যে কাজ করেন তিনি তো কোনো না কোনো বড় কারখানার কাজই করেন। তাদের রপ্তানিতে সারা বছর সাপোর্ট করে থাকেন। তাহলে সেই কারখানা বা তাদের সংগঠন কেন ঈদের বোনাস-বেতনের দায়ভার নেবে না? এ নিয়ে আলফি ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহিরুল, যিনি সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করেন, তিনি জাগো নিউজকে বলেন, আমরা বড় বড় কারখানার কাজ নিয়ে সেগুলো উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে ছুটির দিনে বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয় বা বেতন আগে, বোনাস পরে দেওয়া হয়। কারণ অনেক সময় পেমেন্ট পেতে হলে সেটাতো কিছুটা দেরি হয়ই। আমরা শ্রমিকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এটার সমাধান করে থাকি। এবার সমস্যা হবে না আশা করছি। পোশাক শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, শ্রম মন্ত্রণালয় পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করে দেয় যা গত ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু ক্রেতারা এ নিয়ে সেভাবে এগিয়ে আসেনি, পোশাকের দাম বাড়ায়নি। পণ্যের দাম বাড়েনি, উল্টো উৎপাদন খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক লোনের জটিলতাও রয়েছে। আবার চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) এ খাতের বড় গন্তব্যের দেশগুলোতে আয় কমেছে। এ বিষয়ে তৈরি পোশাক শিল্প মালিক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বিজিএমইএ'র সভাপতি শহিদুল্লাহ আজিম জাগো নিউজকে বলেন, এখন খুবই খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। ব্যাংক লোনের সুবিধা নেই, সুদহার বেড়েছে, পণ্য উৎপাদন খরচ বেড়েছে। এখন কারখানা মালিকরা ধার-দেনা করছেন ঈদ বোনাস-বেতন-বকেয়া পরিশোধ করার জন্য।

ব্যাংক সুবিধা না থাকায় যে যার মতো করে ধার করছেন শ্রমিকদের ভালো রাখতে। আমরাও মনিটর করছি সদস্য কারখানাগুলোকে। আশা করছি শতভাগ কারখানায় সময় মতো বেতন-বোনাস হবে।

খলিলের পক্ষে লোকসান দিয়ে মাংস

জন্য ৬৫০ টাকা দাম বেঁধে দেওয়ার পর চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি থেকে আবারও বাড়তে শুরু করে মাংসের দাম। মূলত গরুর দাম বেশি হওয়ার কারণে মাংসের দাম বেড়ে গেছে। তবে রমজান মাসজুড়ে খলিল ৫৯৫ টাকায় গরুর মাংস বিক্রির ঘোষণা দিলেও গত ২১ জানুয়ারি জানায়, কম দামে আর মাংস বিক্রি করতে পারবে না। মাংসের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়ে দেন তিনি। এদিকে, উজ্জ্বল দাম বাড়িয়ে ৬৩০ টাকা করেছে; আর নয়ন ভালো মানের মাংস বিক্রি করছে ৬৫০ টাকায়। রমজানের পর খলিল-নয়নদের দোকানে উপচেপড়া ভিড় ছিল জানিয়ে সফিকুজ্জামান বলেন, ঢাকার বাইরে থেকে মানুষ এসে মাংস কিনছিল এসব দোকানে। এখানে পুলিশ পর্যন্ত মোতায়েন করা হয়েছিল। এর আগে খলিলকে মৃত্যুর হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। রাজশাহীতে কম দামে মাংস বিক্রি করায় একজনকে খুন করা হয়েছিল। মূলত খলিল-নয়নরা এতদিন লোকসান দিয়ে মাংস বিক্রি করেছে বলেও জানান ভোক্তার মহাপরিচালক। তিনি বলেন, এখন বাজারে গরুর দাম বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে তারা কী করবেন, এটি সম্পূর্ণ তাদের সিদ্ধান্ত।

ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা থাকতে পারে আরও কয়েকদিন

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী কয়েকদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে গতকাল রোববার দেশের পাঁচ বিভাগে দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শনিবার সকাল ৬টা থেকে রোববার সকাল ৬টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ছাড়া দেশের বাকি পাঁচ বিভাগে বৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলিতে। গত শনিবার মধ্যরাতে রাজধানী ঢাকায় তীব্র কালবৈশাখির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ঢাকায় ২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। রোববার সকাল থেকে ঢাকার আকাশ কিছুটা মেঘলা। গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস তুলে ধরে আবহাওয়াবিদ খো. হাফিজুর রহমান জানান, রংপুর, ঢাকা, ময়মন-সিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময়ে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে বলেও জানান তিনি। রোববার সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল নিকলিতে। শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল টেকনাফ ও মোংলায়।

নাশকতা মামলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জেল হাজতে

স্টাফ রিপোর্টার : নাশকতা মামলায় দিনাজপুরের বিরল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ কালুকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লিমেন্ট রায় এ আদেশ দেন। এর আগে আসামি আদালতে জামিনের আবেদন করে আত্মসমর্পণ করেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর বিরল উপজেলার ফরক্কাবাদ ইউনিয়নের তৈয়বপুর গ্রামে একটি মালবোঝাই ট্রাকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এই ঘটনায় ট্রাকচালক লিটন বাদী হয়ে বজলুর রশিদ কালুসহ বিএনপির ১৪ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে একটি নাশকতা মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তাকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিয়ে প্রাণ গেলো পিকআপ মালিক ও চালকের

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে মালবাহী ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকাল ৮টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে নিজামপুর রিদোয়ান ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, আব্দুর রহিম (৪৭) ও মাসুম বিল্লাহ (৪২)। আব্দুর রহিম পিকআপ চালক। তিনি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার বাবুছড়া গ্রামের মো. আজহার আলী মিজানের ছেলে। মাসুম বিল্লাহ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার হালুয়া গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন মিয়ার ছেলে। তিনি গাড়ির মালিক বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী ওমর ফারুক বলেন, গতকাল রোববার সকালে দ্রুত গতির একটি পিকআপ মালবাহী ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দিলে সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে চালক ও গাড়ির মালিক ঘটনাস্থলে নিহত হন। কুমিরা হাইওয়ে থানার এসআই আলমগীর হোসেন বলেন, গতকাল রোববার সকাল ৮টায় মহাসড়কের নিজামপুর রিদোয়ান ফিলিং স্টেশন এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে মালবাহী ট্রাকের পেছনে পিকআপ ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে তারা মারা যান।

৮ ইউনিটের চেষ্টায় রূপগঞ্জের গাউছিয়া মার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাউছিয়া মার্কেটের কাঁচাবাজারের অংশে লাগা আগুন দুই ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। গতকাল রোববার সকাল পৌনে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট কাজ করেছে। এখন ডাম্পিংয়ের কাজ চলছে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাউছিয়া মার্কেটের কাঁচাবাজার অংশে রাত সাড়ে ৩টার দিকে আগুন লাগে। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হলে রাত পৌনে ৪টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের একাধিক ইউনিট এসে কাজ শুরু করে। এ সময় রূপগঞ্জের কাঞ্চন, আড়াইহাজার, আদমজি ইপিজেড ও ডেমরা স্টেশনের আটটি ইউনিট একে একে যুক্ত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। পরে ভোর পৌনে ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় প্রায় শতাধিক দোকান পুড়েছে। নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক ফখর উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমাদের আটটি ইউনিট কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এখন ডাম্পিংয়ের কাজ চলছে। ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক ও ইনসিডেন্ট কমান্ডার মো. ছালেহ উদ্দিন বলেন, রাত ৩টা ৩৫ মিনিটে গাউছিয়া কাঁচাবাজারে আগুন লাগার খবর পেয়ে রূপগঞ্জের কাঞ্চন ও আড়াইহাজার ফায়ার স্টেশনের ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এ সময় আগুনের ভয়াবহতা বাড়তে শুরু করে। পরে আদমজি ইপিজেড ও ডেমরা ফায়ার স্টেশনের মোট আটটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। এখন ডাম্পিংয়ের কাজ চলছে ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে। আগুন আর স্প্রেড (ছড়ানোর) সম্ভাবনা নেই। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে বলা সম্ভব হবে। কাঁচাবাজারের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই মার্কেট টিনশেড এবং প্রত্যেকটা দোকানের শাটার লাগানো ছিল। অধিকাংশ দোকানের শাটার ও তালা কেটে দোকানে প্রবেশ করেছে ফায়ার সার্ভিস টিম ও অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ করেছে। এটা কাঁচা মার্কেট নাম হলেও বিভিন্ন রকমের দোকান ছিল। এমনকি লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোল, হার্ডওয়্যার, টায়ার-টিউবসহ নানা রকমের দোকান ছিল এই মার্কেটে। এ কারণে আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

দক্ষিণখানে রাজউকের উচ্ছেদ অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর দক্ষিণখান মোল্লাটেক এলাকায় নকশা বহির্ভূত কয়েকটি ভবনে রাজউক উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। এটি পরিচালনা করেন রাজউকের পরিচালক (অডিট ও বাজেট) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ কামরুজ্জামান। গতকাল রোববার সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়ে বিকালে দিকে অভিযান শেষ হয়। অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, রাজউকের অভিযানে নকশা বহির্ভূত কয়েকটি ভবনের বর্ধিতাংশ অপসারণসহ মুচলেকা নেয়া হয়। একইসঙ্গে অন্যরা যেন পরবর্তীতে অনুমোদন ছাড়া ভবন নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এসময় মোবাইল কোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন রাজউক জোন ২/১ এর ভারপ্রাপ্ত অথরাইজড অথরাইজড অফিসার শাহরিয়ার সিদ্দিক, সহকারী অথরাইজড অফিসার মোঃ খাইরুজ্জামান, প্রধান ইমারত পরিদর্শক ফজলুল হক এবং আবু হেনা, ইমারত পরিদর্শক রিফাত, আমিন কবির, মাসুদুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুনসহ রাজউকের অন্য কর্মকর্তারা।

সালাম মুর্শেদীর গুলশানের বাড়ি ছাড়ার হাইকোর্টের রায়ে স্থিতাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি ও সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শেদীর দখলে থাকা গুলশানের বাড়ি তিন মাসের মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ওপর ৮ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করেছেন চেম্বার আদালত। গতকাল রোববার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম এ আদেশ দেন। তার আইনজীবীরা জানান, এর ফলে সালাম মুর্শেদীর বাড়ি এখন যেভাবে আছে সেই অবস্থায়তেই থাকবে । আদালতে এদিন সালাম মুর্শেদীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট সাঈদ আহমেদ রাজা, আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক। এর আগে ১৯ মার্চ আব্দুস সালাম মুর্শেদীর দখলে থাকা গুলশানের বাড়ি তিন মাসের মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরের আদেশ দেন হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে বাড়ি বুঝে পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে গণপূর্ত সচিবকে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করতেও বলা হয়। পরে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেন সালাম মুর্শেদী। রাজধানীর গুলশান-২ এ অবস্থিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'খ' তালিকাভুক্ত বাড়িটি দখলে রাখার অভিযোগ তুলে অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০২২ সালের ১ নভেম্বর হাইকোর্ট রুল দিয়ে বাড়ি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র হলফনামা আকারে দাখিল করতে নির্দেশ দেন। এরপর রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নথি দাখিল করে। পরে বাড়ি নিয়ে অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দিতে দুদককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলো কক্সবাজার এক্সপ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসের সঙ্গে গাছবাহী নসিমনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুর দেড়টার দিকে ডুলাহাজারা পার হয়ে চকরিয়া ঢোকার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম রেলওয়ের বিভাগীয় কর্মকর্তা রেলওয়ে ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ট্রেন আসার আগে স্থানীয় একটি নসিমন (মালবাহী পরিবহন) রেললাইনে উঠে যায়। ট্রেনের গতি স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ২৫ মিনিট পর কক্সবাজার এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করে। এদিকে কক্সবাজার এক্সপ্রেসের চালক (লোকোমাস্টার) আবদুল আওয়াল রানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এই ঘটনার কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গাছাবাহী নসিমনটি রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো। কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি গাড়িটির মাঝামাঝি আঘাত করে। তিনি জানান, গাছবাহী নসিমনটি রেললাইনে আটকে যায়। তবে ট্রেনের গতি কম থাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরে আবদুল আওয়াল রানা তার সহকারী লোকোমাস্টার, স্টাফ এবং এলাকাবাসীর সহায়তায় নসিমনকে রেললাইন থেকে অপসারণ করে রেললাইন চলাচলের উপযুক্ত করেন।

১৪ বছর ছদ্মবেশে থাকা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কবিরহাটে হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আবদুল হক মিয়া প্রকাশ ছৈয়াল কাদেরকে (৫৯) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর গাড়িচালক ও সহযোগীর ছদ্মবেশে পলাতক। গতকাল রোববার ভোরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানার বিটেক মোড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আবদুল হক মিয়া প্রকাশ ছৈয়াল কাদের নোয়াখালীর সদর উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের মৃত ছেরাজুল হকের ছেলে। র‍্যাব জানায়, ২০০৯ সালে বাবা ছেরাজুল হকসহ আবদুল হক সম্পত্তি বিরোধের জেরে প্রতিবেশী রুহুলকে (৩৫) হত্যা করে পালিয়ে যান। পরে কবিরহাট থানা পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করলে বিচারক আবদুল হককে যাবজ্জীবন সাজা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা আনাদায়ে আরও এক বছরের সাজার রায় ঘোষণা করেন।

এদিকে হত্যাকাণ্ডের পর থেকে আসামি আবদুল হক বিভিন্ন এলাকায় গাড়িরচালক ও সহযোগীর ছদ্মবেশে পলাতক ছিলেন। র‍্যাব-১১ (সিপিসি-৩) নোয়াখালী কার্যালয়ের কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মো. গোলাম মোর্শেদ বলেন, রায় ঘোষণার পর থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি আবদুল হককে গ্রেফতারে ছায়াতদন্ত শুরু করে র‍্যাব। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাকে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, আসামি আবদুল হককে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডিতে চাঁদাবাজি, কিশোর গ্যাংয়ের ২৫ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি এলাকা থেকে চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ৫টি কিশোর গ্যাংয়ের ২৫ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-২। গতকাল রোববার দুপুরে র‍্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার শিহাব করিম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি এলাকায় বেশ কয়েকটি 'কিশোর গ্যাং'-এর চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। এসব সন্ত্রাসীদের হামলা ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় একাধিক সাধারণ ডায়েরি ও মামলা হয়। বিভিন্ন 'কিশোর গ্যাং'-এর সন্ত্রাসীরা নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এক গ্রুপ অপর গ্রুপের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে মারামারি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে জখম করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডির আশপাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি চাঁদাবাজি ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য পায় র‍্যাব। ফলশ্রুতিতে র‍্যাবের টহল ও গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়। রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত কিশোর গ্যাং 'আক্তার গ্রুপের'র অন্যতম মূলহোতা মো. আক্তার (২৪) ও তার চার সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়। 'মাসুম গ্যাং'-এর প্রধান ও ২টি মামলার আসামি মো. মাসুম (২৫) গ্রেফতার হয়েছেন সহযোগীসহ।

'পিনিক গ্রুপের'র লিডার হাসান (২৯) তিন সহযোগীসহ, 'বাপ্পী গ্রুপের'র লিডার মো. বাপ্পি (২৭) দুই সহযোগীসহ, 'লিমন গ্রুপে'র হোতা মো. লিমন (২২) গ্রেফতার হয়েছেন ১০ সহযোগীসহ। এসময় উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র চাপাতি, ছুরি, চাকু, চাইনিজ কুড়াল, অ্যান্টি কাটার ও বিভিন্ন দেশীয় ধারালো অস্ত্র।

খুলে দেওয়া হলো গাজীপুর

তৈরি হচ্ছে গাজীপুর থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ উত্তরা হাউজ বিল্ডিং থেকে টঙ্গী চেরাগআলী মার্কেট পর্যন্ত এলাকার সড়কের কাজ করছে। বাকিটা হচ্ছে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে।

ঢাকার সঙ্গে গাজীপুরের যোগাযোগে মানুষের ভোগান্তি দূর করতে শুরুতে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা ছিল চার বছরের মধ্যে, যদিও তা গড়িয়েছে ১২ বছরে। প্রকল্পের সময় আর অর্থ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে মানুষের ভোগান্তিও বেড়েছে অনেক। ২০১১ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্পের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে। ২০১২ সালের ১ ডিসেম্বর একনেক বিআরটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। শুরুতে ব্যয় ধরা হয় ২ হাজার ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। এরপর কয়েক দফা সময় বাড়িয়ে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের সবশেষ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ২৬৮ কোটি ৩২ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। শুরুতে প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ছিল চান্দনা চৌরাস্তা থেকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত। কিন্তু পরে সময় বৃদ্ধি করে প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হলেও পথ ছোট করে চান্দনা চৌরাস্তা থেকে কেরানীগঞ্জের পরিবর্তে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত করা হয়। বিআরটি প্রকল্পের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, বিআরটি বাস্তবায়িত হলে ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাসের মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মানুষ যাতায়াত করবে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানজট অনেকটাই কমে যাবে।

হাইকোর্টে অবকাশকালীন ১১ বেঞ্চ

এম জাহিদ সারওয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৪ মার্চ, ২৫ মার্চ,৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল, ৮ এপ্রিল, ৯ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত রিট শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের একক বেঞ্চ ২৪ মার্চ, ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল,২ এপ্রিল, ৮ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত কোম্পানি আইনের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়ার একক বেঞ্চ ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ২ এপ্রিল,৩ এপ্রিল, ৪ এপ্রিল, ৮ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত দেওয়ানি ও কোম্পানি আইনের আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান ও বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল ও ৩ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত ফৌজদারি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত রিট ও ফৌজদারি আবেদন (দুদক ও মানি-লণ্ডারিং ব্যতীত) শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি কাশেফা হোসেন ও বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত রিট আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি এ কে এম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৪ মার্চ, ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল ও ২ এপ্রিল বেলা সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত দেওয়ানি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল, ১৫ এপ্রিল ও ১৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত ফৌজদারি আবেদন শুনা-নির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি ফাতেমা নজীবের একক বেঞ্চ ২৪ মার্চ, ২৫ মার্চ, ২৮ মার্চ, ৩১ মার্চ, ১ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর সোয় ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের একক বেঞ্চ ২৪ মার্চ, ২৫ মার্চ, ২৭ মার্চ, ২৮ মার্চ, ১ এপ্রিল, ২ এপ্রিল, ৩ এপ্রিল, ৪ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অতীব জরুরি বিষয়াদি সংক্রান্ত দেওয়ানি ফৌজদারি আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন।

অতি অগ্নিঝুঁকিতে ঢাকার ৮৪

করে অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৯টি, ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ৪১টি এবং ৩টি কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া উওরা এলাকায় ৭৬টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে অতিঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১১টি, ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫টি ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ১০টিকে চিহ্নিত করা হয়। জোন-৫ এর আওতায় খিলগাঁওয়ে ৭৪টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ২৭টিকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪৭টিকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখানে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে কোনো ভবন বা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়নি। এছাড়া জোন-১ এর এলাকা সমূহে পরিদর্শন শেষে ৫টি ভবন ও প্রতিষ্ঠান, জোন-২ এ দুইটি, জোন-৩ এ দুইটি এবং জোন-৫ এ একটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে ব্যানার টানায় ফায়ার সার্ভিস। এই বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া উইং কর্মকতা শাহজাহান শিকদার বলেন, আমাদের অভিযান ও পরিদর্শন সবই চলমান রয়েছে। আমরা তালিকা প্রস্তুত ও স্পেশাল মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অর্থদণ্ড করতে পারি। সরাসরি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ভবন মালিককে শাস্তি দিতে পারি না। তবে বাংলাদেশ অগ্নিনিরাপত্তা আইন-২০০৩ এ আমরা আদালতের মাধ্যমে মামলা করতে পারি।

এস কে সিনহার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ মামলা করেন সংস্থাটির উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। মামলায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১২ জুন দুই লাখ ৮০ হাজার ডলারে (সেসময়ে ৮৬ টাকা ডলার ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই কোটি ৪০ লাখ ৮০ হাজার টাকা) এস কে সিনহার জন্য তিনতলা একটি বাড়ি কেনেন তার ভাই অনন্ত কুমার। বাড়িটি কেনার আগে ৩০ বছরের কিস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে অনন্ত সিনহা নিজের জন্য এক লাখ ৮০ হাজার ডলার ব্যাংক ঋণ নিয়ে আরও একটি বাড়ি কিনেছিলেন। পেশায় দন্ত চিকিৎসক অনন্ত প্রথম বাড়িটি ৩০ বছরের কিস্তিতে কিনলেও নিজের ভাইয়ের জন্য বাড়ি কেনেন নগদ অর্থে। মামলার বিবরণে আরও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৫ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত অনন্ত কুমার সিনহার নিউ জার্সির প্যাটারসনে অবস্থিত ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংকের একটি হিসাবে ৬০ হাজার ডলার জমা হয়। ওই একই হিসাবে অন্য একটি উৎস থেকে একই বছরের ১১ এপ্রিল থেকে ২০ জুন পর্যন্ত এক লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৮ ডলার জমা হয়। এস কে সিনহার বাড়ি কেনার বা বিদেশে অর্থপাচারে বৈধ কোনো উৎসের সন্ধান পায়নি সংস্থাটি। দুদক সংশ্লিষ্ট সূত্র মনে করে, এস কে সিনহা বিভিন্ন সময়ে ঘুস হিসেবে যেসব টাকা নিয়েছেন তা বিদেশে পাচার করেছেন। এর আগে ২০২১ সালের ৯ নভেম্বর ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলম সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে ১১ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এরমধ্যে মানিলন্ডারিংয়ে সাত বছর এবং অর্থ আত্মসাতের মামলায় চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে দুই ধারার সাজা একসঙ্গে চলবে বলে ১৮২ পাতার রায়ে উল্লেখ করেন বিচারক। এছাড়া এস কে সিনহার ৭৮ লাখ টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বিশ্বে বিশুদ্ধ পানি পায় না

ও সংঘাত প্রতিরোধের জন্য আন্তঃসীমান্ত পানি সহযোগিতার গুরুত্ব বাড়ছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জাতিসংঘের ওয়াটার কনভেনশনের সচিব সনিয়া ক্যোপেল বলেছেন, পানি ও শান্তি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, স্বাদু পানি সম্পদের ৬০ শতাংশের বেশি দুই বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ শেয়ার করে, যেমন ইউরোপের রাইন ও দানিয়ুব নদী, এশিয়ার মেকং, আফ্রিকার নীল ও লাতিন আমেরিকার আমাজন নদী। 'শান্তি, উন্নয়ন ও জলবায়ু অ্যাকশনের জন্য এসব পানি নিয়ে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। পানি এত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যে, এটি দ্বন্দ্বে থাকা দেশগুলোকে এক টেবিলে আনতে পারে। ফলে পানি ছাড়াও দ্বন্দ্বের অন্যান্য ইস্যুতেও সমাধানের পথ খোলা হয় বলে মনে করেন ক্যোপেল। ২০১৬ সালে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছিল, বিশ্বের ১৪০টি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে নিরাপদ খাবার পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিনের ব্যবস্থা করতে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হবে, অর্থাৎ বছরে ১১৪ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পানি খাতে উন্নয়ন সহায়তা ১৫ শতাংশ কমেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

সাবেক সচিব প্রশান্ত কুমার

এজাহারে বলা হয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাবেক সচিব ড. প্রশান্ত কুমার রায় 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প'র প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে তিনি এক কোটি ২০ লাখ ৪৯ হাজার ৮১৬ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেন। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ঘোষণা দেওয়া ছাড়াও অবৈধ উপায়ে অর্জিত ও জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ২৫ লাখ ৪০ হাজার ২৪৭ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন করে ভোগ দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ও ২৭ (১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সোমবার (৫ মে) এ মামলা দায়ের করা হয়। তার বাড়ি খুলনার বাটিয়াঘাটা থানার গোপ্তমারী গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত বিমলেন্দু রায়। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৫ নম্বর রোডের ৩ নম্বর বাড়ির এ-৫ ফ্ল্যাটে থাকেন। তার উল্লেখযোগ্য সম্পদের মধ্যে রয়েছেড় খুলনার বটিয়াঘাটা থানায় দুই দশমিক চার একর জমি। যা এক কোটি ৬৫ লাখ টাকায় কিনেছেন। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৫ নম্বর রোডের ৩ নম্বর বাড়ির যে ফ্ল্যাটে (এ-৫) থাকেন সেটা কিনেছেন ৪২ লাখ তিন হাজার ৮৪১ টাকায়। মোহাম্মদপুরে ৩৭৯, পুলপাড় রোড, পূর্ব জাফরাবাদে ১২০০ বর্গফুটের আরেকটি ফ্ল্যাট কিনেছেন ৫০ লাখ টাকায়। রাজধানীর ১৪৩ গ্রিন রোডের ঠিকানায় গ্রিন সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলায় ৩০০ বর্গফুটের একটি কক্ষ কিনেছেন ১১ লাখ টাকায়। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জমির ওপর দ্বিতীয়তলা ভবন নির্মাঠু করেছেন। ২৩ লাখ টাকায় একটি জাপানি প্রিমিও কার কিনেছেন। ১৬ লাখ টাকায় কিনেছেন একটি এক্সক্যাভেটর (ভেকু)। এছাড়াও সোনালী ব্যাংকের রমনা করপোরেট শাখায় ৫০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে। স্বর্ণালংকার রয়েছে ১০ লাখ টাকার। ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও আসবাবপত্র রয়েছে সাত লাখ টাকার। ২০২২-২৩ অর্থ বছর শেষে তিনি এক কোটি ৪১ লাখ টাকা ঋণ বাদে তার নিট সম্পদ রয়েছে এক কোটি ৮৭ লাখ ৮৯ হাজার ৯৬৪ টাকার।

এক বছরে সিজারিয়ান ডেলিভারি

জনসংখ্যার মধ্যে নারী ৮ কোটি ৭৩ লাখ এবং পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ। অর্থাৎ দেশের পুরুষের চেয়ে ৩১ লাখ বেশি নারী।

মামলার প্রতিবেদনের নতুন তারিখ

বাসার ভেতরে প্রবেশ করেন। মিহির তার রুমে চলে যান। ৫টার দিকে রুফি মিহিরের রুমে গিয়ে চিৎকার করতে করতে বলেন, হিমু আত্মহত্যা করেছে। পরে মিহির তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো রুমেই ছিলেন। তখন তিনি বাথরুমে ছিলেন বলে জানান। ওই সময় হিমু রুমের সিলিং ফ্যানে রশি লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। হিমুর রুমে প্রবেশ করে ফাঁস নেওয়া অবস্থায় তাকে দেখতে পান মিহির। রুমে থাকা দুটি কাঁচের গ্লাস ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। তাৎক্ষণিক মিহির ও রুফি হিমুকে নামিয়ে উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হিমুকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন রুফি হিমুর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন দুইটি নিয়ে কৌশলে চলে যান। হিমুর মৃত্যুর ঘটনায় তার খালা নাহিদ আক্তার গত বছরের ২ নভেম্বর রাতে রুফিকে আসামি করে মামলাটি করেন। পরে রুফিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

রিকশার নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে

(৩৪), মো. মাহবুব খান (৩৫), শরীফ খান (৩৩) ও মো. সোহরাব খান (৩৩)। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে মহড়ার ঘটনায় ব্যবহৃত দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি বিদেশি রিভলবার, একটি বিদেশি শর্টগান, ভাঙা রিভ-লবার, ভাঙ ৯এমএম পিস্তল, ৭৫ রাউন্ড গুলি, দুটি শর্টগানের কার্তুজ, ২১০ রাউন্ড গুলির খোসা, পাঁচটি পুরাতন ম্যাগজিন, ৪০ গ্রাম গান পাউডারের বারুদ ও বিভিন্ন অস্ত্রের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উদ্ধার করা হয়। গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ এক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তিনি বলেন, চলতি মাসের ১৮ তারিখ রাজধানীর ভাটারা থানার জোয়ারসাহারা এলাকায় ডিওএইচএস সোসাইটির রিকশার নম্বর প্লেটকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময়ে গ্রেফতার রাজু ফাঁকা গুলি ছোড়ে। তার সহযোগী মুন্না রিকশাচালক রুবেলকে গুলি করলে তার ডান পায়ে লাগে। এরপরই আসামিরা আত্মগোপনে চলে যায়। পরে অস্ত্র উদ্ধার করতে মাঠে নামে গোয়েন্দা পুলিশের গুলশান বিভাগ। পরবর্তীতে তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় রাজধানীসহ গাজীপুর, মাদারীপুর, দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থনে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত শনিবার সন্ধ্যায় ভাটারা থানার জোয়ারসাহারার খা পাড়ায় অভিযান চালিয়ে রাজুর পারিবারিক কবরস্থানের পাশের বাথরুম থেকে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ভাটারা থানায় অস্ত্র আইনে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়ে। গোয়েন্দা প্রধান বলেন, আসামিরা এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ভারাটাসহ আশপাশের এলাকায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণসহ আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেছিল। ফলে রিকশার নম্বর প্লেটের সূত্র ধরে এলাকায় মহড়া চালায়। গ্রেফতাররা ঘটনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে গোয়েন্দাপ্রধান হারুন বলেন, ভাটারার জোয়ারসাহারা এলাকায় জমি কেনা-বেচা, ভবন নির্মাঠু, টেন্ডারবাজি আধিপত্য বিস্তারসহ প্রায় সময়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। রুবেলের ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সবুজবাগ থানা এলাকায়ও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সেটাতেও আমার ছয়জনকে গ্রেফতার করেছি। পাঁচটি অস্ত্র ও ৫০ রাউন্ডগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

এবার একাদশে উপবৃত্তি পাচ্ছেন

সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা ও বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রজন্ম যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের পর সরাসরি এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেওয়া সনদ বা প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি এমআইএসে সংযুক্ত এবং সংরক্ষণ করতে হবে। সব শিক্ষার্থীর ১৭ সংখ্যার অনলাইন জন্মসনদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্ট থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে ভর্তিসহায়তা করার ঘোষণা দেয় সরকার। এতে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের সন্তানরা আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে বলে জানানো হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মা-বাবা বা অভিভাবকের বার্ষিক আয় দুই লাখ টাকার কম হলেই এ সহায়তা পাওয়ার আবেদন করা যাবে বলে জানানো হয়। ওই সময় আরও জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য 'ভর্তিসহায়তা নির্দেশিকা' অনুসারে শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তিতে আর্থিক সহায়তা পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাসহায়তা ট্রাস্ট দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে এ ভর্তিসহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ হাজার টাকা টাকা হারে ভর্তিসহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ভর্তিসহায়তা পেতে শিক্ষার্থীদের ছবি, জন্মনিবন্ধন সনদ, অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মা-বাবা অথবা অভিভাবকদের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন বা সুপারিশ প্রয়োজন হয়।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া

জন্য দিন ধার্য করেন বলে আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার জানান। বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলার আসামিরা হলেনড় খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এমকে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রো বাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন। ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম। একই বছরের ৫ অক্টোবর ১৬ আসামির বিরুদ্ধে দুদক উপ-পরিচালক মো. আবুল কাসেম ফকির অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, কয়লা উত্তোলনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা সিএমসির সঙ্গে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি করায় সরকারের প্রায় ১৫৮ কোটি ৭১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় সরাসরি পাসপোর্ট

রয়েছে, দুই দিনে এ রকম প্রায় সাড়ে ৪শ'র বেশি পাসপোর্ট আবেদনকারীর সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। হাইকমিশন সূত্রে জানা গেছে, দেড় হাজার পাসপোর্টসহ সরাসরি ও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৮০ হাজার পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ দেশটির জোহর প্রদেশে অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ থেকে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত পাসপোর্ট বিতরণ ও কন্স্যুলার সেবা দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ২৫ মার্চের মধ্যে আবেদনকারীদের আবেদন করতে হবে। পাসপোর্ট নির্ধারিত স্থান থেকে সংগ্রহের জন্য লিঙ্কে গিয়ে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যতীত পাসপোর্ট বিতরণ সম্ভব হবে না বিধায় নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। পাসপোর্ট ডেলিভারির জন্য বিদ্যমান পোস্ট অফিসের সার্ভিসটিও একই সাথে চালু থাকবে। তবে একই সাথে দুই প্রকার সার্ভিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য হাইকমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রবাসীদের অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া পাসপোর্ট সেবার পাশাপাশি জোহর বারুতে ৩১ মার্চ পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনী সংক্রান্ত পত্র, পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র, পরিচিতিমূলকপত্র বা লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন, পাসপোর্ট এর ফটোকপি সত্যায়ন, জন্ম নিবন্ধন সনদ সত্যায়ন, ট্রান্সফার অব রেসিডেন্স বা দেশ ত্যাগের/পরিবর্তনের প্রত্যয়নপত্র, একাডেমিক সার্টিফিকেট বা শিক্ষা সনদ সত্যায়ন, ড্রাইভিং লাইসেন্সের সত্যায়ন এবং প্রত্যয়নপত্র, আম-মোক্তারনামা বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, পারিবারিক সম্পর্কিত পত্র বা রিলেশনশিপ লেটার, বৈবাহিক সনদ, নিকাহনামা এবং ডিভোর্স পেপার সত্যায়ন, মালয়েশিয়ান নাগরিক বিবাহের ক্ষেত্রে অবিবাহিত সনদ সত্যায়ন, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট কপি সত্যায়ন, অন্যান্য কাগজপত্র সত্যায়ন (কন্স্যুলার সেবা) করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্ত রকমের কাগজপত্র ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে কনস্যুলার টিমের কাছে জমা করতে হবে বলে হাইকমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

ছাত্র অধিকারের ২৫ নেতাকর্মীর

রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন। প্রতিবাদ করলে আসামিরা রড, হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি দিয়ে হত্যার জন্য এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ সময় তারা সাড়ে ১০ হাজার টাকা চুরি করে নেন। ২০২২ সালের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার তৃতীয় বার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ। সে সমাবেশে অতর্কিত হামলা চালানো হয়। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে থাকা চেয়ার ও মাইক ভাঙচুর করেন। পুড়িয়ে দেন ব্যানার-ফেস্টুনও। এতে পণ্ড হয়ে যায় ছাত্র অধিকার পরিষদের সমাবেশ। এ ঘটনায় ৮ অক্টোবর ছাত্রলীগ নেতা নাজিম উদ্দিন বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় আসামি করা হয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আকতার হোসেনসহ ২৫ জনকে। এছাড়া মামলায় আরও ১৪০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়।

ভালো দামে বিক্রি হচ্ছে আলু

১ লাখ ১০ থেকে ২০ হাজার টাকায়। দাম বেশি পাওয়ায় এলাকার সব কৃষকেই খুশি। সদর উপজেলার শাহমাহমুদপুর ইউনিয়নের ঘোষেরহাট এলাকার কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, এই এলাকায় গত কয়েকবছর বৃষ্টির কারণে শেষ মুহূর্তে আলুতে লোকসান হয়েছে। এ বছর ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় গত কয়েক বছরের লোকসান কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠবেন চাষিরা। একই এলাকার কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আমি এ বছরই প্রথম আলুর আবাদ করেছি। যদিও সার, বীজ ও কীটনাশকের দাম বেশি ছিল। তবে ফলন ভালো হওয়ায় এখন আর লোকসান হবে না মনে করছি। চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. সাফায়াত আহম্মদ সিদ্দিকী বলেন, এ বছর মৌসুমে আলুর প্রথম বীজতলা নষ্ট হওয়ায় নতুন বীজতলা তৈরিতে বিলম্ব হয়েছে। জেলায় এ বছর সাড়ে ৭ হাজার হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আবাদ হয়েছে ৭ হাজার ১ হেক্টর জমিতে। এবার নির্ধারিত সময়ের পরও ফলন ভালো হয়েছে। আগামীতে আলু আবাদে কৃষকরা আগ্রহী হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এবং কৃষকদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

চিকিৎসা সংশ্লিষ্টদের অফিস সময়ে

ঠিকভাবে হয় তাহলে আমরা সুযোগ-সুবিধা বাড়াবো। আমি হাসপাতালে গেলে অনেকে বুঝতে পারে না কে হেঁটে যাচ্ছে। অনেক অফিসেই আমি হুট করে চলে যাই। আমি চেষ্টা করি হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম দেখতে। আমি জানি রোগীকে কয় জায়গায় ঘুরতে হয়, কেমন করে ভর্তি হতে হয়, কত ধরনের হয়রানি হয়, ভর্তির পরে কি হয় বিষয়গুলো আমি বিশ্লেষণ করে দেখি। চিকিৎসকরা অনেক কাজ করছেন। তবে অনেকজন কর্মস্থলে দেরিতে আসছেন, আগে চলে যাচ্ছেন। প্রয়োজন থাকতে পারে তবে বিষয়গুলো কর্মস্থলে জানিয়ে করলে অনেক সমস্যা কেটে উঠবে। যক্ষা প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি করতে অবশ্যই জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সংশ্লিষ্টদের কাজ করতে হবে। তারা কাজের কোয়ালিটি বজায় রাখবে। সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে সফলতা তখন পাবেন যখন সবাই কোয়ালিটি বজায় রেখে কাজ করতে পারবেন। সরকার ফ্রিতে ওষুধ দিচ্ছে আর আপনারা বাকি কাজ করুন। জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডিরেক্টর ডা. মো. মাহফুজার রহমান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. আহমেদুল কবীর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা প্রমুখ।

পল্টনে অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী পল্টনের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৬০) এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রামকানাই এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পল্টনের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এসআই আরও বলেন, নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। তার পরনে ছিল চেক লুঙ্গি ও সাদা পাঞ্জাবি।মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। এসআই রামকানাই বলেন, সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় শনাক্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

২৯০ এমপির শপথ চ্যালেঞ্জ, আপিল খারিজের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন ও শপথ নেওয়ার অভিযোগে একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ২৯০ জন এমপির শপথের বৈধতা চ্যালেঞ্জের লিভ টু আপিল খারিজের রায়ের বিরুদ্ধে (রিভিউ) পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। আবেদনের বিষয়টি গতকাল রোববার নিশ্চিত করে জানান, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি বলেন, খারিজের রায় (লিভ টু আপিল) ঘোষণার সাত মাস পর গত বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) এই রিভিউ আবেদন করা হয়। দশম সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে শপথ নেওয়া হয়েছে এমন যুক্তিতে একাদশ সংসদের ২৯০ সদস্যের নেওয়া শপথের বৈধতা নিয়ে ২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারি রিট করেন বিএনপিপন্থি আইনজীবী তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ। তবে শুনানি শেষে ওই বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। এরপর আবেদনকারী ২০১৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন। শুনানি শেষে গত বছরের ১ আগস্ট তা খারিজ করে দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ওই খারিজের সাত মাসের বেশি সময় পরে এই রিভিউ আবেদন করা হলো। ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, গেজেট দেরি করে করলে জটিলতা তৈরি হতো না। এটি সেটেল হওয়া উচিত। সংবিধানে বলা আছে মেয়াদ শেষ হলে শপথ নিতে হবে। শপথ নিলেই কার্যভার গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে। দেশ চালাতে হলে সংবিধান অনুযায়ী করতে হবে। বর্তমান সরকার সংবিধান লজ্ঞন করে দেশ চালাচ্ছে। রিভিউর যুক্তি হিসেবে ব্যারিস্টার খোকন বলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি আগে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তবে তারা শপথ নিয়েছেন আগেরজনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। এমনভাবে সতেরটি যুক্তিতে (রিভিউ) পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। এর আগে দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন ও শপথ নেওয়ার অভিযোগে একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত ২৯০ জন এমপির শপথের বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিট খারিজের বিরুদ্ধে করা লিভ-টু আপিলও খারিজ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ২০২৩ সলের ১ আগস্ট প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে ওইদিন রিটের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার এ এম মাহাবুব উদ্দিন খোকন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ (এএম) আমিন উদ্দিন।

দৌলতপুরে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে মানববন্ধন, অবশেষে সংশোধন

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আল্লারদর্গায় মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে আপন চাচাতো ভায়ের বিরুধ্যে মানববন্ধন করে অবশেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সংশোধন করেন বাদী পক্ষ। রবিবার সকাল ১১টায় আল্লারদর্গা প্রেস ক্লাবে এসে লিখিত বক্তব্যে জানান, আমি মঞ্জুরুল হক মানিক, স্বপন, রনজিত আলি, তনজিত আলি সহএলাকাবাসী এই মর্মে সংবাদ সম্মেলন করছি যে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, আমরা একটি মানববন্ধন করেছিলাম, যার শিরোনাম ছিল "অন্যের জমি দখল করে লিজ দেয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন" মানব বন্ধনের খবরটি ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন পত্র প্রত্রিকায় প্রকাশ হয়। বুঝতে না পেরে আমরা ধারণা করে ছিলাম, চাচাতো ভাই এ্যাডভোকেট আলতাব হোসেন শিল্পপতির কাছে চার/পাঁচ জনের জমি একাই লিজ দিয়ে টাকা নিয়ে ঢাকা চলে গেছেন। এই ভুল বোঝার কারণেই আমরা এলাকাবাসী মানববন্ধন করেছিলাম। পরে জানতে পারলাম যে তিনি তার নিজের জমি সাত শতক লিজ দিয়ে চলে গেছেন। এ কারণে আমার চাচাতো ভাই আলতাব হোসেন মান-সম্মানের ক্ষতি করেছি ভেবে আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন। আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাকে এবং এলাকাবাসীদের জানাতে চাই, আমরা ভুল বুঝে একটা মানববন্ধন করেছিলাম। আমার বড় ভাই আলতাফ হোসেন তিনি যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, আমরা ক্ষমা প্রার্থী। এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন এখানেই সমাপ্ত করছি। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জে কালবৈশাখী ঝড়ে বিদ্যুৎ ছিল না ১৮ ঘন্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর, কটিয়াদী, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ইটনামিঠামইনসহ আশেপাশের হাওড় অঞ্চলের উপজেলাগুলোতে কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে ১৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। এর মধ্যে আর.ই.বি ও বি.পি.ডি.পির লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল রবিবার দুপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকার কারণে বিপাকে পড়েছেন। এই কালবৈশাখী ঝড়ে জেলার কয়েকশত ইটখলার কাচা ইট নষ্ট হয়ে গেছে। এতে ক্ষতির পরিমান প্রায় ১০০ কোটি টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই দিকে শুধু কালবৈশাখী ঝড়ে নয় রোজা আসার পড় থেকে ইফতারির, সেহেরী, তারাবী নামাজের পূর্ব মূহূর্তে বিদ্যুৎ চলে গেলে তারাবী শেষ হওয়ার পড়ে আসে বলে এলাকায় অভিযোগ রয়েছে। আর.ই.বি ও বি.পি.ডি.পি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বিদ্যুৎতের যে চাহিদা দরকার উৎপাদন হচ্ছে তার চেয়ে কম। এই কারণে কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ লোডশেডিং হচ্ছে বলে জানা গেছে। বাজিতপুর বি.পি.ডি.পির নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী এই প্রতিবেদককে বলেন, কখন বিদ্যুৎ লোডশেডিং দেওয়া হয় তার কাছে তেমন কোনো নির্দেশনা নেই বলে উল্লেখ করেন।

বাঘায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর বাঘায় ভূয়া সাংবাদিকতার নামে তন্ময় দেবনাথের চাঁদাবাজি ও মা জোসনার দৌরাত্ব বৃদ্ধি এবং নিরীহ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। রোববার সকাল ১১টায় আড়ানী পৌর বাজারের তালতলায় এলাকাবাসী এই মানববন্ধন করেন। তন্ময় দেবনাথ ও তার করা মামলার আসামীরা আড়ানী পৌরসভার জোতরঘু গ্রামের বাসিন্দা। এ বিষয়ে তন্ময় দেবনাথের করা মামলার আসামী ইসলাম হোসেন বলেন, দিন আনি দিন খায়। অত্যান্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। তন্ময় দেবনাথ ও তার মা জোসনা পূর্ব শক্রতার কথা বলে ২১ ফেব্রুয়ারী রাতে মারপিট করা হয়েছে, বলে থানায় মামলা দায়ের করেন। তার সাথে কোন শক্রুতা নেই। তারা জোরপূর্বকভাবে আড়ানী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সরকারি পরিত্যাক্ত ভবনে বসবাস করে। কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে এটাও জানা নেই। তবে ভূয়া সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়ে প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি করে বেড়াচ্ছেন। এমন অভিযোগ একই এলাকায় বসবাস করার কারনে জানতে পারছি। এছাড়া ছেলের পরিচয়ে তার মা জোসনার দৌরাত্বে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ দিকে তন্ময় দেবনাথের করা মামলার আরও আসামী ইন্দাদুল হক, রাশেদুল ইসলাম, নান্টু, রায়হান আলী বলেন, তন্ময় দেবনাথ এলাকায় ভূয়া সাংবাদিকের নামে চাঁদাবাজি করে। তার মা জোসনা স্থানীয় রুস্তম, মতিন, শামসের, বাচ্চু, মনোয়ারা, সুফল. ডেটেল, শুকুর, বানেরা ও বাসুকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। তারা সম্মানের ভয়ে কারও কাছে বিচার চাইতে পারেনি। তারা নিরুপায় হয়ে অর্থ দিয়ে সমস্যার সমাধান করে নিয়েছে। তাই জোসনার দিনদিন বেপরোয়ার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে তন্ময় দেবনাথ বলেন, আমাকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ইসলাম হোসেন, ইন্দাদুল হক, রাশেদুল ইসলাম, নান্টু, রায়হান আলীসহ কয়েকজন মারপিট করে হাত, পা বেঁধে আড়ানী ডিগ্রী কলেজের সামনে রেখে চলে যায়। পরে মানুষের মাধ্যমে খবর পেয়ে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্রে ভর্তি করে। আমি কোন উপায় না পেয়ে থানায় ৫ জনের নামে মামলা দায়ের করেছি। আমার করা মামলা প্রত্যাহার না করায় আমার বিরুদ্ধে তারা মানববন্ধ করেছে। আমি বর্তমানে বড়াল নিউজ ও একুশের কণ্ঠে কাজ করি।

আমার ও মায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এতে মানববন্ধন করছে, তা সঠিক নয়। আয়োজিত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইসলাম হোসেন, রুস্তম আলী, শামিম হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, রায়হান আলী, নান্টু, আকতার, সবুজ, শহিদুল, রাসেদুল, মুন্না, শামসের, লবা, ইসমাইল, সজিব, শান্ত, ইমন, কালাম, রিপন সহ শতাধিক নারী-পুরুষ।

ইউএনওকে দেখেই কমে গেল তরমুজের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের অংশ হিসেবে রবিবার দুপুরে জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া বাজারে অভিযান চালিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এসময় ইউএনওকে বাজারে দেখেই কমে যায় তরমুজের দাম। তরমুজ ক্রেতারা বলেন, সচরাচর যে সাইজের তরমুজ পাঁচ থেকে সাতশ' টাকায় বিক্রি করে আসছিল ব্যবসায়ীরা, ইউএনও বাজারে আসায় সেই তরমুজ চারশ' টাকা পিস হিসেবে বিক্রি হয়েছে। আর এভাবে তরমুজের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকায় জরিমানা দিতে হয়নি ব্যবসায়ীদের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু আবদুল্লাহ খান বলেন, দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় মাহিলাড়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দ্রব্যের মূল্য তালিকা না থাকায় চার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

একইদিন গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডের পাঁচ ব্যবসায়ীকে নয় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অপরদিকে নগরীর তিন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ভ্রাম্যমান আদালত ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন।

মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে ছেলের ওপর হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের লোকজনে অর্তকিতভাবে হামলা চালিয়ে পিটিয়ে ছেলের পা ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বৃদ্ধা মা গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের টুমচর গ্রামের মালেরহাট এলাকায়। হামলায় গুরুতর আহত টুমচর গ্রামের মৃত আইউব আলী হাওলাদারের ছেলে বাচ্চু হাওলাদার ও তার বৃদ্ধা মা আমেনা বেগমকে (৭২) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত বাচ্চু হাওলাদার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পূর্বশক্রতার জেরধরে একই এলাকার মন্টু ফকির ও রাসেল খানের নেতৃত্বে হাজী পক্ষের ৫/৬ জনে তার ওপর হামলা চালিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে। বাচ্চুর বৃদ্ধা মা আমেনা বেগম জানান, শনিবার সকালে তিনি তার ছেলের সাথে পাশ্ববর্তী মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন। উপজেলার সীমান্তবর্তী মালেরহাট এলাকায় পৌঁছলে মন্টু ফকির ও রাসেল খানসহ ৫/৬ জনে অর্তকিতভাবে বাচ্চুর ওপর হামলা চালায়। এসময় ছেলেকে রক্ষায় এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা তাকেও পিটিয়ে আহত করে। তিনি (আমেনা) আরও জানান, এসময় তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা দ্রুত সটকে পরে। পরবর্তীতে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে প্রথমে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাদের মাদারীপুর জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

পরে ওইদিন রাতে তার ছেলে বাচ্চু হাওলাদারকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। পিটিয়ে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে পুরোপুরি অস্বীকার করে অভিযুক্ত মন্টু ফকির বলেন, জমির বিরোধ নিয়ে বাচ্চু হাওলাদারের সাথে তাদের কথার কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়েছে। এসময় সে (বাচ্চু) পা পিছলে পরে গিয়ে আঘাত পেয়ে থাকতে পারেন। মুলাদী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ জাকারিয়া বলেন, মা ও ছেলের ওপর হামলার ঘটনায় এখনো কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চরম নাব্যতা সংকট

স্টাফ রিপোর্টার :বছর বছর ড্রেজিং করেও ঢাকা-বরিশাল নৌপথের নাব্যতা সংকট মেটানো যাচ্ছেনা। ফলে বরিশাল-ঢাকা যাতায়াতের নিরাপদ রুট হিসেবে পরিচিত নৌপথ ধীরে ধীরে বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। চলতি শুকনো মৌসুমের শুরুতেই বরিশাল-ঢাকা নৌপথে চরম নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে যাত্রীবাহী লঞ্চ এবং মালবাহী জাহাজ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। সূত্রমতে, লঞ্চ মাস্টাররা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা স্বত্বেও নদীর মাটি কেটে নদীতে ফেলায় কারণেই প্রতিবছর একই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অনেকেই ধারণা করছেন। তবে বিআইডব্লিউটিএ'র দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন ভিন্নকথা। তাদের দাবি, বরিশাল-ঢাকা নৌরুটের মেঘনা ও গজারিয়া নদীর দুই জায়গায় ভাটার সময় পানি তলানিতে যাচ্ছে। বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের বাগরজা থেকে বামনীর চরের গজারিয়া পর্যন্ত এক কিলোমিটার পথ। এছাড়া চাঁদপুর থেকে হিজলার মেঘনার শাখায় দুই কিলোমিটার পথে নাব্যতা সংকট ও অসংখ্য ডুবোচর রয়েছে। যে কারণে প্রায় অচল হয়ে পরছে এই নৌরুট। সূত্রের দাবি, প্রায়ই ডুবোচরে নৌ-যান আটকে দুর্ভোগে পরছেন যাত্রীরা। ভাটার সময় সাধারণত পানির গভীরতা ৩-৪ ফুটে নেমে আসে। যদিও লঞ্চ চলাচলে গভীরতা দরকার কমপক্ষে ৫ ফুট এবং মালবাহী জাহাজের জন্য ৭ ফুট। এখানে জোয়ারের সময় নৌযান চলতে পারলেও ভাটায় লঞ্চ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এম.ভি শুভরাজ লঞ্চের ইনচার্জ মাস্টার আবুল কালাম জানিয়েছেন, হিজলার উলানিয়া কালিগঞ্জে প্রিমিয়ার-৫ মালবাহী জাহাজ ডোবার কারণে এবং ওই এলাকার ৩/৪টি স্থানে ড্রেজিং না করলে যাত্রীবাহি লঞ্চ চালানো কঠিন হয়ে পরবে। বর্তমানে জোয়ার-ভাটার সময় গুনে কোনমতে লঞ্চ চলাচল করতে হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সুরভী-৭ লঞ্চের প্রথম শ্রেণির মাস্টার শুক্কুর আলী বলেন, বরিশাল-ঢাকা নৌরুটে যাত্রীবাহি লঞ্চ চলাচলে ৮ থেকে ১০ ফুট গভীর পানি প্রয়োজন হয়। সেখানে কোন কোন জায়গায় ভাটার সময় ৩ থেকে ৪ ফুট পানি থাকে। ফলে লঞ্চের তলানী ঠেকে যায়। ফলে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমরা স্থায়ী সমাধান চাই। কারণ পানি কম পেলে অন্য লঞ্চের সাথে লেগে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। লঞ্চের তলায় পানি কম পেলে একদিকে দৌড় দেয় তখন কিছু করার থাকে না। এ কারণে অনেক সময় জাহাজ ডুবেও যায়। তিনি বলেন, প্রতিবছরই নদীর মাটি কাটে কিন্তু তা আবার নদীতে ফেলার কারণে পুনরায় ভরে যায়। আর যখন মাটি কাটে আমাদের কথা শোনে না, যেকারণে কাজের কাজ কিছুই হয় না। লঞ্চ মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সাইদুর রহমান রিন্টু বলেন, ড্রেজিং করার পর দেখা যায় দুই চার মাস ভালো থাকে। এরপর আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসে। শুকনো মৌসুম শুরুর আগেই ইতোমধ্যে আমাদের লঞ্চ ডুবোচরে আটকে যাচ্ছে। ভাটার সময় আমাদের কোন লঞ্চ চলতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, বরিশালে ড্রেজার বেইজ, বিআইডব্লিউটিএ এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীকে ঢাকা-বরিশাল নৌপথে নাব্যতা সংকটের কথা জানিয়ে দ্রুত খননের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দিয়েছেন। বরিশাল ড্রেজার বেইজ, বিআইডব্লিউটিএ'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মিয়া বলেন, লঞ্চ মালিক সমিতির পক্ষ থেকে নাব্যতা দূরকরণে আবেদন দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক বন্ধ করতে হবে

মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হচ্ছে খাদ্য। নিরাপদ খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। অতি মুনাফালোভী কৃষক, উৎপাদনকারী, মজুতকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা সেই খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ডিডিটি, কীটনাশক, কাপড়ের রং, ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মিশিয়ে ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন কোন খাদ্যদ্রব্য নেই যাতে বিষ ও ভেজাল মিশানো হয় না। উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রত্যেকটি স্তরেই এর ছড়াছড়ি। খাদ্যে যারা ভেজাল করছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ একজন সন্ত্রাসী একজনকে খুন করেন। কিন্তু খাদ্যে যারা ভেজাল দিচ্ছে তারা জাতিকে ধ্বংস করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার বাইরে বেশি এসব কেমিক্যালের ব্যবহার হচ্ছে। এক গবেষণা সূত্রে জানা যায়, আমাদের শরীরে ৩৩ শতাংশ রোগ হওয়ার পেছনে রয়েছে ভেজাল খাদ্য। পাঁচ বছরের নিচে শিশুর ৪০ ভাগ রোগ হয় দূষিত খাদ্য থেকে। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে খাবার টেবিলে আসা পর্যন্ত নানা পর্যায়ে দূষিত হয়। এর মূল কারণ অসচেতনতা। গাইনী বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'গর্ভাবস্থায় কেমিক্যাল সংমিশ্রণে তৈরি খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার ফলে মা এবং শিশু উভয়ই ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরনের অনেক রোগী ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা পাচ্ছেন। ফলে ফল খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।' জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে ৮২টি খাদ্যপণ্য পরীক্ষা করা হয়। এতে গড়ে ৪০ শতাংশ খাদ্যেই মানবদেহের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্ধারিত সহনীয় মাত্রার চেয়ে ৩ থেকে ২০ গুণ বেশি নিষিদ্ধ ও বিষাক্ত উপাদান পাওয়া যায়। এসব রাসায়নিক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ৩৫ শতাংশ ফল ও ৫০ শতাংশ শাকসবজির নমুনাতেই বিষাক্ত বিভিন্ন কীটনাশকের উপস্থিতি রয়েছে। চালের ১৩টি নমুনায় মিলেছে মাত্রাতিরিক্ত বিষক্রিয়া সম্পন্ন আর্সেনিক, পাঁচটি নমুনায় পাওয়া গেছে ক্রোমিয়াম। হলুদের গুঁড়ার ৩০টি নমুনায় ছিল সীসা ও অন্যান্য ধাতু। লবণেও সহনীয় মাত্রার চেয়ে ২০-৫০ গুণ বেশি সীসা পাওয়া গেছে। মুরগির মাংস ও মাছে পাওয়া গেছে মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিকের অস্তিত্ব। হলুদ ও লবণে সীসাসহ আরো কিছু ধাতব উপাদান প্রয়োগের মাধ্যমে এগুলো চকচকে ও ভারী করা হয়। খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া যেমন জরুরী তেমনি মানুষের মধ্যে অধিক সচেতনতাও জরুরী। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারে কমছে কৃষি জমি

আমাদের বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা দিন দিন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। দেশের বিপুল পরিমাণ জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। এভাবে চললে একদিন হয়তো চাষাবাদের জন্য জমি ফুরিয়ে যাবে- এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ এখনও কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও নির্ধারিত হয়ে থাকে কৃষির উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর। কিন্তু দিন দিন দেশের কৃষিজমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে। নতুন বসতভিটা, রাস্তাঘাট-অবকাঠামো নির্মাণ, ইটভাটা, কলকারখানা, নগরায়ণে অধিগ্রহণেই ভূমির অবক্ষয় হচ্ছে বেশি। বর্তমান হারে ভূমি অবক্ষয় চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে কোনো কৃষিজমি থাকবে না। ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা আর অস্থিরতার মধ্যেও দেশকে অনেকটা স্বাভাবিক রাখছে কৃষি। সংগত কারণেই কৃষিজমির সুরক্ষা জরুরি। তাই জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও নীতিমালা জরুরি। কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের প্রবণতা কঠোরভাবে রুখতে হবে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষিজমির সুরক্ষা ব্যর্থ হলে টিকে থাকা কঠিন হবে। দেশে কৃষিজমির পরিমাণ কমছেই। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিজমির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। এ সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে আড়াই গুণেরও বেশি। ৫৩ বছর আগেও বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতির দেশগুলোর একটি। জনসংখ্যা আড়াই গুণ বেড়ে যাওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনে ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ব্যাপকহারে কৃষিজমি। রাস্তাঘাট, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত তৈরিতেও কৃষিজমির ব্যবহার এড়ানো যাচ্ছে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্যও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিজমি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষিশুমারিতেও নিশ্চিত করা হয়েছে কৃষিজমি কমার তথ্য। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে 'কৃষিশুমারি-২০১৯' জরিপ প্রকাশ করে বিবিএস। জরিপ অনুযায়ী, ১১ বছরে আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে ৪ লাখ ১৬ হাজার একর। ২০০৮ সালে আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ ৯৭ হাজার একর। ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৬ লাখ ৮১ হাজার একরে। মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের 'বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে প্রতি বছর ৬৯ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। শুধু অবকাঠামো নির্মাণকাজের কারণে প্রতি বছর ৩ হাজার হেক্টর জমি হারিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০১০ এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন-২০১০ অনুসারে কৃষিজমি কৃষি কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু বিকল্প জমি না থাকায় কৃষিজমি ভরাট করে বাড়িঘর, শিল্পকারখানা, ইটভাটা বা অন্য কোনো অকৃষি স্থাপনা হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য বিশেষত খাদ্য উৎপাদনে কৃষিজমি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি বাড়িঘর, রাস্তা, স্থাপনা কলকারখানা না বানালেও চলবে না। এ সমস্যার মোকাবিলায় গ্রাম থেকে শহর সর্বত্রই পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে। কম জমিতে বহুতল ভবন গড়ে তুলে ঘরবাড়ি বানানোর জন্য কৃষিজমির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। সাগরপ্রান্ত থেকে জমি উদ্ধারের বিষয়েও ভাবতে হবে।

নারীর অগ্রযাত্রায় রাইডশেয়ারিং

'রাইড-হেইলিং : অ্যা প্ল্যাটফর্ম ফর উইমেনস ইকোনমিক অপারচুনিটি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছে রাইডশেয়ারিং অ্যাপ উবার। বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীদের কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণের পরিমাণ কম। ২০২২ সালে বিশ্বে নারীদের কর্মশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশে এই হার ছিল ৪৩ শতাংশ।
নারীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুটি চ্যালেঞ্জ হলো নিরাপদ যানবাহনের স্বল্পতা এবং কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। এমন প্রেক্ষাপটে নারীদের কর্মশক্তিতে যোগদান কিংবা আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে রাইডশেয়ারিং সার্ভিসগুলো।
দেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। শহর কিংবা নাগরিক জীবনের পাশাপাশি সর্বত্রই নারীর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সূচকে, সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশের যে বিস্ময়কর উত্থান, তার পেছনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন নারীরা। বৈশ্বিক লিঙ্গ বিভাজন সূচক বা গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫০তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বেও নারীর এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকি মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও নারীরা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবে বাংলাদেশে এখনো এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে নারী উপেক্ষিত। সামাজিকভাবেও নারীর অবস্থান সেভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। নারীকে অনেক ক্ষেত্রেই এখনো অবজ্ঞা করা হয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পাশাপাশি পুরুষের মনোজগতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বাস্তবায়ন এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো খুবই জরুরি। এজন্য নিরাপদ ও বিশ্বস্ত পরিবহন আবশ্যক। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন রাইডশেয়ারিং সার্ভিসগুলো। রাইডশেয়ারিং সুবিধা জেন্ডার কমিউট গ্যাপ সমাধানেও কাজ করছে। এর মাধ্যমে নারীরা নিরাপদে ও সুবিধাজনকভাবে সরাসরি কর্মস্থল বা নিজের কাছাকাছি গণপরিবহন স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারছেন। নারীরা যাতে আত্মবিশ্বাসী, আত্মমর্যাদাশীল, সাহসী, স্বাধীনচেতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যুক্তিবাদী, ন্যায়ের প্রতীক, যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে তৈরি হতে পারে, সেজন্য সমাজের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই জয় হবে মানবতার।

জীবন রক্ষায় বন বাঁচাতে হবে

প্রকাশ ঘোষ বিধান

জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ থেকে পরিবেশ রক্ষা করতে বনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গাছ থাকলে নিরাপদ থাকবে পরিবেশ। অক্সিজেন বৃদ্ধির পাশাপাশি সবুজ বন পরিবেশের ভারসাম্যও বজায় রাখে।
পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তাই সব ধরনের বনের গুরুত্ব ও তা টিকিয়ে রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই দিবসটির মূল লক্ষ্য। দিবসটিতে সবাইকে বন এবং বৃক্ষ সম্পর্কিত কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়। এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে বৃক্ষরোপন অভিযানও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭১ সালে ইউরোপীয় কনফেডারেশন অব এগ্রিকালচারের ২৩তম সাধারণ পরিষদে বিশ্ব বনায়ন দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই চিন্তাধারাকে সামনে রেখে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গাছের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক বন দিবস প্রথম পালিত হয়।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দুটি আন্তর্জাতিক স্মারক যেমন বিশ্ব বন দিবস এবং আন্তর্জাতিক বন দিবসকে একত্রিত করে প্রতি বছর ২১ মার্চ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বন ও বনভূমির নিরাপত্তা রক্ষার্থে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস ঘোষণা করা হয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশে বন রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে।
বাংলাদেশের বন বিভাগের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বন আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ মোট ভূমির ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। এর আগে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী যা ছিল ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হিসাবে বনের বাইরের গাছ আমলে নেয়া হয়নি। কিন্তু বন বিভাগের নতুন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বনের বাইরে গাছের পরিমাণ মোট ভূমির ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এসব গাছের বেশির ভাগই বেড়ে উঠেছে মূলত সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে। সেই হিসাবে বনের ভেতর ও বাইরে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ মোট ভূমির সাড়ে ২২ শতাংশ। গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচের মতে, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি। একটি বনে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ গাছ থাকে। একজন মানুষের শ্বাস নিতে বছরে ৭৪০ কেজি অক্সিজেন প্রয়োজন। আর গড়ে, একটি গাছ বছরে ১০০ কেজি পর্যন্ত অক্সিজেন দেয়। এ হিসেবে একজন মানুষের জন্য প্রয়োজন পড়ছে ৮টি গাছ।
২০১৫ সালে নেচার জার্নালের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, মানুষের গাছ নিধনের কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত ৪৬ শতাংশ গাছ কাটা হয়েছে। আর তাই গাছের পরিমাণ কমে বিশ্বে বর্তমানে গাছ রয়েছে ৩.০৪ লাখ কোটি। ট্রপিক্যাল ফরেস্ট অ্যালায়েন্স ২০২০ অনুসারে, আমরা যদি কোনো পরিবর্তন না করি, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭ লাখ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন শেষ হয়ে যাবে।
সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, যদি এই হারে গাছ-গাছালি মারা যেতে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের আয়তনের সমান বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ ২০০০ এরও বেশি আদিবাসী সংস্কৃতিসহ প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর বৃহত্তম বন। বিশ্বের ২০ শতাংশ অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এ বন থেকে। তাই এ বনটিকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। এ বনটির সাথে সীমানা জুড়ে আছে নয়টি দেশের। দেশগুলো হলো ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গুয়ানা। এই বনের ৬০ শতাংশই ব্রাজিলে অবস্থিত। বিশ্বের পরিবেশ গবেষকরা এ বনটি নিয়েও দুশচিন্তায় পড়েছেন। কারণ বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ এই আমাজন বন প্রতি বছর আগুনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, কিছু দাবানল এতটাই মারাত্মক ছিল যে যা সবাইকে পরিবেশ নিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে।
বাংলাদেশের বন বিভাগের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বন আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ মোট ভূমির ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। এর আগে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী যা ছিল ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হিসাবে বনের বাইরের গাছ আমলে নেওয়া হয়নি। কিন্তু বন বিভাগের নতুন সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বনের বাইরে গাছের পরিমাণ মোট ভূমির ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এসব গাছের বেশির ভাগই বেড়ে উঠেছে মূলত সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে। সেই হিসাবে বনের ভেতর ও বাইরে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ মোট ভূমির সাড়ে ২২ শতাংশ।
গাছ বা বৃক্ষ বিশুদ্ধ বাতাসের একটি উৎস এবং মানুষের জন্য নানা রকম ফল ও উপকরণ সরবরাহ করে। গাছপালা বা জঙ্গল রয়েছে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে। ওই সব বন ও জঙ্গলে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মানুষ এবং ২ হাজারের বেশি আদিবাসী তাদের সংস্কৃতিসহ জীবিকা, ওষুধ, জ্বালানি, খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। দারিদ্র্য বিমোচনে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন শুধু আমাদের অক্সিজেনই সরবরাহ করে না, মানুষ, প্রাণী, পোকামাকড়, বন্য প্রাণীকে আশ্রয় দেয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে ও আর্দ্রতার ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অক্সিজেন সরবরাহ করতে, পর্যটনশিল্প বিকাশে ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে গাছপালা কিংবা বনভূমি।
জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বে মোট বনভূমির পরিমাণ ৪.০৬ বিলিয়ন হেক্টর। বনভূমির পরিমাণ পৃথিবীব্যাপী সমানভাবে বিস্তৃত নয়। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি বনভূমি মাত্র বৃহৎ পাঁচটি দেশের (ব্রাজিল, কানাডা, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন) অধীন এবং বাকি বনভূমি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে আছে।
দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর বৃহত্তম বন। বিশ্বের ২০ শতাংশ অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এ বন থেকে। তাই এ বনটিকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। বিশ্বের পরিবেশ গবেষকরা এ বনটি নিয়েও দুশচিন্তায় পড়েছেন। কারণ বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ এই আমাজন বন প্রতি বছর আগুনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ শিল্পায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ ও নগরায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী বন ও বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বন অপরিহার্য। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। এতে করে সমুদ্র উপকূলের নিচু এলাকা তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। আমাদের দেশের নিচু এলাকাও সাগরের লোনা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য সারা বিশ্বে বনভূমি বৃদ্ধি করা উচিত বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে প্রতি বছর উজাড় হচ্ছে বনভূমি।
সুন্দরবন, প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলীর অন্যতম। সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ তিনটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের একটি হিসেবে গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত। দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবনের বৃহত্তর অংশটি ৬৬ শতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলীর অন্যতম সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এই বনের রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমিরও খ্যাতি। প্রাণ ও প্রকৃতির এক লীলাভূমি এই বনে রয়েছে পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ, ১৯৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৯ প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। সুন্দরবনের প্রধান বনজ বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরী, গেওয়া, ঝামটি গরান এবং কেওড়া। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত প্রেইন এর হিসেব মতে সর্বমোট ২৪৫টি শ্রেণী এবং ৩৩৪টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।
বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড়-ঘূর্ণিঝড়, ভৌগোলিক অবস্থান ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সুন্দরবন এবং এর জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অশনিসংকেত শুনলেই বাংলাদেশের প্রত্যেক সচেতন মানুষের হৃদয়ের মানসপটে আশার প্রদীপ হয়ে ভেসে উঠে সুন্দরবন। প্রাকৃতিক সুরক্ষাবর্ম সুন্দরবন। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলসংলগ্ন মানুষকে প্রলয়ংকরী ঝড় বা সুপার সাইক্লোনের ছোবল থেকে জীবন রক্ষা করে চলেছে। বিশ্বের জীববৈচিত্রের বৃহত্তম আধার এই ম্যানগ্রোভ বনটি বাংলাদেশের অক্সিজেন ভান্ডার বা ফুসফুস হিসেবে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে। লাখ লাখ মানুষ সুন্দরবনের মাছ, মধু, গোলপাতা প্রভৃতি আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সুন্দরবনের নদী-খাল বাংলাদেশের মাছের চাহিদার একটা বিরাট অংশ জোগান দিচ্ছে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটনশিল্পে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সরকারও এ বন থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করছে। বর্তমানে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন এখন দাড়িয়েছে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার। অক্সিজেনের অফুরান্ত ভান্ডার দেশের ফুঁসফুঁসখ্যাত ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইড সুন্দরবন এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেও সুন্দরবন এখন বেশ ঝুঁকির মধ্যে আছে। অতীতে নোনা ও মিষ্টিপানির সংমিশ্রণে সুন্দরীসহ অসংখ্য উদ্ভিদে পরিপূর্ণ ছিল সুন্দরবন।
মানুষ এবং বিভিন্ন আদিবাসী সংস্কৃতি তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। শুধু মানুষের অস্তিত্বই নয়, প্রাণী এবং পোকামাকড়কে আশ্রয়স্থল, বাতাসে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখা, নদীতে মিষ্টি পানি সরবরাহকারী জলাশয়গুলো রক্ষাসহ পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পৃথিবীতে বনের বিকল্প অসম্ভব। তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে বেশি বেশি গাছ লাগানো। সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল এবং বনসংলগ্ন জনপদের মানুষের সচেতনতা বাড়াতে তাদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সভা, সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। সুন্দরবন ব্যবহারকারীদের বন ও বনজসম্পদ সুরক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। (লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট)

কবিতা সমকালের প্রতিধ্বনি

প্রকাশ ঘোষ বিধান

সাহিত্যের প্রাচীনতম একটি শাখা হচ্ছে কবিতা। মানব মনের অনবদ্য ধ্যান ও মননের বহিঃপ্রকাশই কবিতা। ভাবনার অনুসরন থেকে বেড়ে উঠা পঙ্ক্তিমালাই কবিতা। কবিতা ভাব প্রকাশের ভাষা, প্রগাড় বোধের নান্দনিক প্রতিচ্ছবি। কবিতা প্রতিবাদের ভাষা, অধিকারের ভাষা। কবিতা হচ্ছে শব্দগুলোর সুগভীর গাঁথনি হৃদয়ের অনবদ্য সুখানুভূতি, কবিতা কালের সাথী, সমকালের মুখপত্র, কখনও দন্ধ হৃদয়ের আর্তনাদ। বিশ্লেষকদের মতে, কবিতা প্রতি মুহূর্তের আচারনে- আবরনে, আহবানে নিজের অস্তিত্ব তথা বোধজাত উপলব্ধি ঠিক রেখে নিজেকে ভাঙ্গে আর গড়ে। মনের ভাবনায় গুটি কয়েক শব্দ মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে সৃষ্টি করে কবিতা। কবিতা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন আছে। সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কবিতা। তবুও আজ পর্যন্ত কবিতার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই। কবিতার সংজ্ঞা কবিতায় বিদ্যমান। কবিতার সংজ্ঞা হয় না। কবিতা হল শব্দ তুলিতে আঁকা গভীর হৃদয়ানুভূতি ও প্রগাড় বোধের নান্দনিক ছবি। ইচ্ছের লালন থেকে গড়ে ওঠা সবই কবিতা, কবিতা হৃদয়ের শাব্দিক ঝংকার, কবিতা ভালোবাসার ভাষা, কবিতা প্রতিবাদের ভাষা, অজস্র শব্দার্থ রাত্রির নৈশব্দতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয় কবিতা। ভালোবাসা ও শুদ্ধতার জন্য কবিতা। কবিতা মানুষের কথা বলে, কবিতা জীবনের কথা বলে, প্রকৃতির কথা বলে কবিতা। সামাজিক মূল্যবোধে, অধিকার, নৈতিকতা, বৈষম্য, শোষন, বঞ্চনা, অধিকার, আদর্শ, চলমান ঘটনা নিয়ে কবিতা কথা বলে। মানবিক বিবেক জাগ্রত করে এগিয়ে যাওয়ার আশা যোগায় কবিতা। বার্ণাড়শ কবিতার গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে বলেছিলেন, মানুষ যা কথায় প্রকাশ করতে পারে না, তা প্রকাশ করে গানে, আর গানেও যার প্রকাশ সম্ভব নয় তা প্রকাশ করে কবিতায়।
২১ মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস। ১৯৯৯ সালে ২১ মার্চকে বিশ্ব কবিতা দিবস হিসাবে ঘোষনা করে ইউনেস্কো। ১৯৯০ সালে আমেরিকা থেকে বিশ্ব কবিতা দিবস ঘোষনার দাবী জানানো হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম বৈঠকে ২১ মার্চকে কবিতা দিবস ঘোষনা করে। এই দিনটি বিশ্বের আনাছে কানাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবি ও কবিতা পাঠকদের দিন। এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী কবিতা পাঠ, রচনা, প্রকাশনা ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। ইউনেস্কোর অধিবেশনে এই দিবস ঘোষনা করার সময় বলা হয়েছিল এই দিবস বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক কবিতা আন্দোলনগুলোকে নতুন করে স্বীকৃতি দান করবে। এ উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে বিশ্ব কবিতা দিবস।
বাংলাদেশেও কবিতা ও সাহিত্যের বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করছে। পূর্বে অক্টোবর মাসে বিশ্ব কবিতা দিবন পালন করা হতো। প্রথমে ৫ অক্টোবর এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমান মহাকাব্য রচয়িতা ও সম্রাট অগস্টাসের রাজকবি ভার্জিলের জন্মদিন স্মরনে ১৫ অক্টোবর এই দিবস পালন করা হত। অনেক দেশে আজও অক্টোবর মাসে কোন দিন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কবিতা দিবস পালন করা হয়। এই দিবসের বিকল্প হিসাবে অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে কোন দিন কবিতা দিবস পালনেরও প্রথা আছে।
আজকের সমাজে কবিতার গুরুত্ব কতটুকু এ নিয়ে হয়তো বিতর্ক করা যায়। তবে কবিতা আমাদের, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিকে পালন করে। কবিতা আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে, তা অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। কবিতা আলোর পথ দেখায়, কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা কবিতার মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্য, চিন্তা ভাবনা, লোকাচার ইত্যাদি প্রজন্মান্তরে প্রচার করে গেছে। কারণ কবিতা সবাই রচনা করতে পারুক আর নাই পারুক এর ভাষা, ছন্দ, ভাব সকল মানুষকে চিরকালই প্রভাবিত করেছে। একটা সময় শুধু শুনে শুনে মানুষ মনে রেখেছে কবিতা। ছড়া, পদ্য, বর্ণ-ভাষা-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বেই কবিতা এক ঐতিহ্যশালী স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর পাচ শতাধিক ভাষায় প্রতি দিন কবিতা লেখা হচ্ছে। মানুষ জাতির আদিমতম ও আধুনিকতম শিল্প হচ্ছে কবিতা। ইউনেস্কো যখন বিশ্ব কবিতা দিবসের প্রস্তাব দিয়েছিলো তখন কবিতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছিল। মানুষের ভাবাবেগের প্রকাশ যেমন কবিতা। তেমনই ভাষাবেগের সমব্যাথিও কবিতা। শুধু মানসিক নয়, সামাজিক বিপর্যয়েও যুগ যুগান্তর ধরে রসদ যুগিয়েছে কবিতা। আর সেই কবিতাকে ঘিরেই বহু সময় বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কবিকে জেল দেওয়া হয়েছে, কবিকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কবিতা লেখা থেমে যায়নি। কবিতা লেখা আরো পাঁচগুণ বেড়েছে। কবিতা চর্চা মানুষের জন্য এনে দিতে পারে মনষ্য অস্তিত্বের মূল্যবোধ। কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর "আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" কবিতায় তিনি বলেছেন জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কবিতা, কর্ষিত জমির প্রতিটি শষ্যদানা কবিতা। যে কবিতা শুনতে জানে না, সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে। তিনি আরও লিখেছেন, যে কবিতা শুনতে জানে না, যুথভ্রস্ট বিশৃংখলা তাকে বিপর্যস্ত করবে। যে কবিতা শুনতে জানে না, বিভ্রান্ত অবক্ষয় তাকে দৃষ্টিহীন করবে। যে কবিতা তে জানে না, সে আজন্ম হীনমন্য থেকে যাবে। কবিতা শিল্পের একটি শাখা। কবিতা সাংস্কৃতির এক নান্দনিক উপাদান। কবিতা সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অনঢ় উচ্চারণ। কবিতা একটি শক্তি, একটি অনুপ্রেরণা। কবিতা ছড়িয়ে যাক সকল হৃদয়ে। কবিতা হোক মানবতার মুক্তির সনদ। কবিতার মুক্তবানী দিগন্তে ছড়াবে ডানা। (লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট)

জলদস্যুদের কবলে এমভি আবদুল্লাহ জীবন আর সম্পদ কতটা নিরাপদ?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের আবুধাবি আসার পথে ছিনতাই হওয়া বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ এমভি আবদুল্লাহকে সোমালিয়া উপকূলীয় এলাকায় নেওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, ২৩ নাবিকসহ জিম্মি বাংলাদেশি এই জাহাজটির মুক্তির বিষয়ে জলদস্যুরা এখনো যোগাযোগ করেনি। ফলে দস্যুদের সাথে সমঝোতা করার সময় কেবল বাড়ছে। সরকারের পক্ষ থেকে নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। জানা গেছে, নাবিকদের বিপদমুক্ত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কুয়ালালামপুরে পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টার, নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ফিউশন সেন্টার, যুক্তরাজ্য মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন (ইউকেএমটিও) এবং এশিয়ায় দস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি প্রতিরোধে আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় সিঙ্গাপুরে অবস্থিত দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে। জলদস্যুদের কবলে পড়া চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের জাহাজটি পরিচালনা করছে গ্রুপটির সহযোগী সংস্থা এস আর শিপিং লিমিটেড। কবির গ্রুপসহ সরকারি বিভাগ ও সংস্থাগুলোর উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত যেন এই নাবিকদের জীবিত উদ্ধার করা যায়। এর আগে ২০১০ সালে নাবিকসহ একটি বাংলাদেশি জাহাজ উদ্ধারে তিন মাসের বেশি সময় লেগেছিল। অতীতের অভিজ্ঞতা এবং এই অঞ্চলের ঝুঁকি বিবেচনায় জাহাজটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় সুযোগ নিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, দৃশ্যমান অস্ত্রধারী গার্ড না থাকার সুযোগে প্রায় সাড়ে ৫০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এসে বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ছিনতাই করা সম্ভব হয়েছে। ইরানি ছোট ফিশিং বোট ব্যবহার করে সোমালিয়ান জলদস্যুরা ছিনতাইয়ে অংশ নেয়। এমভি আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ভারত মহাসাগরের মতো ঝুঁকিপূর্ণ রুট পাড়ি দিলেও খরচ কমাতে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়নি। যার সুযোগ নিয়েছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। এই ঘটনার পর এখন নতুন নতুন নির্দেশনা দিচ্ছে নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর। বলছে, এখন থেকে লোহিত সাগরের পাশাপাশি ভারত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময়ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে। এতদিন কি এই ব্যবস্থা ছিল না? নাকি নির্দেশনা থাকার পরও তা মানা হয়নি? নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার ক্যাপ্টেন সাব্বির মাহমুদ সম্প্রতি বলেছেন, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী জাহাজ চলাচলে মালিকরা নিয়ম মানলে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করলে এমন ঘটনা ঘটবে না। তাই এখন থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে চলাচলকারী ৯৭টি বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজে অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ভিন্ন সুর শোনাচ্ছেন জাহাজ পরিচালনায় যুক্ত ব্যবসায়ীরা। বলছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গেলে জাহাজ পরিচালনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। মানুষের জীবন এবং জাহাজের নিরাপত্তা না ভেবে শুধু খরচের কথা ভাবলে এই ধরনের ব্যবসা করা সম্ভব! নিজস্ব অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও দস্যুতা মোকাবিলায় নিরাপত্তা জোরদার করতে হলে কোনো একটি সংস্থা থেকে নিরাপত্তারক্ষী ভাড়া করতে হবে। তখন অতিরিক্ত খরচ হবে। অনেক জাহাজ মালিকই এই খরচ করতে চান না। আর সেই গাফিলতি থেকেই এই জিম্মিদশা। এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন স্থানীয় ম্যারিটাইম বিশেষজ্ঞরা। দস্যুতা রোধে চিহ্নিত এলাকায় আন্তর্জাতিক বাহিনীর টহল ছিল না। কম গতিতে চলছিল জাহাজটি, ড্রাফট ছিল বেশি। ঘাটতি ছিল কাঠামোগত নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। সাধারণত জাহাজে কাঁটাতারের সাথে থাকে বিদ্যুতের লাইন। এছাড়া জাহাজের নিচের দিকে লেজার নিরাপত্তা বা ইলেকট্রিক ফেন্স থাকে যাতে সহজে কেউ জাহাজে উঠে যেতে না পারে। এই জাহাজটিতে সবকিছুর ঘাটতি ছিল। বিশেষ করে লেজার ওয়্যার দিয়ে একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি করার কথা, তাও ছিল না। ফলে জলদস্যুরা যখন এসেছে কোনো বাধা ছাড়াই জাহাজে উঠে গেছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে চলছে বাংলাদেশের ৯৮টি জাহাজ। আরব সাগর, লোহিত সাগর কিংবা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসব জাহাজ কখনো নোঙর করছে ইউরোপ, কখনো মধ্যপ্রাচ্যে। আগামী দিনগুলোয় এর পরিমাণ আরও বাড়বে, কারণ দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। ২৩ নাবিকসহ জিম্মি হওয়া এমভি আবদুল্লাহর ঘটনা আমাদের জন্য নতুন বার্তা দিচ্ছে। কারণ ভারত মহাসাগরে ফাঁদ পেতে আছে সোমালিয়ার জলদস্যু। লোহিত সাগরে ওত পেতে আছে হুতি বিদ্রোহীরা। ২০১০ সালে জলদস্যুর কবলে পড়া এমভি জাহান মণি জাহাজেরও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংকট ছিল। অথচ ঝুঁকিপূর্ণ এই চ্যানেল পাড়ি দিতে বাড়তি নিরাপত্তার কথা অনেক আগেই বলে রেখেছিল নৌপথ তদারককারী আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমও। বাড়তি নিরাপত্তা নিলে প্রয়োজন হয় বাড়তি কিছু খরচ। এই কারণে নিরাপত্তা কার্যক্রমের সঙ্গে আপস করে জাহাজ চালাচ্ছেন দেশীয় ১৪ গ্রুপের মালিকরা। ৯৮টি জাহাজের মধ্যে ৮টি চালায় সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নাবিকদের জীবন আর নিজের সম্পদের কথা না ভেবে খরচ কমাতে জাহাজ মালিকদের কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়েই পণ্য পরিবহন করছেন এই পথে। এই রুট ব্যবহার না করলেও ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। কিন্তু তাও কোম্পানি মালিকরা করেন না, কারণ আফ্রিকার বিকল্প পথ ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ বেশি পড়ে। সেই সঙ্গে নাবিক ও অন্যান্য কর্মীদের মজুরি দিতে হয় বেশি। বাড়তি গুণতে হয় বীমা খরচও। কোটি কোটি টাকার মালামাল পরিবহন করছে এই জাহাজগুলো, লাভজনক ব্যবসা করছেন মালিকরা, অথচ নিজের কর্মীদের প্রতি অসহানুভূতিশীল এবং অসংবেদনশীল থেকে ব্যবসা করা কতটা নৈতিক, তা ভাবছেন না তারা। জাহাজগুলো বাড়তি নিরাপত্তা ছাড়াই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে সাগরে মহাসাগরে। জাহাজ মালিকরা ভাবুন, ভবিষ্যতে নিরাপত্তা খরচ বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকিতে ফেলবেন নিজেরই কর্মীদের? যে নাবিকরা সব বিপদ তুচ্ছ করে সাগর পথ ধরে গন্তব্যে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্যে পরিশ্রম করে চলেছেন, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়াটাই হবে সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ।
সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা ।। প্রধান সম্পাদক, গ্লোবাল টেলিভিশন

কৃষিপণ্যের মূল্যেই শুধু গাত্রদাহ

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

নিত্যপণ্যের মূল্য শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে। সরকারের নানা ধরনের তদারকি টিম তৈরি করেছে, টিমগুলো মাঠে নেমে গেছে; তারা এখন বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। তারা কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে তা বাজারের পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। দাম বাড়া নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করা হচ্ছে শুধু কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে। যেমন কাঁচামরিচের দাম যদি বেড়ে ৩০০ টাকা কেজি হয়, তাহলে গণমাধ্যমসহ ফেইসবুকে ঝালের ঝড় উঠে; কিন্তু এই দাম বাড়াটা সাময়িক যা আবার কমে ২০ টাকায় চলে আসে। কাঁচামরিচের দাম বাড়ার কারণ কিন্তু মজুতদারির জন্য হয় না। দাম বৃদ্ধির কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবহন জটিলতা। শোনা যাচ্ছে বাজারে লেবুর দাম প্রতিটি ২০ টাকা হয়ে গেছে। লেবুর এই দাম বাড়ার জন্য দায়ী কে? দেশের কৃষক কি এই লেবুর দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন? নাকি স্বল্পপুঁজির লেবু ব্যবসায়ীরা এর দাম বাড়ালো? লেবুর দাম নিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রকরা গলদঘর্ম অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। পাঁচ টাকার লেবু ১৩ টাকায় বিক্রি করায় লেবু বিক্রেতার জরিমানা করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। একজন লেবু বিক্রেতার মূলধন কত? তাছাড়া যারা লেবু বিক্রি করে তাদের পক্ষে সিন্ডিকেট তৈরি করাটাও সম্ভব না। রোজায় লেবুর চাহিদা এতই বেড়েছে যে তার জোগান সামলানোটাই বিক্রেতাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে লেবু উৎপাদনকারী কৃষক তো আর হঠাৎ করে এই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেবুর উৎপাদন বাড়াতে পারে না। চাহিদা ও জোগানের বিস্তর ফারাকের চক্করে পড়ে স্বল্পপুঁজির লেবু ব্যবসায়ী ও প্রান্তিক কৃষকরা একটু-আধটু বেশি দাম নিচ্ছেন। যদিও বিষয়টি অন্যায় কিন্তু এর চেয়ে অধিক অপরাধী সিন্ডিকেটদের নিয়ে তোলপাড় হয় না, যা হচ্ছে লেবুর দাম নিয়ে। রমজানের আগে মাল্টা ফল (বিদেশ থেকে আমদানি করা) ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে রাজশাহীর বাজারে বিক্রি হতো। প্রথম রোজার ইফতারের সময় তার দাম রাজশাহী মহানগরীর অনেক জায়গায় ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা হয়ে গিয়েছিল। মাল্টার বিষয়টি নিয়ে কোন তোলপাড় হয়নি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলোতে। দেশের কৃষকের লেবু বরই, পেয়ারা, কাঁচামরিচের দাম বাড়লে তা নিয়ে তোলপাড় করে তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলো। বর্তমান সময়টা চৈত্র মাস, এই সময়টা লেবুর মৌসুম নয়; তারপরও কৃষি দপ্তর নানাবিধ লেবুর জাত উদ্ভাবন করেছেন। তার জন্য এ অসময়ে এখন লেবু পাওয়া যায়। এই হাইব্রিড উৎপাদনের ফলে বাজারে এখন লেবু পাওয়া যাচ্ছে। আজ থেকে ৪০ বছর আগে হলে এ সময় লেবু পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল না। বর্তমানে খুচরা বাজারে মোটা চালের দাম প্রতি কেজি ৫০ টাকা। প্রান্তিক কৃষক মোটা চালের ধান বাজারে বিক্রি করে থাকেন নয়শ থেকে ১ হাজার টাকায়। এক মণ ধানে ২৬ থেকে ২৮ কেজি চাল উৎপাদন হয়। এক মণ ধানের চাল বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৪শ টাকায়। এক মণ ধান থেকে চাল উৎপাদন করতে বড় চাতাল বা মিলে খুব বেশি হলে খরচ হয় ৫০ টাকা। প্রতি মণ ধানে চাল তৈরি করে মিল মালিকরা লাভ করছেন প্রায় ৩৫০ টাকা থেকে চারশ টাকা। শতকরা হিসাব করলে দেখা যাবে প্রায় ৪০ শতাংশ লাভ হয়। এই লাভটা ভোগ করে চালকল মালিক থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত। কৃষক কিন্তু তার উৎপাদন খরচের নায্যমূল্যটাও পায় না। কারণ বর্তমানে বড় বড় মিল গড়ে উঠার কারণে গ্রামপর্যায়ে প্রান্তিকরা আর ধান থেকে চাল বানাতে পারে না। এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে, প্রান্তিক কৃষক থেকে ধান কিনে চাল বানিয়ে খুচরা বাজারে চাল বিক্রি করার যে চ্যানেলটা কাজ করছে তা কিভাবে মনিটরিং বা তদারক করেন বর্তমানের বাজার মনিটরিং টিম। তারা কি মোহাম্মদপুর কৃষি বাজার, বাদামতলীর চালের আড়ত দেখেই শেষ করেন? নাকি প্রান্তিক কৃষক থেকে ধান কিনে তা চালে পরিণত করার পর্যন্ত যে স্তরগুলো আছে তা মনিটরিং করেন। বর্তমানে বাজার মনিটরিংয়ের নামে যা চলছে তাতে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পাওয়ার কোন আশাই দেখছেন না। পেঁয়াজের দাম হঠাৎ করে গগনচুম্বি। অথচ বর্তমানে দেশি পেঁয়াজ উৎপাদনের মৌসুম চলছে। গ্রামের মাঠগুলোতে কৃষকেরা মাটির নিচ থেকে পেঁয়াজ তুলছেন। তাহলে কেন পেঁয়াজের বাজারে আগুন? তার নেপথ্যে কারা কাজ করছে তা কি দেখছেন বাজার মনিটরিং টিম?

অভিবাসন সংকট: স্টুডেন্ট ভিসার নিয়ম কঠোর করলো অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি সপ্তাহে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কঠোর ভিসা নীতি কার্যকরের ঘোষণা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটিতে অভিবাসন আবারও রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অভিবাসীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় দেশটিতে ইতোমধ্যেই উচ্চমূল্যে থাকা বাসার ভাড়া আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং স্নাতক ভিসা আবেদনের জন্য আগামীকাল শনিবার থেকে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তার ওপর আরও জোর দেবে অস্ট্রেলিয়া। একইসঙ্গে বারবার নিয়মভঙ্গকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর নিয়োগ করার ক্ষমতা স্থগিত করতে পারবে সরকার। এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লেয়ার ও'নিল বলেছেন, দেশটির ভঙ্গুর ব্যবস্থাকে ঠিক করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'শনিবার থেকে কার্যকর হতে যাওয়া পদক্ষেপগুলো দেশে অভিবাসন হার কমিয়ে দেবে।' রয়টার্স জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়ায় কাজের উদ্দেশ্যে আসতে চাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কমানোর লক্ষ্যে দেশটিতে 'জেনুইন স্টুডেন্ট টেস্ট' নামে একটি নতুন পরীক্ষা চালু করা হবে। একইসঙ্গে ঘুরতে এসে দেশটিতে থেকে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করতে ভিজিটর ভিসাগুলোতে 'নো ফারদার স্টে' শর্ত আরোপ করা হবে। এর আগে, গত বছর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে অনিয়ন্ত্রিত কর্মঘণ্টাসহ করোনাকালীন সুযোগ-সুবিধাগুলো বন্ধ করতে বেশ কয়েকটি কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল দেশটির সাবেক সরকার। এতে দুই বছরের মধ্যে দেশটিতে অভিবাসীর পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেকে নামানো যাবে বলে আশা করা হচ্ছিলো। করোনা মহামারীর কারণে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও কর্মীরা প্রায় দুই বছর অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থাকার কারণে দেশটিতে কর্মী ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এ ঘাটতি পূরণে এবং ব্যবসায়িদের কর্মী নিয়োগে সহায়তার লক্ষ্যে ২০২২ সালে বার্ষিক অভিবাসন সংখ্যা বাড়িয়েছিল দেশটি। এতে করে অস্ট্রেলিয়ায় হঠাৎ আন্তর্জাতিক কর্মী ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং ইতোমধ্যেই উচ্চ মূল্যে থাকা বাসার ভাড়া আরও বেড়ে যায়। গতকাল বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ান ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস প্রকাশিত ডেটায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে নেট অভিবাসন ৬০ শতাংশ বেড়ে ৫ লাখ ৪৮ হাজার পৌঁছেছে।

ইন্দোনেশিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রাবোও সুবিয়ান্তো। দেশটির নির্বাচন কমিশন গতকাল বুধবার এ তথ্য দিয়েছে। তবে ভোটে হেরে অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আইনি অভিযোগ দায়েরের ঘোষণা দিয়েছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জিবরান রাকাবুমিং রাকা, যিনি সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর ছেলে তাকেও বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুজনকেই গতমাসে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তবে গত বুধবার সরকারিভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়, তারা ৯ কোটি ষাট লাখ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান হাশিম আসিইয়ারি বলেন, ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম রাউন্ডে নির্বাচিত হয়েছেন তারা এবং ২০ মার্চ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। জাকার্তার সাবেক গভর্নর আনিস বাসওয়েদান নির্বাচনে পেয়েছেন ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ ভোট। এ ছাড়া জাভার সাবেক গভর্নর গানজার প্রানোয়ো পেয়েছেন ১৬ শতাংশের বেশি ভোট। ইন্দোনেশিয়া ১৬ কোটি ৪০ লাখ ভোটারের এই নির্বাচনে ৮০ শতাংশেরও বেশি ভোট প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৭২ বছর বয়সী প্রাবোও নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন, এটা আগে থেকেই অনুমেয় ছিল। রাজধানী জাকার্তায় তার নিজের বাড়ির বাইরে হর্ষোৎফুল্ল সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি এই বিজয়ের জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ও দলকে ধন্যবাদ জানান। প্রাবোও তার জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের কারণে ভীষণ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। এ ছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্ট উইদোদোর সমর্থন তার বিজয়কে আরও সংহত করেছে। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইদোদোর কাছে হেরে যাওয়া এই নেতা এবারের নির্বাচনে জয়ের জন্য জোকোই নামে বেশি পরিচিত উইদোদোকে ধন্যবাদ জানান। এদিকে প্রাবোও প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এ ছাড়া অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাভ শলৎজ। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দপ্তর থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে প্রাবোও সুবিয়ান্তোকে।

আফগানিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় ৩ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার শহরে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার একটি ব্যাংকের বাইরে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন নিহত এবং অপর ১২ জন আহত হয়েছে। প্রাদেশিক এক কর্মকর্তা এ কথা জানিয়েছেন। কান্দাহার প্রদেশের তথ্য ও সংস্কৃতির পরিচালক ইনামুল্লাহ সামাঙ্গানি সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ৮টার দিকে কান্দাহার শহরে আত্মঘাতী হামলায় তিনজন আফগান নাগরিক নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছে।' কান্দাহারের নিউ কাবুল ব্যাংক শাখার বাইরে অপেক্ষমাণ একদল লোককে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়।

সামাঙ্গানি বলেন, 'নিহতরা বেসামরিক নাগরিক। সাধারণত সবাই বেতন সংগ্রহের জন্য সেখানে জড়ো হয়। ' তালেবানরা ২০২১ সালে আগস্টে মার্কিন-সমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর তাদের বিদ্রোহের অবসান ঘটায়। এরপর থেকে আফগানিস্তানে বোমা বিস্ফোরণ এবং আত্মঘাতী হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। যদিও আইএসআইএস এবং বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকি রয়েই গেছে। সূত্র: আল-অ্যারাবিয়া।

মোদিকে 'শান্তির দূত' হিসেবে দেখছে রাশিয়া-ইউক্রেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাত থামাতে ভারতকেই 'শান্তির দূত' মানছে রাশিয়া ও ইউক্রেন। লোকসভা নির্বাচনের পর দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দেশ দুটির প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে ভ্লাদিমির পুতিন ও ভলোদিমির জেলেনস্কি। খবর এনডিটিভির। বুধবার রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মোদি। সেই ফোন-লাপেই তাকে আমন্ত্রণ জানান দুই রাষ্ট্রপ্রধান। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন শেষ হলেই যেন ইউক্রেন ও রাশিয়া সফরে যান মোদি, সেই প্রস্তাব দিয়েছেন তারা। ২০১৮ সালে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। তার পরে একাধিক বিদেশ সফরে গেলেও রাশিয়ায় যাননি তিনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মত বিনিময়ও করেন তারা। এরপর জেলেনস্কিকে ফোন করে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি ফেরাতে এবং সমস্ত রকম মানবিক সমর্থন অব্যাহত রাখারও প্রতিশ্রুতি দেন। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের দিকে।

ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ পার্লামেন্টে অনুমোদন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিয়েতনামের পার্লামেন্ট গতকাল বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ভো ভ্যান থুঅংয়ের পদত্যাগের বিষয়টির অনুমোদন দিয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির কারণে উত্তাল কমিউনিস্ট দেশটিতে হাই প্রোফাইল নেতাদের পতনের সবচেয়ে বড় সাম্প্রতিক ঘটনা এটি। খবর এএফপির। মতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি গতকাল এক ঘোষণায় জানায়, প্রায় এক বছর দায়িত্ব পালন শেষে থুঅং তার দায়িত্ব শেষে সরে দাঁড়িয়েছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, তিনি অনির্দিষ্ট কিছু ত্রুটি ও সীমা লঙ্ঘনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। বেশ কয়েকদিন থেকেই গুজব ছিল, তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাই ৫৩ বছর বয়সী।

২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি দেশের জনসংখ্যা কমবে: গবেষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বর্তমানে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা কমছে বলে খবরে উঠে আসছে। তবে ২১০০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের জনসংখ্যা কমবে। এমন তথ্য সামনে এনেই সতর্ক করা হয়েছে নতুন এক গবেষণায়। গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা। চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সাময়িকী ল্যানসেটে গত সোমবার এই গবেষণার তথ্য প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০৪টি দেশের মধ্যে ১৯৮টি দেশের জনসংখ্যা সঙ্কুচিত হবে। আর সে সময় বেশিরভাগ শিশু জন্মের ঘটনা দরিদ্র দেশগুলোতেই দেখা যাবে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশন (আইএইচএমই)-এর পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে, ২১০০ সালে বিশ্বে জন্ম নেওয়া প্রতি দুই শিশুর মধ্যে একজনের জন্ম হবে সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোতে। আর তখন কেবল সোমালিয়া, টোঙ্গা, নাইজার, চাদ, সামোয়া এবং তাজিকিস্তান তাদের জনসংখ্যা (বৃদ্ধির ধারা) বজায় রাখতে সক্ষম হবে। আইএইচএমই-এর সহ-প্রধান

লেখক এবং প্রধান গবেষণা বিজ্ঞানী নাটালিয়া ভি ভট্টাচার্য বলেছেন, 'প্রাপ্ত ফলাফলের তাৎপর্য অপরিসীম। জন্মহার এবং জীবিত জন্মের এই ভবিষ্যৎ প্রবণতাগুলো বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি এবং ক্ষমতার।

পাকিস্তানের গোয়াদর সমুদ্র বন্দরে হামলা, নিহত ৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের গোয়াদর সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৮ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দেশটির বেলুচিস্তান প্রদেশের আরব সাগর লাগোয়া এই বন্দরের একটি কমপ্লেক্সের সামনে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তারা নিহত হন। আরব নিউজ বেলুচিস্তানের সরকারি কমিশনার সাঈদ আহমেদ উমরানির বরাতে বলেছে, অস্ত্র ও বোমায় সজ্জিত সন্ত্রাসীরা বন্দরের বাইরের একটি কমপ্লেক্সে হামলা চালায়। সেখানে সরকারি দপ্তর, গোয়েন্দা সংস্থা এবং আধাসামরিক বাহিনীর কার্যালয় রয়েছে। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসীরা কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কমপ্লেক্সে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়।'এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেয়া এক বার্তায় বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি বলেছেন, 'বন্দরে হামলাকারী অন্তত ৮ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আমাদের বার্তা একেবারে পরিষ্কার। যারা সহিংসতার পথ বেছে নেবে, তাদের প্রতি কোনও ধরনের দয়া দেখানো হবে না।' সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সামরিক বাহিনীর এক সদস্য নিহত ও আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে দেশটির সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। বেলুচিস্তানের আলোচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী দ্য বেলুচ

লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এক বিবৃতিতে এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে কয়েক দশক ধরেই আন্দোলন করে আসছে। বিবৃতিতে তারা বলেছে, বিএলএর সদস্যরা গোয়াদর বন্দরে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন।

বিনোদন

অন্যায়ের কাছে কখনও মাথা নত করিনি : অপূর্ব

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাৎ ও শিডিউল ফাঁসানোর অভিযোগ এনেছিল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আলফা আই স্টুডিওস লিমিটেড (আলফা আই)। অবশেষে দুই পক্ষ সমাধানের পথে হেঁটেছে। তবে এই অভিযোগকালীন সময়ে কোনও হিসাব-নিকাশ না করে শোবিজ জগতের বেশিরভাগ শিল্পী-নির্মাতা-সাংবাদিক অপূর্বর পক্ষ নিয়ে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে পোস্ট দিয়েছেন। দলেবলে অভিনেতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন, 'পাশে আছি' বলে সাহস যুগিয়েছেন। আর ভক্তদের প্রতিক্রিয়া তো ছিলোই। এই ভালোবাসার বিপরীতেই এবার সন্তুষ্টি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন অপূর্ব। গত বুধবার বিকালে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছেন অপূর্ব। তিনি লিখেছেন, এই ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করায় যে আমি তাদের কত আপন। ছোট ছোট বিষয় থেকে শুরু করে আমার যে কোনো বিপদে বা সমস্যায় সবাই ছুটে আসে, পাশে থাকে। আমি ডাক দেওয়ার আগেই তাদের আমার পাশে পাই। সবাই আমাকে যেভাবে ভালোবাসার চাদরে আগলে রাখে, এই ভালোবাসার ঋণ আমি কখনোই শোধ করতে পারব না। অপূর্ব আরও লিখেছেন।

স্বপরিবারে রামমন্দিরে প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : তারকা দম্পতি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস মেয়ে মালতি মেরিকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল বৃহস্পৃতিবার ভারতের উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা যান। সেখানে তারা দর্শন করলেন রামমন্দিরের। আশীর্বাদ নিলেন রামলালার। ঐহিত্যবাহী সাজে নজর কাড়লেন তারা তিনজন। গত বুধবার একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে অযোধ্যায় পা রাখছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, সঙ্গী তার মা- ডাক্তার মধু চোপড়া। আশপাশ থেকে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি শোনা যায়। এ সময় প্রিয়াঙ্কার পরনে ছিল ঐহিত্যবাহী ঢঙে হলুদ শাড়ি, নিক জোনাসের পরনে ছিল পাঞ্জাবি। মেয়ে মালতি মেরিকে কোলে নিয়ে রামলালার আশীর্বাদ নিতে দেখা গেছে প্রিয়ঙ্কাকে। গলায় দেখা গেল গেরুয়া উত্তরীয়। রাম জন্মভূমিতে তারা পূজা দেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বাই পৌঁছান অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, সঙ্গে ছিল মেয়ে। গয়নার ব্র্যান্ড বুলগারির স্টোর উদ্বোধনে হাজির হন তিনি। এরপর বুলগারি ও ইশা আম্বানি আয়োজিত প্রাক-হোলি অনুষ্ঠানেও অংশ নেন তিনি। নিক জোনাসও স্ত্রীয়ের সঙ্গে এসে যোগ দেন এর কিছুদিন পর। এরপর তাদের একসঙ্গে রীতেশ সিধওয়ানির পার্টিতে দেখা যায়। সেই দেখে অনেকেই মনে করেন যে আলিয়া ও ক্যাটরিনার সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার ঘোষণা হওয়া প্রজেক্ট 'জি লে জরা' নিয়ে কথা এগোলেও এগোতে পারে তাদের। প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে গত মঙ্গলবার মুম্বাইয়ে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর প্লেট অ্যানাউন্সমেন্টেও দেখা যায়। তার প্রযোজনায় তথ্যচিত্র 'উইমেন অফ মাই বিলিয়ন'র ঘোষণা করা হয়।

ওটিটিতে আসছে রায়হান রাফির দামাল

বিনোদন ডেস্ক : নির্মাণের মাধ্যমে তারকাখ্যাতি লাভ করেছেন রায়হান রাফি। ইতোমধ্যে দর্শকদের 'পোড়ামন-২', 'দহন' ও 'পরাণ'-এর মতো সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। গেল বছরের শেষদিকে রায়হান রাফি পরিচালিত 'দামাল' সিনেমাটি মুক্তি পায়। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গল্প নিয়ে তৈরি সিনেমাটিতে গল্প বাছাইয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন পরিচালক। ছবির কলাকুশলীরাও অভিনয় দিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন। সবাই সিনেমাটি নিয়ে প্রচারেও সরব ছিলেন। তবে ব্যবসায়িকভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি সিনেমাটি। একইভাবে গেল বছর দেশীয় একটি ওটিটি থেকে মুক্তি পাওয়া 'নিঃশ্বাস' সিনেমাটিও 'পরাণ' এর মতো সাফল্যের গান গাইতে পারেনি। এ সিনেমাকে রাফি পরিচয় করিয়েছেন তার 'এক্সপেরিমেন্ট' হিসেবে। নিজের এক্সপেরিমেন্টের জায়গায় রাফি হয়তো সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন, তবে প্রযোজনার বিচারে কতোটা সন্তুষ্টি এনেছে 'নিঃশ্বাস' সেটা ইন্ডাস্ট্রির মানুষই অনুমান করতে পারে। এসবের ভিড়ে নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন রায়হার রাফি। নাম রেখেছেন 'ফ্রাইডে'। এটি আসবে একটি ওটিটি থেকে। এতে তমা মির্জাসহ আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন।

ছোট ছেলের জন্মদিনে শাকিবের শুভেচ্ছা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান ও চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী দম্পতির একমাত্র ছেলে শেহজাদ খান বীরের জন্মদিন ছিল গতকাল বৃহস্পতিবার। ২০২০ সালের ২১ মার্চ তারকা অভিনেত্রীর কোলজুড়ে এসেছিলেন বীর। ছেলের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাবা শাকিব খান। নিজের ফেসবুক পেজে বীরের একটি ছবি প্রকাশ করে শাকিব খান লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন আমার ছোট্ট রাজকুমার।' শাকিব খানের সেই পোস্টে অভিনয়শিল্পী থেকে শুরু করে ভক্তরাও বীরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আগামী দিনের জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। অন্যদিকে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন বুবলী। যেই ভিডিওতে ছেলেকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিতে দেখা গেছে তাকে। প্রায় ৫ মিনিটের ওই ভিডিওতে ছেলেকে নিয়ে অনেক কিছুই বলেছেন বুবলী। জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর সময়ে বীরকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কতটা সংগ্রাম করেছেন তিনি।

আসামিদের যাতায়াত ভাড়া দিতে পরীমণিকে আদালতের নির্দেশ

বিনোদন ডেস্ক : চিত্রনায়িকা পরীমণিকে আসামিদের যাতায়াত ভাড়া এক হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গত বুধবার ঢাকার ৯ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শাহানা হক সিদ্দিকা এ আদেশ দেন। এদিন মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ধার্য করা হয়েছিল। তবে সিনেমার কাজে পরীমণি কলকাতায় থাকায় তিনি আদালতে হাজির হতে পারেননি। ফলে তার পক্ষে আইনজীবী জয়া রাণী দাশ সাক্ষ্যগ্রহণ পেছাতে সময় আবেদন করেন। অপরদিকে, আসামি নাসির উদ্দিনের আইনজীবী আবুল কালাম মোহাম্মদ সোহেল পরীমণির অসমাপ্ত সাক্ষ্য শেষ করার আবেদন করেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালের ২৯ নভেম্বর পরীমণি সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করেন। এরপর ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি, ৬ মার্চ ও ২৩ মে সাক্ষ্যগ্রহণের দিনেও পরীমণি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। ২৪ জুলাই আংশিক সাক্ষ্য দেন। পরবর্তীতে ১৩ সেপ্টেম্বর ও চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

অবশিষ্ট সাক্ষ্য দিতে পরীমণির অবহেলায় আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। আসামিরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তিনি পরীমণির সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করার আদেশ প্রার্থণা করেন। শুনানি শেষে আদালত পরীমণিকে শেষ বারের মতো সময় দেন। পাশাপাশি আসামিদের প্রত্যেককে যাতায়াত ভাড়া এক হাজার টাকা দিতে নির্দেশ দেন। মামলার আসামিরা হলেন- নাসির উদ্দিন, তুহিন সিদ্দিকী অমি ও শহীদুল আলম। ২০২১ সালের

১৪ জুন নাসির উদ্দিন ও অমির নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত চার জনকে আসামি করে সাভার থানায় মামলা করেন পরীমনি। ২০২২ সালের ১৮ মে তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত।

ফেসবুকে পরীমণি-বুবলীর তুমুল লড়াই

বিনোদন ডেস্ক : গতকাল বৃহস্প্রতিবার ছিলো শাকিব খান-বুবলীর ছেলে শেহজাদ খান বীরের জন্মদিন। এই দিনে বুবলী একটি বিশেষ ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেছেন। সেই ভিডিওকে ইঙ্গিত করে আরেক চিত্রনায়িকা পরীমণি বললেন, বুবলী পুরো নাটকীয়ভাবে কপি করে ভিডিওটি বানিয়েছেন। পরীমণি বলেন, আপা গো আপা! পুরাটাই কপি মারলেন! কথা, মিউজিক লাইন, ভয়েস টোন ডেলিভারি থেকে সব ! কিন্তু আবেগ তো কপি করা যায় না আপা। এই কথায় চুপ থাকলেন না বুবলী। তিনি পাল্টা জবাব দিলেন। লিখলেন, পাশের দেশে টলিউড বা বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে লাস্ট কয়েক বছর মিল থাকছে অধিকাংশ বিয়ে তে যেখানে বিয়ের ড্রেসের কালার, অ্যারেঞ্জমেন্ট, বর কনের আসা থেকে শুরু করে অনেক প্রেজেন্টেশনেই মিল থাকছে, পৃথিবীতে অনেক সিনেমা আছে যার গল্প অন্য গল্পের সাথে অনেক মিলে যায়। বুবলী বলেন, কাছাকাছি মিলে ,একদম মিলে , এরকম বহু বহু জিনিস হচ্ছে দুনিয়াতে। তেমনি মা সন্তান নিয়ে পৃথিবীতে অনেক ইমোশনাল ভিডিও এবং অডিও আছে যার ভাষা একই কিন্তু এসবে পৃথিবীর কারো কোনো অসুবিধা নাই শুধু এই সিন্ডিকেট চামোচ গুলোর অবস্থা দেখলে মনে হয় যে এরাই ২/১ জন শুধু মা হইসে, আর কেউ মা হয়নি, তাদের শুধু লেবার পেইন হয়েছিল আর কারো হয়নি। অভিনেত্রী কপির বিষয়ে ব্যখ্যা করে বলেন, তাদের পারিবারিক যুদ্ধ, সন্তানের স্মৃতি, জীবন সংগ্রাম, কষ্ট , ঘর গোছানো ,খাওয়ানো সব কিছু স্বাভাবিক কিন্তু আর কারো এরকম হয়না, তারাই খাবার খাওয়ার পর প্রেসার আসলে ফ্রেশরুমে দৌড় দিবে কিন্তু আর কেউ যাইতে পারবেনা, তারাই লাল, নীল, হলুদ রং পরবে আর কেউ পরতে পারবেনা, তারাই হাসবে, কাঁদবে, ঘুমাবে, আর কেউ পারবেনা, যদি আপনি পারেন তাহলে আপনার আবেগ নাই, বিবেক ও নাই, শুধু কপি আছে। এবারও চুপ থাকলেন না পরীমণি। তিনি পাল্টা লিখলেন, হিহিহি একটি শিক্ষিত বকরির গরুর রচনাহ!কি লিখতে কি লিখতেছে বেচারি। চিপায় আটকাইলে মানুষ আবল তাবল লজিক দিতে

থাকে বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে এই রকম আউলা বাউলা কি কি সব লিখলো ভাই! পরে কখনো নিজে পড়ে নিজেই বুঝবে না যে কি লিখছিলো। আমি শিউর। নাম না লিখলেও কারো বুঝতে বাকি থাকছে না লড়াইটা চলছে বুবলী পরীমণির মধ্যে। লড়াই কপি কি কপি নয় তা নিয়ে। এতে ভক্তরা জড়িয়ে পড়ছেন। শেষ পর্যন্ত কোথায় থামে কপি বা অনুকরণের লড়াই।

ফুল তোলার চাকরি নিলেন তটিনী

বিনোদন ডেস্ক : সময়ের অন্যতম প্রিয়মুখ তানজিম সায়রা তটিনী। যিনি ক'দিন আগে আলোচনায় আসেন কারওয়ান বাজারে মাছ কাটার দৃশ্যে অভিনয় করে। এবার এই তরুণ অভিনেত্রীকে দেখা যাবে ঢাকার অদূরে গোলাপ গ্রামে, যেখানে তিনি যুদ্ধ করছেন ফুল শ্রমিকের জীবন ও প্রেমিকার চরিত্রে। সিএমভি'র ব্যানারে 'গোলাপ গ্রাম' নামের বিশেষ এই নাটকটি নির্মাণ করেছেন রুবেল হাসান। মেজবাহ উদ্দিন সুমনের চিত্রনাট্যে এতে তটিনীর বিপরীতে আছেন ইয়াশ রোহান। আরও অভিনয় করেছেন মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, লামিয়া ল্যাম, পাপিয়া, পিয়াল, শর্মী প্রমুখ। নির্মাতা জানান, এই নাটকের মাধ্যমে মূলত গোলাপ গ্রামের ফুল তোলা শ্রমিকদের জীবন যুদ্ধের গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে ফুল তোলা শ্রমিকের চরিত্রে তটিনী আর ফুর বিক্রেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোহান। গোলাপের এই দুই শ্রমিকের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রেম। যদিও মহাজন কুতুব মিয়া তাদের গোলাপ জীবনে ধরা দেয় কাঁটা হয়ে। প্রযোজক এসকে সাহেদ আলী পাপ্পু জানান, সিএমভি'র ঈদ আয়োজনের বিশেষ নাটক হিসেবে 'গোলাপ গ্রাম' উন্মুক্ত হবে প্রতিষ্ঠানটির ইউটিউব চ্যানেলে।

কিশোরগঞ্জে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় শিশু দিবস পালিত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দোয়া মিলাদ মাহফিল করেছে। শনিবার সকালে জেলা সদর উপজেলার শোলমারায় মডেল মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো:রাকিবুল ইসলাম ।

এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কিশোরগঞ্জ জেলার উপপরিচালক মোহাম্মদ মহসিন খান।

প্রধান আলোচক ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ডক্টর মাও. কামরুল হাসান। ইফার ফিল্ড সুপার ভাইজার হাফেজ মাও একেএম মস্তোফা কামালের পরিচালনায় আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন , ইফার হিসাব রক্ষক মাও.আব্দুল আজিজ.অফিস সহকারী মাও.জয়নাল আবেদীন,মউশিক শিক্ষক কল্যাণ পরিষদের সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক সাদী,ইফার মডেল কেয়ারটেকার হাফেজ মাও.মাসুম বিল্লাহ,হাফেজ মাও হুমায়ুন কবীর,সাধারণ কেয়ারটেকার মাও সাদেকুজ্জামান,মাও আব্বাস আলী, মাও মাহতাব উদ্দিন প্রমুখ ।

আলোচনা সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে অতিথিরা পুরস্কার বিতরণ করেন। শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ।মোনাজাত পরিচালনা করেন ইফার মাস্টার ট্রেইনার মাও জসিম উদ্দিন।

এ সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী,প্রতিযোগিগণ ও উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াখালীতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু, অগ্নিদগ্ধ-৩

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সদর উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নের পশ্চিম চরউরিয়া গ্রামে বৈদ্যুতিক শট সার্কিটের আগুনে বসত ঘরের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মো: নুর ইসলাম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে তার ছেলে ও ছেলের বউ ও বেয়াইন বিদ্যুৎপৃষ্টে অগ্নিদগ্ধ হয়। একই সাথে ২টি বসত ঘর, ১টি গোয়ালঘর ও ২টি রান্নাঘর, ১টি গরু,নয়টি ভেড়া ও নগদ ২ লক্ষ টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নিহত মো.নুর ইসলাম উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নের ৪নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম চর উরিয়া গ্রামের মৃত হাবীব উল্যার ছেলে। সে পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার নোয়াখালী ইউনিয়নের ৪নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম চর উরিয়া গ্রামের নুর ইসলামের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, নিহতের ছেলে মো.সেলিম (৩৮) ও তার স্ত্রী মায়া বেগম (৩২) নিহতের বেয়াইন সেফালী বেগম (৫০)। অগ্নিদগ্ধ মায়া বেগম ও সেফালী বেগমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো.কবির হোসেন জানান, প্রতিদিনের ন্যায় সেহরী খেয়ে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যায় নুরুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা। সকাল ৬টার দিকে আকস্মিক বৈদ্যুতিক মিটারে শট সার্কিটে বসত ঘরে আগুন ধরে যায় । তাৎক্ষণিক আগুন বসতঘরে ছড়িয়ে পড়লে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বৃদ্ধ নুরুল ইসলামের শরীরে পড়লে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্টে গুরুত্বর আহত হন। ওই সময় তার ছেলে ও ছেলের স্ত্রী ও বেয়াইন সেফালী বেগম তাকে বাঁচাতে গেলে অগ্নিদগ্ধ হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নুর ইসলামকে মৃত ঘোষণা করে। অপরদিকে, অগ্নিদগ্ধ মায়া বেগম ও সেফালী বেগমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা প্রেরণ করা হয়েছে।

সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো.কবির হোসেন আরও জানান, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বরিশালে বিশেষ দোয়া-মিলাদ

বরিশাল প্রতিবেদক : পরিবহন জগতে দেশের স্বনামধন্য এনা ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার এনায়েত উল্যাহর দ্রুত সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া-মিলাদ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনা ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেডের জেলার গৌরনদী বাসষ্ট্যান্ডস্থ কাউন্টারের পরিচালক, সাবেক পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক রেজাউল করিম টিটুর আয়োজনে বুধবার সন্ধ্যায় দোয়া-মিলাদ ও ইফতার মাহফিলে।

ঈদ সামনে রেখে বাটিক শিল্পের কর্মীদের ব্যস্ততা বেড়েছে। খদ্দর বাটিক শাড়ি ও থ্রিপিস তৈরি শেষে রোদে শুকাতে দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। কমলপুর এলাকা, কুমিল্লা।

বরিশাল সেক্টরে নিয়মিত ফ্লাইট থেকে সরে গেল বিমান

বরিশাল প্রতিবেদক : শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আকাশ পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আসন্ন স্বাধীনতা দিবসের দিন বরিশালবাসীর জন্য সু-সংবাদটি দিতে পারল না। দীর্ঘ দাবীর প্রেক্ষিতে গত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান আসন্ন গ্রীস্মকালীন সময়সূচীতে ২৬ মার্চ থেকে বরিশাল সেক্টরে সপ্তাহে ছয়দিন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বিষয়টি সংস্থার ফ্লাইট সিডিউল পরিদপ্তর থেকে বিক্রয় ও বিপণন বিভাগকে অবহিত করা হয়। কিন্তু পাইলট সংকটের অজুহাতে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রুটের জন্য বিমান এর চারটি 'ড্যাস-৮ কিউ-৪০০' এয়ারক্রাফট থাকলেও প্রয়োজনীয় ক্রু-নেই। নতুন সিদ্ধান্তনুযায়ী আগামী ২৬ মার্চ নয়; ৩১ মার্চ থেকে বরিশাল সেক্টর থেকে সপ্তাহে চারদিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আগামী ৩১ মার্চ থেকে সপ্তাহের রবি, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান। নতুন সময়সূচী অনুযায়ী সোম ও বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে বিকেল সোয়া চারটা ও বরিশাল থেকে সাড়ে পাঁচটায় এবং শুক্রবার ঢাকা থেকে সকাল সোয়া আটটা ও বরিশাল থেকে সকাল সাড়ে নয়টা, রবিবার ঢাকা থেকে সকাল সাড়ে ১০টা, বরিশাল থেকে বেলা সাড়ে ১১টায় ফ্লাইট পরিচলনার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এ সময়সূচী যাত্রীবান্ধব হয়নি বলে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সী ও যাত্রীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের দাবি যতোদিন নিয়মিত ফ্লাইট প্রদান সম্ভব হচ্ছেনা, ততদিন সোমবারের পরিবর্তে শনিবার বিকেলে ফ্লাইট পরিচালনার দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি সোমবার ফ্লাইট পরিচালনা করলে তা শুক্রবারের মত সকালে এবং রবিবারের ফ্লাইটটিও ঢাকা থেকে সকাল সোয়া আটটায় এবং বরিশাল থেকে সাড়ে নয়টায় পরিচালনার দাবী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বরিশাল সেক্টরে প্রতিদিন নিয়মিত ফ্লাইট চালু করেছিল জাতীয় পতাকাবাহী বিমান। কিন্তু পদ্মা সেতু চালুর কারণে যাত্রী সংকটের অজুহাত তুলে ২০২২ সালের ৫ আগস্ট থেকে নিয়মিত ফ্লাইট সপ্তাহে তিনদিনে হ্রাস করা হয়। তবে এজন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দূরের কথা অবহিত পর্যন্ত করেনি বিমানের তৎকালীন ব্যবস্থাপানা কর্তৃপক্ষ। অথচ ২০২২ সালেও বরিশাল সেক্টরে ফ্লাইট প্রতি বিমান-এ ৭০% এর বেশী যাত্রী বহন করে। সাধারণ যাত্রীদের অভিযোগ, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কখনোই বরিশাল সেক্টরে ফ্লাইট পরিচালনা করেনি বিমান কর্তৃপক্ষ। বরিশাল সেক্টরের বিষয়ে বিমানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আজিম একাধিকবারই ইতিবাচক মনোভাবের কথা জানিয়েছেন। তার মতে, বরিশাল সেক্টর নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা চলছে। বিদ্যমান কিছু সংকট কাটিয়ে উঠে এ সেক্টরে যাত্রী চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সম্ভব সবকিছু করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কালীগঞ্জে বানিজ্যিক ভিত্তিতে ক্যাপসিকাম ফলের চাষ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয়েছে ক্যাপসিকামের। এ চাষে ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিতে, যে কারনে ফলনও ভালো হবে এমন টা আশা করছেন ক্ষেত মালিক। ক্ষেত মালিক ও কৃষি উদ্যোক্তা বলছেন, ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত ও চাষটি ছড়িয়ে দিতে পারলেই কমবে আমদানি নির্ভরতা। কৃষি বিভাগ বলছে, সবজিটির চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করা হচ্ছে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়। ক্যাপসিকাম ফলটি অনেকেই বলে থাকেন মিষ্টি মরিচ একটি জনপ্রিয় সবজি। বিশ্বজুড়ে রয়েছে এ ফলের রয়েছে জনপ্রিয়তা। দেশীয় সবজি না হলেও এখন এ সবজির চাষ করেছেন কালীগঞ্জ উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কৃষক শাহিন হোসেন। নতুন কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে এক প্লটে ১০ শতক জমি নিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ শুরু করেন ক্যাপসিকামের। অনেক পরিশ্রমের পর এখন গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে সবুজ ক্যাপসিকামের।ি নিবিড় পরিচর্যা ও সময়মত ওষুধ প্রয়োগ করতে পারলে এ সবজির চাষ এলাকায় বিস্তার করা সম্ভব বলে মনে করেন ক্ষেত মালিক শাহিন হোসেন। প্রয়োজনের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে উৎপাদিত ক্যাপসিক্যাম বাজার নিশ্চিত করতে পারবে এমন টা আশা করছেন তিনি। সফল চাষ দেখে অনেকেই এগিয়ে আসছেন ক্যাপসিকাম চাষ করবেন। ক্যাপসিকাম চাষি শাহিন হোসেন জানান, ক্যাপসিকামের বীজ বপন করার এক মাস পর চারা তৈরি হয়। চারা উপযুক্ত হওয়ার পর জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণের আগে পলিথিন দিয়ে বেড তৈরি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে গাছের চারা বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর গাছগুলো নিয়মিত পরিচর্যা করতে হয়। গাছ লাগানোর ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে ফুল আসতে শুরু করবে। ফুল আসার ২৫ দিনের মধ্যে ফল বিক্রির উপযুক্ত হবে। কয়েক মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া পাবেন এ গাছ থেকে। এ বছর তিনি অল্প পরিসরে এ মরিচের চাষ করেছেন। আগামীতে কয়েকগুণ বাড়িয়ে এ মরিচের চাষ করবেন বলে জানান তিনি।গাছগুলো ভালো হওয়ায় ফলনও ভালো হবে। এটি সবজি হিসেবে যে কোনো খাবারের সঙ্গে খাওয়া যায়। ক্যাপসিক্যামে মরিচের মত গন্ধ থাকলেও খাওয়ার সময় ঝাল লাগে না। প্রচুর পুষ্টিগুণ আছে বিদেশি এ সবজিটিতে। কালীগঞ্জ উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কৃষক শাহীন হোসেনর বলেন, কৃষি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষন ও তাদের সহযোগিতা নিয়ে নিজের ১০ শতক জমিতে পরীক্ষামূলক ভাবে ক্যাপসিকাম চাষ শুরু করেছেন। প্রায় ৪ মাস আগে জমি তৈরি করে রোপণ করেন উচ্চ ফলনশীল ক্যাপসিকাম।

ময়মনসিংহে ৫শ ৫০ মিলছে গরুর মাংস

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ময়মনসিংহে সাশ্রয়ী মূল্যে গরুর মাংস ও ডিম বিক্রি শুরু করেছে জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। বাজারের তুলনায় গরুর মাংস কেজিতে ২শ টাকা ও ডিম প্রতি ডজনে ১২ থেকে ১৩ টাকা কম মূল্যে এসব পণ্য বিক্রি করছে তারা। উদ্যোক্তারা বলছেন চাহিদার উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার এই দুই দিন সাশ্রয়ী মুল্যে গরুর মাংস ও ডিম বিক্রয় করা হবে। প্রশাসনের এমন উদ্যোগে খুশি সাধারণ ক্রেতারা। বৃহস্পতিবার এই কার্যাক্রমের উদ্বোধন করেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরিফুল হক মৃদুল।এসময় জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল জলিলসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগের আয়োজনে ও বাংলাদেশ ডেইরী ফার্মস এসোসিয়েশন ময়মনসিংহের বিক্রয় ও বিপনন ব্যবস্থাপনায় সাশ্রয়ী মূল্যে গরুর মাংস ও ডিম বিক্রয় শুরু হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে একশ টাকা ডজন ডিম ও ৫৫০ টাকা কেজি গরুর মাংস মিলছে এমন খবরে সেখানে নারী-পুরুষের দীর্ঘ সারি। এই চিত্র ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে। ভোক্তারা বলছেন, বাজারে যখন গরুর মাংস কিনতে হচ্ছে ৭৫০ টাকা দরে, তখন এখানে তা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৫৫০ টাকায়। ডিমও মিলছে প্রতি ডজনে ১২ থেকে ১৩ টাকা কমে মাত্র ১শ টাকা ডজনে। মাংস নিতে আসা ক্রেতা জহিরুল ইসলাম জানান, এখানে আমাদের চোখের সামনে গরু জবাই করা হয়। আর সেই গরুর মাংস ৫শ ৫০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। যে মাংস বাজারে কমপক্ষে ৭শ ৫০ টাকা কেজি। ডিম বাজারে ১শ ৩৫ টাকা ডজন আর এখানে বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১শ টাকায়। এটা আমাদের মতো নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য অনেক সাশ্রয়ী। একনারী ক্রেতা পারভীন আক্তার জানান, আমরা মাসেও এক কেজি গরুর মাংস কিনতে সাহস পাই না। আজকে কেজিতে দুইশ টাকা কম পেয়ে এক কেজি কিনেছি। দেলুয়ার হোসেন নামে এক ক্রেতা জানান।

মান্দায় টাকা ও ঢেউটিন বিতরণ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত অনুদান ঢেউটিন ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এসএম ব্রহানী সুলতান মামুদ গামা। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা আঞ্জুমান বানু। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা চেয়ারম্যান এমদাদুল হক মোল্লা, মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক কাজী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজিম উদ্দিন মণ্ডল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের।

কাপাসিয়ায় অসহায় পরিবারকে নতুন ঘর উপহার

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : মুজিব বর্ষ উপলক্ষে কাপাসিয়া উপজেলার টোক নগর গ্রামের একটি অসহায় পরিবারকে নতুন ঘর প্রদান করেন কাপাসিয়া উপজেলা পরিষদ। ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে এ ঘর নির্মাণ করা হয়। ২০ মার্চ বুধবার দুপুরে স্থানীয় টোক নগর গ্রামের মৃত মজিবুর রহমান মজিদের ৫ সন্তানদের মাঝে এ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘর হস্তান্তর করেন কাপাসিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মো. আমানত হোসেন খান। অ্যাড. মো. আমানত হোসেন খান বলেন, গত বছর ৬ মাস ব্যবধানে স্বামী ও স্ত্রী মারা যাওয়ায় এ পরিবাটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। উপজেলার।

কুল থেকে আমের গুটি দিন দিন বড় হচ্ছে। স্টেশন সড়ক, বগুড়া।

লৌহজংয়ে অটো রিকশা গ্যারেজে সিধ কেটে ব্যাটারি চুরি

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় একটি অটো রাখার গ্যারেজে রাতের আধারে সিধ কেটে চুরি সংঘটিত হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার উত্তর মেদিনী মন্ডল গ্রামের মোঃ জিল্লু হাওলাদারের অটো রাখার গ্যারেজে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এ সময় চোরেরা গ্যারেজে রাখা একটি অটো রিকশা থেকে সিধ কেটে ৪ টি নতুন ব্যাটারি নিয়ে যায়। চুরি যাওয়া ব্যাটারি ৪ টির আনুমানিক মূল্য এক লক্ষ টাকা। যে অটো রিকশা থেকে ব্যাটারি চুরি হয়েছে তার মালিক হোসেন নামে এক অটো চালক। তিনি জানান, বুধবার দিনে তার অটো রিকশায় প্রতিটি ২৫ হাজার টাকা করে ৪ টি নতুন ব্যাটারি কিনে লাগানো হয়েছিলো। এর পর রাতে জিল্লু হাওলাদারের গ্যারেজে রাতে রেখে গেলাম আর বৃহস্পতিবার সকালে এসে দেখি আমার অটোরিকশা রয়েছে কিন্তু তাতে লাগানো ৪ টি ব্যাটারি নাই। পরে লোক জন এসে দেখে গ্যারেজের উত্তর পাশে পেছন দিকে টিনের বেড়ার নিচের মাটি সরানো অবস্হায় গর্ত হয়ে রয়েছে। এতে সকলেই ধারনা করছে যে এই গর্ত দিয়েই কেউ ভিতরে ঢুকে ব্যাটারি গুলো এখান দিয়ে সরিয়ে নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনা যে গ্যারেজে ঘটেছে সেই জায়গাটা গ্যারেজ মালিকের নিজ বাড়ি ও তিনি সেখানেই বসবাস করেন। তার নিজেরও ৮/১০ টি অটোরিকশা এই গ্যারেজে রাখা হয়। এর আগে পর্যাশক্রমে এই গ্যারেজ মালিক জিল্লু হাওলাদারের বেশ কয়টি অটোরিকশা রাস্তা থেকে চুরি হয়েছে। সম্প্রতি চুরি যাওয়া একটি অটো রিকশা উদ্ধার হলেও রিকশাটি এখনো থানা হেফাজতে আছে। গ্যারেজটির ঠিক উত্তর পাশেই মেদিনী মন্ডল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মেদিনী মন্ডল আনোয়ার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় এবং পূর্ব পাশেই মেদিনী মন্ডল গার্লস কলেজ অবস্হিত। পদ্মা সেতু উত্তর থানার এএসআই মোঃ আনিস ঘটনা স্হল পরিদর্শন করেছেন। স্হানীয় একজন দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এই প্রতিষ্ঠান গুলোর আশে পাশে প্রায় সময়ই দেখা যায় সন্ধার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উঠতি বয়সের বিভিন্ন বখাটে ছেলেদের আনাগোনা, চলাফেরা ও আড্ডা রয়েছে। কেউ কেউ আবার কিশোর গ্যাংয়ের সাথে জরিত রয়েছে। কেউ বিভিন্ন মাদক ব্যাবসার সাথেও জড়িত।

সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়ালাসিস মেশিন নষ্ট মৃত্যু ঝুঁকিতে শতাধিক কিডনি রোগী

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়ালাসিস মেশিন নষ্ট হওয়ায় মৃত্যু ঝুঁকিতে শতাধিক কিডনি রোগী। বুধবার থেকে এ হাসপাতালের ডায়ালাইসিস সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিডনি রোগীরা। নামেমাত্র ২০০ টাকা ফি দিয়ে গরীব দুস্থ সাধারণ মানুষ ডায়ালাইসিস সেবা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে কিডনি রোগীদের ডায়ালাসিস সেবা একদিনের বেশি দেওয়া সম্ভব হবে না এমন নির্দেশনার মুখে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়েছেন শতাধিক রোগী। এ সংক্রান্ত একটি জানাজানি হলে বুধবার থেকে সাতক্ষীরা-৩ আসনের সংসদ সদস্য, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা সদর আসনের সংসদ সদস্য আশরাফুজ্জামান আশু, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেন। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেনের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এ ব্যাপারে সংসদ সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতি মন্ত্রীকে একটি ডিও লেটারও প্রদান করেন। মন্ত্রী নিজেই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। জহুরুল কবীর জানান, আমার স্ত্রীকে সপ্তাহে দুই দিন ডায়ালাইসিস করাতে হয়। জমিজমা সহায়-সম্পদ বিক্রি করে কিডনি আক্রান্ত স্ত্রীকে চিকিৎসা করিয়ে আসছি। ক্লিনিকে নিয়ে চিকিৎসা কারনোর মতো সামর্থ আমার নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সপ্তাহে তিন সেশনে ১২ঘন্টা করে নেওয়া কথা থাকলেও মেশিন স্বল্পতা ও রোগীর চাপের কারণে দুটি সেশনের ৪ঘন্টা করে সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা করে নেওয়া হয়। তারপরও দেওয়া হয় ৫ থেকে ৬ ঘন্টা। এমতাবস্থায় মঙ্গলবার সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ।

পালিয়েছে পরকীয়া প্রেমিক সঠিক শিক্ষা পেল গৃহবধূ

বরিশাল প্রতিবেদক : স্বামীকে তালাক দিয়ে একমাত্র কন্যা সন্তান রেখে পরকীয়া প্রেমিকের সাথে পালানো গৃহবধূকে রেখে পালিয়ে গেছে প্রেমিক ইমন হাওলাদার। এরপর ঘরভাঙ্গা ওই গৃহবধূ প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে অবস্থান করলেও গত চারদিনে প্রেমিকের দেখা পায়নি। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি বরিশাল নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সরদার পাড়া এলাকার। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার রায়পাশা কড়াপুর ইউনিয়নের সবুর হোসেনের মেয়ে তাবাচ্ছুম আক্তার আদুরীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

কাহারোলে ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অবসর, বদলী, মৃত্যু ও পদোন্নতির কারনে এ সব প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। শূন্য পদে সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান করে বিদ্যালয় গুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে উপজেলার অর্ধেকের বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে বলে স্থানীয় অভিভাবকেরা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রম চরম ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কাহারোল উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, কাহারোল উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে ১২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে এ সব শূন্য পদে কোন নিয়োগ নেই। এতে বিদ্যালয়ের প্রধা শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়েছে। খামার দিঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বোয়াল পাতমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম মুকুন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রনগাঁও বুলিয়া বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলিয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোটগাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেউট পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ভেলয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ প্রায় ২৮টি বিদ্যালয়ে।

কোটি টাকার অবৈধ জাল পুড়িয়ে বিনষ্ট

বরিশাল প্রতিবেদক : জেলার মুলাদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলার নয়া ভাঙ্গনী, পাতার চর ও আড়িয়াল খাঁ নদীতে যৌথ অভিযান চালিয়ে কোটি টাকার অবৈধ জাল জব্দ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জব্দকৃত জাল ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটর উপস্থিতিতে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৎস্য অধিদপ্তরের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মোহাম্মদ আলম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মৎস্য অধিদপ্তর মুলাদী ও বাবুগঞ্জ, উপজেলা প্রশাসন, থানা পুলিশ ও র‌্যাব-৮ এর সদস্যদের যৌথ অভিযানে উল্লেখিত তিনটি নদীতে অভিযান চালিয়ে আটটি পাইজাল, ছয়টি মশারী জাল, ১৬টি চরঘেরা জালসহ ২০ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল (যার আনুমানিক মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা) জব্দ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জব্দকৃত জাল ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নিজাম উদ্দিনের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

দিঘলিয়া উপজেলা জাতীয় পার্টি ও তার সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে সভা

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়া উপজেলা জাতীয় পার্টি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে পল্লি বন্ধু আলহাজ্ব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর ৯৫ তম শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সেনহাটি মিয়া পাড়া গ্রীণ ভিউ পার্কে ডাঃ মোঃ সাহাদাৎ হোসেনের সভাপতিত্বে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ও খুলনা জেলা জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি ডাঃ সৈয়দ আবুল কাসেমের ব্যবস্থাপনায় ও দিঘলিয়া উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক সরদার মোঃ জিয়াউল হকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ও খুলনা জেলা সহ সভাপতি মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মহানগরী জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা মহানগরী জাতীয় পার্টির সহ সভাপতি তৈমুর হোসেন শাহীন ও মোঃ আশরাফুল ইসলাম সেলিম, খুলনা মহানগর জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি মোঃ তবারক হোসেন তপু, খুলনা জেলা জাতীয় যুব সংহতি সহ সভাপতি এস এম এরশাদুজ্জামান ডলার, খুলনা মহানগর জাতীয় যুব সংহতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাসেল হোসেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মারুফুল ইসলাম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আলী রেজা বাচা, দিঘলিয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোল্যা আকরাম হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী মোঃ জাকির হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী সৈয়দ জামিল মোর্শেদ মাসুম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী নাসরীন আক্তার, আরো উপস্থিত ছিলেন মল্লিক মোস্তাফিজুল ইসলাম লাবলু, ফ.ম.হাফিজুর রহমান, শেখ মাহবুব আলম।

বাড়ির আঙিনায় গাছে ধরে আছে রঙিন মালবেরি ফল। এই ফল তুঁত ফল নামেও পরিচিত। শ্রীপুর, গাজীপুর।

সন্তানের ঈদের জুতা কিনতে এসে ঘরে ফেরা হলো না মায়ের

মাগুরা প্রতিনিধি : মাগুরা শহরের পারলা বেলতলা এলাকায় ট্রাকের চাপায় নিহত হয়েছেন ডেজি খাতুন (২৭) নামে এক গৃহবধু। গত বুধবার সন্ধ্যায় মোটর সাইকেলে স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে মাগুরা শহরে ঈদের জুতা কিনতে যাচ্ছিলেন ঐ গৃহবধু। এ সময় পেছন থেকে একটি ট্রাক তাদের ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। স্বামী ও সন্তান আহত হয়ে মাগুরা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিহতের স্বামী মো: জাহিদ হোসেন। তিনি একটি ঔষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন মাগুরায়।

এবার দেশের জার্সিতে ব্যস্ততা

স্পোর্টস ডেস্ক : মাসজুড়ে ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ততার পরও বিশ্রামের সুযোগ নেই ফুটবলারদের। এবার যে নামতে হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের মঞ্চে। মার্চ উইন্ডোতে বিশ্বকাপ বাছাই, ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই এবং প্রীতি ম্যাচ খেলে বেড়াবে দেশগুলো। গতকাল বৃহস্পতিবার থেকেই খুলে গেছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের জানালা। প্রথম দিন বড় দেশগুলো মাঠে না নামলেও আছে বেশ কয়েকটি রোমাঞ্চকর লড়াই। এ বছরই মাঠে গড়াবে কোপা আমেরিকা ও ইউরোর লড়াই। এই দুই আসর সামনে রেখে আগেভাগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দেশগুলো। এই উইন্ডোতে সবচেয়ে বড় ম্যাচ হিসেবে ধরা হচ্ছে দুই সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ও জার্মানির লড়াইকে। ২৩ মার্চ রাতে অলিম্পিক লিওনে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। এই লড়াইয়ে দেখা যাবে কিলিয়ান এমবাপ্পে, টনি ক্রুস, টমাস মুলারদের মতো তারকাদের। ইউরোর আগে নিজেদের পরখ করে নেওয়ারও এটি বড় সুযোগ। যে কারণে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই নামছে তারা। তবে চোটের কারণে ফ্রান্স পাচ্ছে না আন্তোয়ান গ্রিয়েজমানকে। তিন দিন পরেই আরেকটি কঠিন লড়াইয়ে নামতে হবে জার্মানিকে। এবার প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। বড় ম্যাচ খেলতে নামছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও। প্রতিপক্ষ সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। সম্প্রতি মাঠে তেমন নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি সেলেসাওরা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ছয় ম্যাচে জিতেছে মাত্র দুটিতে। হেরেছে তিনটি এবং ড্র একটি। ইংলিশদের পর সেলেসাওরা খেলবে আরেক সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে।

শক্ত প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনার সহজ গ্রুপে ফ্রান্স-স্পেন

স্পোর্টস ডেস্ক : ব্রাজিলকে বিদায় করে অলিম্পিকের মূলমঞ্চে জায়গা করে নিয়েছিল আর্জেন্টিনা। বাঁচা মরার সেই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেরা জয় পেয়েছিল ১-০ গোলে। এরপর থেকে তাদের অলিম্পিক অংশগ্রহণ নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। মেসি-ডি মারিয়াকে স্কোয়াডে আনতে মুখিয়ে ছিলেন কোচ হ্যাভিয়েন মাচেরানো। আবার নিজ থেকে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজের মতো তারকা। তবে এসব জল্পনা-কল্পনা এখনও কাগজে কলমের হিসাব। এরইমাঝে প্রকাশ করা হয়েছে অলিম্পিকের এবারের আসরের ফুটবল প্রতিযোগিতার গ্রুপ। যেখানে অন্য গ্রুপের চেয়ে কিছুটা অন্তত শক্ত গ্রুপেই পড়তে হয়েছে থিয়াগো আলমাদা-ক্লদিও এচেভেরিদের। প্যারিসের সেন্ট ডেনিসে হয়ে গেল অলিম্পিক ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠান। 'বি' গ্রুপে মরক্কো এবং ইউক্রেনের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে আর্জেন্টিনা। চার দলের গ্রুপে আরেকটি দল আসবে এএফসি অঞ্চল থেকে, কোয়ালিফায়ার-৩ খেলে। সবশেষ ফিফা র‍্যাংকিং অনুযায়ী আর্জেন্টিনা আছে সবার ওপরে। মরক্কো আছে তালিকার ১২ নম্বরে, ইউক্রেনের স্থান ২৪-এ। তাই গ্রুপ পর্বেই আর্জেন্টিনাকে কিছুটা পরীক্ষা দিতেই হচ্ছে। গ্রুপ 'এ'তে আছে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড। প্যারিস এবারের অলিম্পিকের আয়োজক। ঘরের মাঠে তাই বাড়তি সমর্থন নিয়ে খেলবে লেস ব্লুজ। তাদের সঙ্গী হবে আরও একটি দল। এশিয়া এবং আফ্রিকা অঞ্চলের আন্তঃমহাদেশিয় বাছাইপর্ব শেষে নির্ধারিত হবে সেই দল।

গ্রুপ 'সি'তে মিশর ও ডমিনিকান রিপাবলিকের সঙ্গী হচ্ছে স্পেন। ইউরোপিয়ান দলটি এই গ্রুপে পরিষ্কারভাবেই ফেবারিট। এএফসি কোয়ালিফায়ার-২ খেলে আসা দল পরবর্তীতে যুক্ত হবে এখানে। আর গ্রুপ 'ডি'তে আছে প্যারাগুয়ে, মালি ও ইসরাইল। আরেকটি দল আসবে এএফসি কোয়ালিফায়ার-১ খেলে। প্যারিসে চলতি বছরের জুলাইয়ে বসছে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক। ২৬ জুলাই উদ্বোধনী হলেও ২৪ মার্চ থেকে শুরু হবে ফুটবলের ইভেন্ট। ১০ আগস্ট হবে ফাইনাল। এর একদিন পর পর্দা নামবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা টেস্ট ম্যাচ দেখা যাবে ১০০ টাকায়

স্পোর্টস ডেস্ক : রঙিন পোশাকের পর এবার সাদা পোশাকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচটি আজ শুক্রবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এবং চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০ মার্চ। সিলেটের বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি মাঠে বসে দেখতে আগ্রহী দর্শকদের জন্য টিকিটের মূল্য তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিবি। এই ম্যাচ দেখতে শ্রেণিভেদে দর্শকদের গুনতে হবে ১০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত, যা গত বুধবার এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। এই ম্যাচে সর্বনিম্ন ১০০ টাকার টিকিটে গ্রিন গ্যালারি, ওয়েস্টার্ন গ্যালারি ও ইস্টার্ন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে হলে দর্শকদের গুনতে হবে ২০০ টাকা। এছাড়া ক্লাব হাউজের টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা এবং গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের মূল্য সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা। গত বুধবার থেকেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে টিকিট এবং ম্যাচের দিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সিলেট স্টেডিয়ামের টিকিট কাউন্টারে।

অবশেষে সুখবর পেলেন দানি আলভেজ

স্পোর্টস ডেস্ক : কদিন আগেও ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিরোপাধারী ফুটবলার ছিলেন দানি আলভেজ। ছিলেন ক্যারিয়ারের একেবারেই শেষ পর্যায়ে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপটাও শেষ করে এসেছিলেন। এরপরেই দুর্বিপাকে পড়ে সময়ের অন্যতম সেরা এই রাইটব্যাকের জীবনে। দানি আলভেজের ওপর আনা হয় ধর্ষণের অভিযোগ। যা পরে প্রমাণও হয়। অভিযোগের দায়ে সাড়ে চার বছরের জেলসহ দেড় লাখ ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারকে। জেলে এরপর পার করেছেন দীর্ঘ ১৪ মাস। এতগুলো দিন পর অবশেষে কিছুটা সুখবর পেয়েছেন তিনি। ১ বছরের বেশি জেল খাটার পর অবশেষে তাকে জামিন দিয়েছেন আদালত। বার্সেলোনার একটি আদালত ১০ লাখ ইউরো (প্রায় ১২ কোটি টাকা) মুচলেকায় তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। জামিন পেলেও অবশ্য কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে বার্সেলোনার সাবেক ফুটবলারকে। শর্তানুযায়ী, জামিনে থাকা অবস্থায় স্পেন ছাড়তে পারবেন না আলভেজ। অভিযোগ আনা তরুণীর বাসস্থান ও কর্মস্থলের এক হাজারের মিটারের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারবেন না। এছাড়া ব্রাজিল ও স্পেনের পাসপোর্ট জমা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। ইএসপিএন জানিয়েছে, আলভেজের জামিন আবেদন নিয়ে আদালতে শুনানি চলাকালে তার আইনজীবী ইনেস গার্দিওলা বলেন, জামিনে থাকলে আলভেজ স্পেনের বাইরে যাবেন না। মামলার কোনো আলামত-প্রমাণও ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন না। এ সময় ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে আলভেজ বলেন, আমি ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। আমি কোথাও পালিয়ে যাব না। শেষ পর্যন্ত আদালতের হাতেই থাকব। উল্লেখ্য, ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার মিলিয়ে সফল এক তারকা দানি আলভেজ। জিতেছেন ৪০ এর বেশি শিরোপা। ছিলেন পেপ গার্দিওলার সর্বজয়ী বার্সেলোনা টিমের অংশ। ২০২২ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে বার্সা ছাড়ার পর পুমাসের সঙ্গে চুক্তি করেন আলভেজ। তার বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠায় সেই চুক্তি বাতিল করে মেক্সিকান ক্লাব। বার্সা ছাড়াও আলভেজ খেলেছেন সেভিয়া, পিএসজি, জুভেন্টাসের মতো ক্লাবে। এ ছাড়া ২০২২ ফিফা কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের অংশ ছিলেন এই ডিফেন্ডার। অধিনায়ক হিসেবে জিতেছেন ২০১৯ সালের কোপা আমেরিকার শিরোপা।

১৭ বছর বয়সী প্রোটিয়া পেসার এবার আইপিএলে

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন গ্রীষ্মের ছুটিটা মুম্বাইয়ে কাটিয়ে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন কিউনা মাফাকা। কিন্তু তার সেই ভাবনায় হুট করেই পরিবর্তন আনতে হয়েছে। গত যুব বিশ্বকাপে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নজর কাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ বাঁহাতি এই পেসারের সামনে যে এখন আইপিএলে খেলার হাতছানি। চোটে ছিটকে পড়া শ্রীলঙ্কার পেসার দিলশান মাদুশাঙ্কার বদলি হিসেবে মাফাকাকে দলে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। গত শুক্রবার চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে পড়েন মাদুশাঙ্কা। তার আইপিএলে খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল তখনই। বুধবার মুম্বাই নিশ্চিত করে দিয়েছে, টুর্নামেন্টে ২৩ বছর বয়সী বাঁহাতি এই পেসারকে পাওয়া যাবে না। ভারতে অনুষ্ঠিত গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২১ উইকেট নেওয়া মাদুশাঙ্কাকে নিলামে ৪ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছিল মুম্বাই। তার জায়গায় ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপিতে ১৭ বছর বয়সী মাফাকাকে নিয়েছে আইপিএলের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। দেশের মাটিতে গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে মাফাকা ৬ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৩.৮১ রান দিয়ে উইকেট নেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ২১টি। যুব বিশ্বকাপের এক আসরে কোনো পেসারের সর্বোচ্চ উইকেট এটিই। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন তিনি। পেস-স্পিন মিলিয়ে প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে এক আসরে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ড বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার এনামুল হক জুনিয়রের, ২০০৪ সালের আসরে ৮ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। মাফাকা ৬ ম্যাচের তিনটিতেই পান পাঁচ উইকেটের স্বাদ। সেমি-ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় তার দল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিয়মিত ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারেন মাফাকা। সঙ্গে সুইংয়ের জন্যও পরিচিতি আছে তার। স্বীকৃত ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত দুটি করে প্রথম শ্রেণি ও লিস্ট 'এ' এবং ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বিশ ওভারের ক্রিকেটে এই ৯ ম্যাচে তার শিকার ১৩ উইকেট। স্কুলে শেষ বর্ষে আছেন মাফাকা, পড়েন জোহানেসবার্গের সেন্ট স্টিথিয়ান্স স্কুলে। এই স্কুলেই পড়তেন বর্তমানে আফ্রিকা দলের মূল পেসারদের একজন কাগিসো রাবাদা। যেখানে মুম্বাইয়ে ছুটি কাটানোর কথা ছিল মাফাকার, সেখানে এখন তিনি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলে ড্রেসিং রুম ভাগাভাগি করবেন জাসপ্রিত বুমরাহর মতো ফাস্ট বোলারের সঙ্গে, কাজ করবেন লাসিথ মালিঙ্গার মতো বোলিং কোচের সঙ্গে। এরই মধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। মুম্বাইয়ের স্কোয়াডে আছেন আরও পাঁচ জন।

চ্যাম্পিয়ন মেরিনার্সকে রুখতে পারল না অ্যাজাক্স

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রিমিয়ার বিভাগ হকি লিগের চ্যাম্পিয়ন মেরিনার্স টানা কয়েকটি ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতেছে। আজ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছিল অ্যাজাক্সের বিপক্ষে। তবে শেষ পর্যন্ত মেরিনার্স ৪-৩ গোলে অ্যাজাক্সকে হারায়। ৬ মিনিটেই দারুণ এক ফিল্ড গোলে অ্যাজাক্সকে লিড এনে দেন রাকিবুল হাসান। পরের মিনিটেই মেরিনার্সের অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড মাঈনুল ইসলাম কৌশিক ফিল্ড গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন। অ্যাজাক্স প্রথমে লিড নিলেও বাকি সময় আবার মেরিনার্স আধিপত্য বিস্তার করে। টানা তিনটি গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের করে নেয়। ১৭ মিনিটে ভারতের অজয় যাদবের ফিল্ড গোলে ব্যবধান ২-১ করে। ২০ মিনিটে মেরিনার্সের আরেক ভারতীয় দীপকের ফিল্ড গোলে স্কোর ৩-১। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তারকা ডিফেন্ডার সোহানুর রহমান সবুজের গোলে স্কোরলাইন দাড়ায় ৪-১। মেরিনার্স তিন গোলের ব্যবধান করলেও ম্যাচ থেকে ছিটকে যায়নি অ্যাজাক্স। ২৫ মিনিটে দলটির ভারতীয় সিলহেইবা লিশাম গোল করেন অ্যাজাক্সের হয়ে। ম্যাচের তৃতীয় কোয়ার্টার ছিল গোলশূন্য। চতুর্থ ও শেষ কোয়ার্টারের শেষ মিনিটে অ্যাজাক্সের রাকিবুল হাসান গোল করলে খেলায় উত্তেজনা ফিরে আসে। হকিতে শেষ মিনিটে একাধিক গোলও সম্ভব। যদিও অ্যাজাক্স আর গোল করতে পারেনি। ৪-৩ স্কোরলাইনে খেলা শেষ হয়। আগের ম্যাচে আজাদ স্পোর্টিং ৫-২ গোলে দিলকুশা স্পোর্টিংকে হারায়। রেলিগেশন এড়ানোর ক্ষেত্রে এই জয় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্য হান্ড্রেডের প্লেয়ার ড্রাফটে সাকিব-তামিমের নাম নেই

স্পোর্টস ডেস্ক : ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ দ্য হান্ড্রেডের প্লেয়ার ড্রাফটে নাম দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালসহ ১৫ বাংলাদেশি ক্রিকেটার। গত বুধবার হওয়া ড্রাফটে দল পাননি কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার। সাকিব-তামিম ছাড়া দ্য হান্ড্রেডের প্লেয়ার ড্রাফটে নাম লিখিয়েছিলেন লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, তাওহীদ হৃদয়, শরিফুল ইসলাম, নাসুম আহমেদ, জাকের আলি, তানজিদ তামিম, আফিফ হোসেন, শামীম হোসেন, শহিদুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার ও রনি তালুকদার। প্লেয়ার ড্রাফটে সাকিব ৭৫ হাজার পাউন্ড মূল্যের।

ভ্রমণ

যে দেশের নাগরিকদের বাড়ির চেয়ে গাড়ির সংখ্যা বেশি

ভ্রমণ ডেস্ক

মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ চিন সাগরের মাঝে অবস্থিত ব্রুনেই দারুস্সালাম দেশ। এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় চরমভাবাপন্ন প্রকৃতির। ব্রুনাই একটি

ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশ। এই দেশে আজও নারীরা ভোটের অধিকার পাননি। ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি এই দেশে এখনও রাজতন্ত্র বিরাজ করছে। ২০০৮ সালের একটি রিপোর্ট অনুসারে, তার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৩৬৩ বিলিয়ন টাকা। নানা ধরনের নামী দামি গাড়ি সেদেশের সুলতানের খুব পছন্দের। তার কাছে প্রায় ৭ হাজারটি গাড়ি রয়েছে। তার প্রাইভেট কারটি আগাগোড়া সোনায় মোড়া। তিনি যে প্রাসাদে বাস করেন সেটিকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাসাদ, যেখানে ১৭০০ টিরও বেশি কক্ষ আছে। বলা হয় যে, ব্রুনাইয়ের নাগরিকদের বাড়ির চেয়ে, গাড়ির সংখ্যা বেশি। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখানে প্রতি হাজার নাগরিকের মধ্যে প্রায় ৭০০ জনেরই গাড়ি আছে।

আসলে এখানকার লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো। এই দেশে খনিজ তেলের প্রাচুর্য ব্যাপক। এবং এখানে তেলের দাম খুবই কম। পাশাপাশি এখানকার জনগণকে প্রায় কোনও পরিবহন কর দিতে হয় না।

জানলে অবাক হবেন, ব্রুনাই এমন একটি দেশ যেখানে বাড়ির দেওয়ালে স্ত্রীর ছবি টাঙিয়ে রাখাটা সে দেশের রীতি। কোনো কোনো বাড়িতে তো আবার একাধিক স্ত্রীর ছবি দেখা যায়।

এছাড়া দেওয়ালে টাঙানো থাকে সেই দেশের সুলতানের ছবি। ব্রুনাইয়ের সুলতানকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাজা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্রুনেই দারুস্সালাম দেশটিতে কেউ পাবলিক প্লেসে মদ পান করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, রাস্তা দিয়ে চলার সময় এখানকার লোকজন কিছু খেতে বা পান করতে পারেন না। বিশেষ কথা হলো, এখানে লোকল নাকি ফাস্টফুড খেতেও বিশেষ পছন্দ করে না। এই কারণে আপনি এখানে ম্যাকডোনাল্ডস্ কিংবা হাই-ফাই এর মতো হাতে গোনাই কয়েকটি রেস্তোরাঁ পাবেন।

হুনজা ভ্যালির মানুষরা কেন এতো সুন্দর ও দীর্ঘায়ু হন?

ভ্রমণ ডেস্ক

হুনজা সম্প্রদায়ের গড় আয়ু ১০০ বছর, এই গ্রহের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ও সুখী মানুষ হিসেবে পরিচিত পাকিস্তানের হুনজা উপজাতিরা। এই উপজাতিরা বুরুশো নামেও পরিচিত। তারা হিমালয়ের উচ্চভূমিতে বাস করেন।পাকিস্তানের হুনজা, চিত্রাল, নগর ও গিলগিট-বালতিস্তানের উপত্যকায় বসবাস করে এই উপজাতিরা। হুনজা সম্প্রদায়ের গড় আয়ু জানলে আপনি রীতিমতো বিস্মিত হবেন! এমনকি তারা নাকি কখনো বৃদ্ধও হন না।

হুনজা উপজাতির নারীরা ৮০ বছরেও দেখতে ঠিক 'তরুণীর' মতো। দীর্ঘ ও সুখী জীবনযাপনের কারণে হুনজারা সারা বিশ্বের মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে।

হুনজা সম্প্রদায়ের গড় আয়ু ১০০ বছর। আবার কেউ কেউ নাকি ১২০ বছরও ছাড়িয়ে যায়। এ পর্যন্ত বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক হুনজা উপজাতির মানুষদের নিয়ে নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও গবেষণা করে চলেছেন। অনেক গবেষকরা তাদের আয়ু সম্পর্কে খোঁজার জন্য হুনজাবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাসও করেছেন। এমনই এক বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট ম্যাক্রিসন। যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে হুনজাদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন।

তিনি পরবর্তী সময়ে জানান, সেখানে কয়েক বছর বসবাস করার পরও তিনি কোনো ক্যানসার, পেটের আলসার, অ্যাপেনডিসাইটিস বা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পাননি। যা সত্যিই আশ্চর্যজনক!

আরেক বিজ্ঞানী ডক্টর হেনরি কোয়ান্ডাও তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। তিনি হিমবাহের পানি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, যা হুনজারা নিয়মিত গোসল ও পান করেন।কোয়ান্ডা গভীর গবেষণা চালিয়েছেন ও হুনজাদের পানির উপর একটি বই লিখেন। যেখানে তিনি উপজাতির দীর্ঘায়ু হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

হুনজার অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কাছে একটি রহস্য হয়ে আছে। কেন তারা এই দীর্ঘায়ু উপভোগ করেন সেটি জেমস হিলটনের 'লস্ট হরাইজন' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল।

হুনজা ভ্যালি ভ্রমণে কখন যাবেন?

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা সৌন্দর্যমণ্ডিত এই স্থানে ঘুরতে আসেন। একই সঙ্গে তারা হুনজা উপজাতিদের জীবনধারাও কাছ থেকে অবলোকন করেন। আপনিও চাইলে ঘুরে আসতে পারেন পাকিস্তানের হুনজা ভ্যালি থেকে। পর্যটকদের জন্য সেরা এক গন্তব্য এটি।

হুনজা উপত্যকায় চাইলে যে কোনো সময়ই ভ্রমণে যেতে পারেন পর্যটকরা। তবে হুনজা ভ্রমণের সর্বোত্তম সময় হলো এপ্রিল থেকে অক্টোবর। কারণ গরমে সেখানে তাপমাত্রা সর্বাধিক ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে।

হুনজা ভ্রমণে যা যা ঘুরে দেখবেন

রাকাপোশি চূড়া, করিমাবাদ, আলিতিত দুর্গ, বাল্টিত দুর্গ, আত্তাবাদ লেক, রাশ লেক, সোস্ট বর্ডার, গুলমিত জমা দিন, বোরিথ লেক ও ঈগল নেস্ট ডুইকার।

সূত্র: পাকিস্তান ট্যুর এন ট্রাভেল

পর্যটকদের জন্য নতুন ৩ নিয়ম করেছে জাপান

ভ্রমণ ডেস্ক

জাপান পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় এক গন্তব্য। সে দেশের আকর্ষণী সব স্থান, জাপানিজদের জীবনযাপন ও সুস্বাদু খাবারের খোঁজে প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটক ভিড় করেন। এছাড়া সেখানকার প্রাচীন মন্দির, বাসস্থানসহ শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা নিতেও অনেকেই জাপান ভ্রমণ করেন। জাপানের অন্যতম ককয়েকটি দর্শনীয় স্থান হলো- কিয়োটোর কিনকাকু-জি,ফুশিমি ইনারি, হিমেজি দুর্গ, মাউন্ট ফুজি ও এর আশপাশ, হট স্প্রিংস ও অনসেন টাউনস,নিক্কো জাতীয় উদ্যান,ফুজি-হাকোনে-ইজু ন্যাশনাল পার্ক, কানাজাওয়াতে কেনরোকুয়েন গার্ডেন।

তবে জানলে অবাক হবেন, জাপান এরই মধ্যে কিছু নিয়ম করেছে যা মানতে হবে সব পর্যটকদের। এর ব্যতিক্রম হলেই বিপদ। তাই জাপান ভ্রমণের আগে জেনে নিন সেখানকার নতুন ৩ নিয়ম সম্পর্কে-

দৈনিক ৪০০০ এর বেশি পর্বতারোহী ফুজি পর্বতে আরোহণ করতে পারবেন না মাউন্ট ফুজি, জাপানের একটি আইকনিক প্রতীক। প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক সেখানে ট্রেকিংয়ের জন্য বা ভ্রমণে যান। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে, এর শিখরে আরোহণ প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য একটি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। তবে জাপান সরকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও পাহাড়ের ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের জন্য কিছু পরিবর্তন বাস্তবায়ন করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, দৈনিক ৪০০০ এর বেশি পর্বতারোহী ফুজি পর্বতে আরোহণ করতে পারবেন না। কিয়োটো জাপানের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে বিখ্যাত। এর ঐতিহাসিক নিদর্শন ও প্রাণবন্ত পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। সেখানকার জিওন জেলা, আইকনিক গেইশাদের আবাসস্থল হিসেবে সুপরিচিত। তবে অত্যধিক পর্যটন ও অসম্মানজনক আচরণ এই সাংস্কৃতিক আইকনদের নিরাপত্তা উদ্বেগের দিকে পরিচালিত করেছে। গেইশাদের সুরক্ষার জন্য, পর্যটকদের এখন জিওনের নির্দিষ্ট এলাকা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া সেখানে অযাচিত ফটোগ্রাফির জন্য কঠোর জরিমানা আরোপ করা হবে বলেও জানা গেছে। কিয়োটোতে গেইশা দেখার সেরা জায়গা হলো জিওনের হানামি-কোজি-ডোরি (শিজো-ডোরি ও কেনিন-জি মন্দিরের মধ্যবর্তী অংশ) ও পন্টোচোর শিজো-ডোরি প্রান্তে। যারা জাপানে দীর্ঘসময় থাকতে চান, তাদের জন্য একটি ভালো খবর হলো, জাপান ছয় মাসের ডিজিটাল নোমড ভিসা চালু করার পরিকল্পনা করেছে, পূর্ববর্তী ৯০ দিনের সীমাবদ্ধতা অপসারণ করে।